সেনসেক্স : ৭৬,৭৫৫.০৫ (-৭১৫.০৬)
নিফটি : ২৩,৯৯৬.২৫ (-১৯১.৪৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভেবেছেন ছেড়ে দেব? হুংকার শুভেন্দুর ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৬°	৩২°	২৫°	৩২°	২৫°	৩২°	২৫°

দেশে ফেরার ইঙ্গিত ললিত মোদির ৭

বিশ্বজয়ীদের টমেটো উপহার ১২

শিলিগুড়ি ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 23 July 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 66

পথই দেখাচ্ছে পথ...

নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ল রাজধানীর রাজপথ

ছাত্র ও তরুণদের দেখলেই লাঠিচার্জ

সংসদে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : অবশেষে অনশন প্রত্যাহারের বার্তা সোনম ওয়াংচুকের। কেন্দ্রীয় সরকারও সুর নরম করেছে। সংসদে নিট কেলেঙ্কারি ও তরুণ প্রজন্মের আন্দোলন নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবির নিষ্পত্তি হয়নি। ককরোচ জনতা পার্টি এখনও ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগের দাবিতে অনড়। যন্তরমন্তরের কাছে টলস্টয় মার্গে বুধবার রাতে প্রতিবাদী তরুণদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ। দু'পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তিও হয়। পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলোচনায় বসার দাবি তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা।

সরকার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আলোচনায় রাজি জানালেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার বক্তব্য, বিরোধীরা যেন বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি না করে। নাড্ডা রাহুলের উদ্দেশে বলেন, 'বিরোধী শাসিত জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল, ঝাড়খণ্ড, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, কর্ণাটকে ও তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে কেন তিনি কিছু বলেননি?' তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোশেফ বিজয়।

'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদরা হাতে কালো কাপড় বেঁধে সংসদ চত্বরে বুধবার বিক্ষোভ দেখান। ককরোচ পার্টি অবশ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। দলের প্রধান মুখপাত্র সৌরভ দাস জানান, বুধবার সকালে পুলিশ জানায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা তাঁদের বাসভবনে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। বুধবার সকাল থেকে রাজধানী দিল্লি ছিল নিরাপত্তার চাদরে মোড়া। মোট ১৬টি মেট্রো স্টেশনের প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখা হয়েছে।

বুধবার রাতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি পুলিশের (উপরে)। সোমবার লাঠিচার্জের পর পড়ে থাকা জুতো সাজিয়ে রাখা যন্তরমন্তরে।

দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-যুবদের দেখলেই লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সামনে বিশাল পুলিশবাহিনী, ব্যারিকেড এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স মোতায়েন করে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে, হাসপাতাল থেকে ওয়াংচুক কেন্দ্রীয় সরকারকে বার্তা দিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি মামলা, হয়রানি বা প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি অনশন তুলে নেবেন।

তিনি এখন গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালের আইসিইউ-তে রয়েছেন। সেখান থেকে ভিডিও বার্তা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের লেখা চিঠিতে ওই বার্তা দেন। তবে পুলিশি বর্বরতার প্রতিবাদে অনড় লোকসভার বিরোধী দলনেতা। কংগ্রেসের সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি অভিযোগ করেন, 'গত এক দশকে দেশে ১৫৪ বার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। একটি ক্ষেত্রেও দোষীদের শাস্তি হয়নি। তরুণদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং আপসযোগ্য নয়।'

অন্যদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং অভিযোগ করেন, বিরোধীরা রাজনৈতিক স্বার্থে দেশের ছাত্র-তরুণদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

এরপর দশের পাতায়

যা হচ্ছে রাজধানীতে

- হাতে কালো কাপড় বেঁধে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ 'ইন্ডিয়া' জোটের সাংসদদের
- দিল্লিজুড়ে মোট ১৬টি মেট্রো স্টেশনের প্রবেশদ্বার বন্ধ
- দিল্লির বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্র-যুবদের দেখলেই লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

- যুব কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সামনে বিশাল পুলিশবাহিনী, ব্যারিকেড এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স
- ককরোচ জনতা পার্টি এখনও ধর্মেন্দ্রর পদত্যাগের দাবিতে অনড়
- অনশন প্রত্যাহারের বার্তা সোনম ওয়াংচুকের

ক্যাফে, রেস্তোরাঁ যেন অবৈধ পানশালা

মদের পাশাপাশি শুকনো নেশার আসর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : পাহাড়ে স্নিগ্ধতার খোঁজে আসা বিভিন্ন বয়সিদের 'টার্গেট' করে গুলমাজুড়ে তৈরি হয়েছে একাধিক ক্যাফে, রুফ টপ রেস্তোরাঁ। সেই রুফ টপ রেস্তোরাঁগুলোর বৈধতা নিয়ে তো প্রশ্ন রয়েইছে। তবে সেই ক্যাফে, রুফ টপ রেস্তোরাঁগুলোর ভেতরে ঢুকলে বোঝা যায়, অবৈধ কার্যকলাপের মাত্রা বেশ অনেকটাই। এলাকার রেস্তোরাঁ, ক্যাফেগুলোর কোনওটাতেই বারের লাইসেন্স নেই। প্রকাশ্যে তাই কোনও রেস্তোরাঁ বা ক্যাফের বাইরেই 'বার' লেখা নেই। ভেতরে গেলে অবশ্য অনায়াসেই মিলে যাচ্ছে মদের বোতল। সকালের দিকে কোনও কোনও ক্যাফে ও রেস্তোরাঁয় মদের বোতল চাইলে আড়ালে যাওয়ার কথা বলা হলেও সন্ধ্যার পর থেকেই সবই খুল্লম খুল্লা।

মেনু কার্ডে কোনও কিছু লেখা না থাকলেও ওয়েটাররা খাবারের অর্ডার নিতে এসে প্রশ্ন করছেন, 'স্যর ড্রিংকস কিছু নেবেন? বিয়ার, মদ সবই রয়েছে।' অধিকাংশ পাব ও রেস্তোরাঁয় একটি আলাদা ঘর করা হয়েছে। সেই ঘরের মধ্যেই মজুত থাকছে বিভিন্ন নামী কোম্পানির মদ। শুধু মদ বা বিয়ারই নয়, একটু নজর ঘোরালেই দেখা যাবে, মদের আসরের সঙ্গেই চলছে শুকনো নেশার আসর। হাতবদল হয়ে যাচ্ছে ব্রাউন সুগারের পুরিয়া থেকে শুরু করে সিগারেটের আড়ালে গাঁজা। প্রশ্ন উঠছে, এতকিছু প্রকাশ্যে চললেও প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই কেন?

একটি রেস্তোরাঁয় ওয়েটারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের এখানে সেসব নজরদারিরও লোক রয়েছে। পুলিশের ভ্যান আসতে দেখলেই সবকিছু সরিয়ে দেওয়া হয়।' রেস্তোরাঁয় এভাবে মদ থেকে শুরু করে শুকনো নেশার আসর বসলেও প্রশাসন কিছু জানে না, এমনটা তো হতে পারে না। প্রশাসনের তরফে গুলমায় নিয়মিত অভিযান চালালেই তো সব বেরিয়ে আসার কথা। জেলা প্রশাসনের এক কর্তা অবশ্য বলছেন, 'পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ওই ক্যাফে, রেস্তোরাঁগুলোর ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রাতের দিকে এলাকার একটি ক্যাফেতে ঢুকে দেখা গেল টিমটিমে আলোয় ধোঁয়ায় পুরো জায়গা ভরে গিয়েছে। প্রতিটি টেবিলের চলছে মদ্যপান। একটি ফাঁকা টেবিলে কিছুক্ষণ বসতে আশপাশে নজর ঘোরাতেই দেখা গেল, শুধু মদের নেশাই নয়, চলছে অন্য নেশাও। পাশেই বসা এক টেবিলে তিনজন তরুণী সহ এক তরুণ আড্ডা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই নজরে পড়ে, ওই তরুণ বাকি তিন তরুণীর হাতে ছোট ছোট পুরিয়ে ধরিয়ে দিলেন। কীসের পুরিয়া? প্রশ্ন করতেই ওই তিন তরুণী কিছুটা হুমকির সুরেই বললেন, 'অন্যের টেবিলে আপনি নজর দিচ্ছেন কেন?' অন্য একটি রুফ টপ রেস্তোরাঁয় একটি টেবিলে বসতেই সেখানকার এক ওয়েটার এগিয়ে এসে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, 'স্যর বিয়ার বা মদ কিছু নেবেন? সব রয়েছে।' লিকারের মেনু কার্ডের কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলে উঠলেন,

এরপর দশের পাতায়

গুলমায় অনিয়ম/১

- দিনেরবেলা কিছু রাখঢাক থাকলেও রাতে গুলমার অনেক রেস্তোরাঁতেই নেশার আসর বসছে প্রকাশ্যে
- ক্রেতাদের চাহিদা মেটাতেই আয়োজন বলে দাবি
- পুলিশ আসার আগে আগাম খবর পেয়ে সব সরিয়ে ফেলা হচ্ছে

নগেনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ

কোচবিহার, ২২ জুলাই : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের কুরুচিকর মন্তব্যের জল এবার গড়াল পুলিশ পর্যন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির অবদানকে তাচ্ছিল্য করে সাংসদ মন্তব্য করেছিলেন যে নেতাজির জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি। তাঁর মনগড়া ও বিকৃত মন্তব্যের জেরে বুধবার কোতোয়ালি থানায় একাধিক অভিযোগ দায়ের করেছে ফরওয়ার্ড ব্লক। পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন সংগঠন তাঁর বিরুদ্ধে পথে নেমেছে। তবে, নগেনের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদের পথে হাঁটার কথা জানায়নি বিজেপি।

দিনহাটার পর মঙ্গলবার সংসদ ভবনের বাইরে দাঁড়িয়েও নিজের মন্তব্যে অনড় ছিলেন কোচবিহারের রাজ্যসভার সাংসদ। এর প্রতিবাদে বুধবার সকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন বিধায়ক নগেন্দ্রনাথ রায়, পঞ্চানন রায় ও গোপাল দে থানায় পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেছেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে আমরা পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছি। নগেনের মন্তব্যে সাধারণ মানুষের মনে যেমন আঘাত লেগেছে তেমনই বিশ্বের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

অভিশপ্ত সুড়ঙ্গে জীবনের আশা ক্ষীণ

নিউজ ব্যুরো

২২ জুলাই : দক্ষিণ সিকিমে সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ে ২৫ জন শ্রমিকের একজনেরও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কার্যত নেই। ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড (ইসিএল) সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। তবে, প্রত্যেককে জীবিত বা মৃত অবস্থায় উদ্ধার করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনএইচপিসি দাবি করেছে, সুড়ঙ্গে আটকে থাকা মোট ২৫ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৩ জনের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বুধবার একজনের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থল থেকে ফেরার পথে নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা ফোনে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত যাঁদের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৯ জন জলপাইগুড়ির এবং ২ জন আলিপুরদুয়ারের।

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার মিলিয়ে ১১ জনের দেহ শনাক্ত

এদিন উত্তরবঙ্গের মোট ছয়জনের দেহ সিকিম থেকে পাঠানো হয়েছে। রাতেই দেহ নিয়ে পরিবার ও প্রশাসনের লোকজন জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে পৌঁছে যান। এর মধ্যে রয়েছে কিলকোট চা বাগানের শিবা ওরাওঁ, বিকেশ্বর ওরাওঁ ও গ্যাব্রিয়েল টিগ্গা, ইনডং চা বাগানের শ্যাম ওরাওঁ, নাগরাকাটার মনমোহনধুরার অর্জুন সাঁওতাল ও সোমাপাড়ার বোলো ওরাওঁয়ের দেহ।

এদিন যাঁদের দেহ শনাক্ত হয়েছে তাঁরা হলেন নাগরাকাটার

এরপর দশের পাতায়

সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের ঘটনায় চ্যালেঞ্জের মুখে উদ্ধার কাজ। বুধবার সিকিমের নামচিতে। ছবি : বুম্বা কর

মেট্রোয় সওয়ার স্বপ্ন

সিটি মেট্রোয় জুড়বে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি। কেমন হতে পারে, ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমার শহর

তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিবাদের জের

একদিনে সাসপেন্ড কল্যাণ-কুণাল

নবনীতা মণ্ডল ও অরূপ দত্ত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২২ জুলাই : কালীঘাটে জোড়া ধাক্কা একই দিনে। সংসদীয় ও পরিষদীয় রাজনীতিতে বিপাকে মমতাপন্থীরা। গোটা বাদল অধিবেশনের জন্য লোকসভায় সাসপেন্ড হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, বিধায়ক কুণাল ঘোষকে শুধু সাসপেন্ড নয়, মার্শাল দিয়ে টেনেহিঁচড়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লি ও কলকাতার দুটি ঘটনার নেপথ্যেই রয়েছে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিবাদ।

কল্যাণের বিরুদ্ধে লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানিয়েছেন এনসিপিআইয়ের তিন মহিলা সাংসদ মিতালি বাগ, কাকলি ঘোষদস্তিদার ও শতাব্দী রায়। যাঁরা জোড়াফুল প্রতীকে জয়ী হয়েছিলেন এবং লোকসভার সর্বশেষ অধিবেশনেও তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কোনও রাজনৈতিক অভিযোগ নয়, ওই তিনি সাংসদ নালিশ করেছেন, মহিলা সাংসদদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন

সাসপেন্ড হওয়ার পর শমীকের সঙ্গে আলাপচারিতায় কল্যাণ (বাঁয়ে)। বিধানসভায় মার্শাল ডেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে কুণালকে।

এবং আপত্তিকর ভাষায় কথা বলেছেন। ওই সাংসদরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের কাছ থেকে দলবদল করেছেন বলে কল্যাণের মন্তব্য করার অভিযোগও ওঠে।

এই নিয়ে লোকসভায় উত্তেজনা ছড়ালে কল্যাণের হাত ধরে দলীয় সতীর্থ মহুয়া মৈত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বটে। কিন্তু লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার নির্দেশ দেন। পরে ধ্বনি ভোটে শ্রীরামপুরের সাংসদকে লোকসভার বাদল অধিবেশনের বাকি দিনগুলির জন্য সাসপেন্ড করার সরকারি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতীতে অবশ্য দলের মধ্যে মহুয়া একই অভিযোগ তুলেছিলেন লোকসভায় দলের মুখ্য সচেতক কল্যাণের বিরুদ্ধে। তখন কল্যাণও পালটা মহুয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অনেক কথা বলেছিলেন।

লোকসভায় এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ধুন্ধুমার বাধে কুণাল ঘোষকে নিয়ে। বক্তার তালিকা থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করে ঋতব্রত শিবিরের মুখ্য সচেতক আখরুজ্জমানের বক্তৃতার সময় সামনে গিয়ে জবাবদিহি চাইতে থাকেন কুণাল। আখরুজ্জমান বক্তৃতা বন্ধ না করলেও বেলেঘাটার বিধায়ক বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন, 'আপনি আমার নাম কেটে দিচ্ছেন কেন?' এতে উত্তেজনা তৈরি হলে বিজেপি বিধায়করা কুণালের কাছে চলে আসেন।

এরপর দশের পাতায়

উন্নয়নে নয়, খরচ চা-খাবারে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : উন্নয়ন খাতে খরচ করলে কাটমানি কম মেলে। কিন্তু চা খাওয়া বা বৈঠকের খরচ হিসেবে দেখানো গেলে নিজস্ব তহবিলের টাকা থেকে বেশি কাটমানি খাওয়া যায়। সেজন্য তহবিলের ৫০ শতাংশ উন্নয়ন খাতে খরচ করেনি অধিকাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত। এমনই অভিযোগ উঠছে শিলিগুড়ি মহকুমায়।

মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টিতেই নিজস্ব তহবিল থেকে উন্নয়ন খাতে খরচ ৩০ শতাংশের নীচে। কয়েকটিতে ১০ শতাংশেরও কম। এতে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা পঞ্চায়েতগুলিতে টাকা নয়ছয়ের স্পষ্ট ছবি ধরা পড়েছে বলে দাবি পদ্ম শিবিরের। বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, তদন্ত করলে তা আরও স্পষ্ট হবে।'

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সূত্রে খবর, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে প্রত্যেক অর্থবর্ষে তাদের নিজস্ব তহবিলের অন্তত ৫০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের নিয়ম রয়েছে। এদিকে, অধিকাংশ পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট তহবিলের অর্থব্যয় করেছে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মজুরি দেওয়া, চা এবং নেতাদের দৈনন্দিন বিলাসিতায়। কোনও কোনও পঞ্চায়েতে বৈঠক আয়োজন আর খাওয়াদাওয়াতেই নিজস্ব তহবিল শেষ হয়ে গিয়েছে।

তবে, শিলিগুড়ি শহরের আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি কিছুটা ব্যতিক্রমী। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে পাথরঘাটা, চম্পাসারি এবং আঠারোখাই নিজস্ব তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহের নিরিখে রাজ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হয়েছিল।

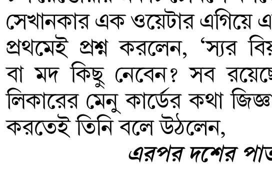

- গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি তাদের নিজস্ব তহবিলের অন্তত ৫০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করবে
- শিলিগুড়ির ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজস্ব তহবিলের উন্নয়ন খাতে খরচ ৩০ শতাংশের কম
- মহকুমার অধিকাংশ পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিল ব্যয় করেছে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মজুরি দেওয়া, চা এবং খাবারে

২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত তিনটি উন্নয়ন খাতে নিজস্ব তহবিলের ৫০ শতাংশের বেশি খরচ করেছে। চম্পাসারি তো তাদের তহবিলের

এরপর দশের পাতায়

ভেস্তে গেল গ্রেটারের সভা

আক্রান্ত বংশীবদন, অভিযুক্ত বিজেপি

অমৃতা দে

গিতালদহে বংশীবদন বর্মনের গাড়ি আটকানোর আগের মুহূর্তে।

দিনহাটা, ২২ জুলাই : সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সহযোগী দল হিসেবে মাঠে নেমেছিল বংশীবদনপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। কোচবিহার জেলার দুটি বিধানসভায় প্রার্থী দিয়েছিল সংগঠনটি। কিন্তু মতের অমিল হওয়ায় এবার গ্রেটার নেতার বংশীবদন বর্মনের গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছুড়লেন বিজেপির নেতাকর্মীরা। বুধবার দিনহাটার গীতালদহে ঘটনাটি ঘটে। বিজেপির দাবি, এদিন একটি সভায় তৃণমূলের কয়েকজন পঞ্চায়েত সদস্যের গ্রেটারে যোগদানের কথা ছিল। তাই পদ্ম শিবিরের তরফে বিক্ষোভ দেখানো হয়। গ্রেটারের শীর্ষ নেতাকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ায় জেলার রাজনৈতিক মহলে শোরগোল তৈরি হয়েছে।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী গীতালদহের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় একটি সভার আয়োজন করেছিল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বংশী এবং সিতাই বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ বর্মা। ওই সভায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের গ্রেটারে যোগদানের কথা ছিল। খবর পেয়ে সভাস্থলের আশপাশে বিজেপির স্থানীয় নেতাকর্মীরা জমায়েত শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ফোনে গ্রেটার নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করে কর্মসূচি স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধ মেনে সভা বাতিল করে দেন গ্রেটার নেতারা।

সভা বাতিলের পর গ্রেটারের নেতারা দিনহাটার দিকে ফিরছিলেন। সেই সময় গিতালদহের চাইনলদহ ব্রিজের কাছে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী তাঁদের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান। গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় এবং অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ। কিন্তু কারা ডিম ছুড়ল? প্রশ্ন উঠলে, প্রশ্ন করলেও বংশী বিজেপির নাম নেননি। তিনি বলেন, 'যারা ডিম ছুড়েছে বা তাদের যারা পাঠিয়েছে, তারা কোনও উদ্দেশ্যে করেছে। গাড়ির ভিতর থেকে কারা এই কাজ করেছে তা বুঝতে পারিনি। তবে যা হয়েছে তা অন্যায়। যারা এ কাজ করেছে তারা প্রকৃত কোচবিহারবাসী হতে পারে না।'

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দিনহাটা থানার পুলিশ গ্রেটার নেতাদের নিরাপত্তার সঙ্গে দিনহাটায় পৌঁছে দেয়। এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত। কিন্তু কেন বংশীর দিকে ধেয়ে এল ডিম? জানা গিয়েছে, বিজেপির একাংশের সঙ্গে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের মতের অমিল হচ্ছে। স্থানীয় বিজেপি নেতা মোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'গ্রেটার নেতৃত্ব পিছনের দরজা দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা তার প্রতিবাদ করেছি।' তবে ডিম ছোড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভিড়ের মধ্যে কিছু উত্তেজিত মানুষ ডিম ছুড়েছে।'

'ডেথ জোন' ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর

ময়নাগুড়িতে এক মাসে বলি ১১

ময়নাগুড়িতে জাতীয় সড়ক দিনদিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২২ জুলাই : ময়নাগুড়ি এলাকার ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের চার লেনের জাতীয় সড়ক ক্রমশ 'ডেথ জোনে' পরিণত হচ্ছে। গত এক মাসে এই সড়কে একের পর এক পথ দুর্ঘটনায় শিশু সহ মোট ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন বহু মানুষ। প্রতিদিন ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটতে থাকায় ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন সাধারণ পথচারী থেকে দূরপাল্লার গাড়িচালকরা। দুর্ঘটনা সামাল দিতে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে নানা আইনি পদক্ষেপ ও সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হলেও পরিস্থিতির বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

গত ২১ জুন ময়নাগুড়ির উল্লাডাবরি এলাকায় এক সরকারি বাসের সঙ্গে ট্রাকের ধাক্কায় এক শিশু সহ ৬ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পুলিশ বাসের চালককে গ্রেপ্তার করলেও সেদিনই তিনি জামিন পান। এরপর দুর্ঘটনা রোধে পুলিশ স্পিড রানিং প্রতিরোধ, জরিমানা এবং ব্রেথালাইজার দিয়ে চালকদের পরীক্ষা সহ একাধিক কড়া ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনা কমেনি।

গত ৮ জুলাই রাতে ময়নাগুড়ি রোড ধরলা সেতু সংলগ্ন এলাকায় একটি পণ্যবাহী ছোট গাড়ি ট্রাকে ধাক্কা মারলে চালকের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পরের দিন, ৯ জুলাই বিডিও অফিস মোড়ে ট্যাংকারের ধাক্কায় প্রাণ হারান আরও একজন। এর ঠিক এক সপ্তাহ পর কালীরহাট মোড়ে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক স্থানীয় বাসিন্দার। ১৮ জুলাই রাতে তিস্তা সেতু পেরিয়ে দোমোহনি মোড় এলাকায় দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক চালকের মৃত্যু হয়। ১৯ জুলাই ওই জায়গাতেই ওভারটেক করতে গিয়ে প্রাণ হারান এক মোটরবাইকের আরোহী।

বর্তমানে শ্রাবণীমেলা চলায় মহাসড়কে ঝুঁকি আরও বেড়েছে। পুণ্যার্থীরা তিস্তা ঘাট থেকে জল সংগ্রহ করে এই চার লেনের সড়ক দিয়ে হেঁটে জল্পেশ মন্দিরের দিকে যান। বিশেষ করে রবিবার ও সোমবার এই পথে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ পুলিশি ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে। তাছাড়া রাতের বেলায় আসম মোড়, ইন্দিরা মোড় এবং বিভিন্ন অফিস মোড়ে ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল সচল না থাকায় এলাকাগুলি কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে।

সড়কের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নিত্যযাত্রী ও চালকরা। বাসচালক নিত্যানন্দ সরকার বলেন, 'চার লেনের সড়কের বহু জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে রয়েছে, যা দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।' পণ্যবাহী গাড়ির চালক দেবব্রত মণ্ডলের মতে, 'দীর্ঘদিন ধরে উল্লাডাবরি ও দোমোহনি মোড় অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে, অবিলম্বে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।' নিত্যযাত্রী অভিজিৎ বিশ্বাসের বক্তব্য, মহাসড়কে এখন প্রাণ হাতে নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিকের দাবি, মহাসড়কে সব সময় নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো রুখতে নিয়মিত ব্রেথালাইজার দিয়ে পরীক্ষা এবং ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Cleaning and Housekeeping Services for Birpara State General Hospital. vide memo no- CMOH/APD/2082 dt: 17/07/2026, e-tender id: 2026_HFW_1032977_1. For details website: https://wbtenders.gov.in, http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/-CMOH, Alipurduar. ICA-T13023(2)/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Security Services for Nursing Training School Alipurduar District Hospital vide memo no- CMOH/APD/2079 dt:.17/07/2026, e-tender id: 2026_HFW_1032912_1. For details website: https://wbtenders.gov.in, http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Alipurduar ICA-T13026(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Cleaning and Housekeeping Services for different Rh and PHC in Alipurduar District. vide memo no- CMOH/APD/2083 dt:17/07/2026, e-tender id: 2026_HFW_1032993_1. For details website: https://wbtenders.gov.in, http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH, Alipurduar. ICA-T13024(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Cleaning and Housekeeping Services for Alipurduar District Hospital vide memo no- CMOH/APD/2080 dt: 17/07/2026, e-Tender Id: 2026_HFW_1032930_1. For details website: https://wbtenders.gov.in, http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/-CMOH, Alipurduar. ICA-T13021(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5017184_1. Bid Submission end Date : 08.08.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T13137(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The CMOH Alipurduar hereby invites Notice Inviting e-Tender for Cleaning and Housekeeping Services of Hybriid CCUs for Alipurduar District Hospital and Birpara SGH. vide memo no- CMOH/APD/2081 dt:.17/07/2026, e-tender id: 2026_HFW_1032972_1. For details website: https://wbtenders.gov.in, http://alipurduar.gov.in, https://www.wbhealth.gov.in Sd/-CMOH, Alipurduar. ICA-T13022(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2026_WBPWD_5017109_1. Bid Submission end Date: 31.07.2026 (upto 14:00 Hrs.). For details please follow the website: www.tenders.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division ICA-T13070(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D. e-QUOTATION NOTICE
Publication of e-NIT No.: WBPWD/EE/JED/NIQ 12e/Q of 2026-27, Tender Id. No.: 2026_WBPWD_5017096_1, Name of work: Annual Maintenance Contract of Entire Electrical Installation works at Krishi Bhawan, Club Road, Jalpaiguri. The last date for submission of tender on 27-Jul-2026 at 03:00 PM. All details can be seen from the website - https://tenders.wb.gov.in or https://www.wbpwd.gov.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- K Deb. EE/JED/JALPAIGURI. ICA-T13059(2)/2026

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division, vide NIT No-2/APD/WBSRDA/DPR/CSR/2026-27, Date: 22-07-2026. Details may be seen in the state Govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & office notice board.
Sd/-
Executive Engineer
& Head of PIU
WBSRDA Alipurduar
Division

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting e-Tender
NIeT No.-15 of 2026-27 of AE/PWD APD. Constn. Sub Division.
(TENDER ID-2026_WBPWD_5017173_1)
Electronic Notice Inviting Tender (NIeT) is invited by the Assistant Engineer, PWD Alipurduar Construction Sub-Division for civil work = 01 (one) vide above NIeT memo no.- 492/1(6) Dt. 21.07.26 For details, refer to wbpwdwebsite.in documents download start date 27.07.26 4:00 P.M. documents download end date 03.08.26 4:00 P.M. Bid opening date 05.08.26 4:00 P.M. Sd/- (P. Saha) Assistant Engineer, PWD Alipurduar Construction Sub-Division. ICA-T13129(1)/2026

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
Tender Notice

Sr. No.	Description	The Deadline for Submission of Tender and Place	Contact Person for Bidders
1.	Leasing of suitable premises for opening of Falakata Branch, under Coochbehar Region	13.08.2026 up to 05:00PM at Regional Office Coochbehar	Sanjeev Kumar, Senior Manager (Contact : +91 89181 31460) Nabeel Islam, Assistant Manager (Contact : +91 70446 38551) Rohit Kumar Mishra, Assistant Manager (Contact : +91 62904 53396)

The said information and required documents are available in our bank's website :
- http://www.centralbank.bank.in/en/active-tender
Sd/- Sanjeev Kumar
Senior Manager, BSD
Regional Office Coochbehar

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
The Superintendent of Police, Cooch Behar inviting online Tender on behalf of the Governor for the supply of spare parts/ accessories/ Tyre, Tube & Flaps and repair works of Government vehicles and motor cycles of Cooch Behar district Police for the year 2026-27. 1) E-Tender ID :- 2026_WBP_1032046_1. Last date of Bid submission 29/07/2026 up to 6.00 p.m. For details visit : http://www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintendent of Police, Cooch Behar ICA-T13041(2)/2026

ভারত সরকার
যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া মন্ত্রক
যুব বিষয়ক দপ্তর
জিপিওএ-৩, নেতাজিনগর, নিউ দিল্লি
আই-১২০১১/২/২০২৬-এনপিওয়াইএডি
যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া মন্ত্রক রোমাঞ্চকর অভিযানের ক্ষেত্রে ব্যক্তিদের স্বীকৃতি জানাতে 'তেনজিং নোরগে জাতীয় অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার' ২০২৫-এর জন্য মনোনয়নের আহ্বান জানাচ্ছে। আবেদন প্রক্রিয়াটি ২১শে জুলাই ২০২৬ থেকে ২০শে অগাস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত খোলা থাকবে। আবেদন করার জন্য পরিদর্শন করুন https://awards.gov.in-এ। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে মন্ত্রকের ওয়েবসাইট https://yas.nic.in/-এর 'Latest News' বিভাগটি দেখুন।
সেক্রেটারির অধীন
যুব বিষয়ক দপ্তর
cbc 47107/11/0006/2627

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PHED TENDER NOTICE
The Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.H.E. Dte., Siliguri on behalf of the Governor of West Bengal invited e-Tender "WBPHED/EE/NMD/NIeT No. 06 of 2026-2027" for (02) two nos work having Tender ID: 2026_PHED_1033509_1 and 2026_PHED_1033509_2 under Northern Mechanical Division, PHE Dte." The Tender Document collection and submission from 22.07.2026, 11.00 AM. to 10.08.2026, 2.00 PM. For details visit on "https://wbtenders.gov.in" The tender is also visible at departmental website: www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, NMD, PHE Dte. ICA-T13047(3)/2026

BORDER SECURITY FORCE : FRONTIER HQ NORTH BENGAL KADAMTALA, SILIGURI
সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী (BSF) শিলিগুড়ির কদমতলায় ৭২ তম দেশব্যাপী পেনশন আদালতের আয়োজন করছে।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং সিকিম রাজ্যের BSF পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগীদের অভিযোগ শোনা এবং সেগুলির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এই পেনশন আদালত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই আদালতে বিভাগীয় প্রধান (HoD), DDO, PAO এবং বিভিন্ন ব্যাংক, CPAO ও CPPC-এর আধিকারিকসহ উর্ধ্বতন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ উপস্থিত থাকবেন। তাঁদের অংশগ্রহণ পেনশন-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর দ্রুত ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করবে।
পেনশনভোগী এবং পারিবারিক পেনশনভোগীগণ সশরীরে অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে অথবা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁদের অভিযোগসমূহ পেশ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে; এর ফলে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাঁদের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। অধিকতর তথ্য ও সহায়তার জন্য নিম্নোক্ত যোগাযোগের বিবরণ ব্যবহার করা যেতে পারে :
ফোন নম্বর - 03532580161 এবং 03532580162
ইমেল আইডি - ftrnb@bsf.nic.in
এই উদ্যোগটি বিএসএফ (BSF)-এর পেনশনভোগীদের কল্যাণের প্রতি তাদের অটল অঙ্গীকারের প্রতিফলন; এটি অভিযোগসমূহের যথাসময়ে নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষায়িত মঞ্চ প্রদান করে।
cbc 19110/11/0036/2627

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Tender Ref No:WBPWD/EE/CED/eNIT-23/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5017106_1). WBPWD/EE/CED/eNIT-24/2026-27. (Tender ID: 2026_WBPWD_5017123_1) EE, CED, P.W. Dte invite online e-tender for the following work: (1) Annual Comprehensive Maintenance Contract of existing Unitary AC machines installed at different parts of Tufanganj Sub Divisional Hospital Cooch Behar. (2) Annual Comprehensive maintenance of Split Type and ductable split type AC machines installed at Dinhata S.D. Hospital in the Cooch Behar District. Bid Submission Start Date : 25.07.2026 at 09:00 AM. Bid submission Closing Date : 03.08.2026 at 12:00 PM. Bid Opening Date: 05.08.2026 after 01:00 p.m. Details of NIT and tender documents may be downloaded from https://wbtenders.gov.in Sd/- S. Thakur Executive Engineer, P.W.D Cooch Behar Electrical Division. ICA-T13108(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
EE, PWD, APD Division invites online e-quotation for the work of "Supply of Esmac PR (CRRI Approved) or CRRI approved Similar material (as instant all weather potholes repair polymeric premix capable of performing in water logged potholes/road repairing compound) with carriage, loading & unloading and stacking under different Stack-yard under different Sub-Division under Alipurduar Division, P.W.D." e-NIEQ no. 24 of 2026-27 of EE/PWD/APDD ID:- 2026_WBPWD_5017180_1. Bid submission start date (online) 25.07.2026 from 02:00 P.M. Bid submission closing date (online) 01.08.2026 from 04:00 P.M. Corrigendum if any will be published in website and Office Notice Board. Details of e-NIQ along with Tender documents may be downloaded from http://tender.wb.gov.in Sd/- EE, PWD, Alipurduar Division. ICA-T13135(2)/2026

বিক্রয়

শিলিগুড়ির সুকান্তনগরে 10 কাঠা জমি বিক্রয়। M : 7908430472. (C/122918)

কর্মখালি

বৈকুণ্ঠ কলেজ অফ এডুকেশন ডালিমপুর, ফালাকাটা, মো- 9679494800 নিয়োগ ঃ প্রিন্সিপাল-১, সহকারী অধ্যাপক প্রসপেকটিভ ইন এডুকেশন-৩, এডুকেশন-১, সংস্কৃত-১, ভূগোল-১, সঙ্গীত-১, জীবন বিজ্ঞান-১, ভৌত বিজ্ঞান-১, অঙ্ক (গণিত)- ১, ইংরেজি- ১ জন। B-Ed সেকশন, শিক্ষাগত যোগ্যতা NCTE নিয়ম অনুসারে। আগামী 5 দিনের মধ্যে CV পাঠান এই মেল আইডিতে baikunthatrust@gmail.com (C/122900)

●

Vacancy Announcement position : Dance Teacher, Job Type : Fulltime/Regular, Location : Sainikpuri Khaprail, Kidzee Khaprail, Contact No : 8637348490, 7063736662. (C/122919)

●

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 13,999/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 8653609553, 7602616901. (C/122920)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, B+ বয়স 40 এর মধ্যে ID ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 7719279659. (C/122899)

হারানো/প্রাপ্তি

আমার SC সার্টিফিকেট নং - SCWB03052016/2532 হারিয়েছে। তুফানগঞ্জ থানায় G.D.E. নং- 1574/26, কেহ পেলে ফেরত দিবেন। অনুপ বর্মন, পো- দেওচড়াই, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার, মো- 8927271181. (D/S)

আজ মালবাজার ২৫/২৬ শিলিগুড়ি ২৬/২৭ জলপাইগুড়ি ৩০.৭ রায়গঞ্জ
শ্রীদেবাচার্য্য
9434317391/9163667741

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 06e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017134_1. Name of Work:-Electrical work for installation of Main switch and Change Over switch for Existing 100 KVA DG set at Nawab Bari Court Complex, Jalpaiguri. The last date for submission of tender 06-08-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website - http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN. AE/JESD/JALPAIGURI. ICA-T13111(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice
The Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte., Siliguri has invited open tender against e-N.I.Q. No. 01 (SL No. 01 and 02) 3rd Call of 2026-27 Tender ID: 2026_HSD_1033589_1 and _2 for Hiring of light commercial vehicle under Siliguri Division, Housing Dte. The last date of Submission of Bid (online) - 01.08.2026 up to 15:00 hrs. (IST). Details may be had from the office Notice Board on any working day within office hour and from the website www.wbtenders.gov.in. Corrigendum if any will be published in website only. Sd/- Executive Engineer, Siliguri Division, Housing Dte. ICA-T13080(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIQ No. WB/PWD/AE/SCSD-II/01/2026-27
Tender ID : 2026_WBPWD_5017084_1
Online e-tenders are invited by the Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub-Division-II, Siliguri from enlisted outside bonafide contractors as per Govt. G.O. for the above said N.I.Q. Bid Submission start Date: 20-07-2026 : 14.00 hrs. Bid Submission End Date: 05-08-2026 : 15.00 Hrs. (Online). Details of N.I.Q. & Other Tender Documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- S. Barman, Assistant Engineer, PWD, Siliguri Construction Sub Division-II, Siliguri ICA-T13069(2)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৬০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৮৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

আমি Sadikul SK, S/o Paigam SK, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No. B/2023/1389649, Dt-02/12/2023, আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10/7/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার ছেলের নাম Sayan Shaikh থেকে Sayaan SK করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123001)

●

আমার কন্যা Suriya Yeasmin-এর জন্ম শংসাপত্র Regn. No. 277, Dt. 19.11.12 যেখানে তার নাম Suriya Yeasmin-এর পরিবর্তে Nurina Parveen, আমার স্বামীর নাম Nabiar Hossain এবং আমার নাম Sahida Bibi নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 22.07. 2026, C.J. (JR. Divn.) Addl Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Suriya Yeasmin এবং Nurina Parveen, Nabiyar Hossain এবং Nabiar Hossain, Sahida Bibi এবং Saida Banu Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম : সাজের পাড় ঘোড়ামারা, পো : ও থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/122610)

●

আমি Sabana Ajmi, W/O- Golam Rabbani, গ্রাম+পো : ছোটশাল বাড়ী, থানা- শীতলকুচি, জেলা- কোচবিহার, পিন- 736172, আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (রেজি নং 5265, Dated-05.01.2013) নাম Lisa Rabbani থাকায় গত 13.07.2026 ইং, J.M. 1st Class, সদর কোচবিহার এ অ্যাফিডেভিট করে Lisa Rabbani থেকে Sabrina Rabbani করা হইল। (C/A)

●

আমি Mampi Sarma Sarkar, স্বামী Anil Kumar Sarma, Pandapara, Bowbazar, Jalpaiguri word no 13, P.S. - Kotwali, District- Jalpaiguri. আমার ছেলের Birth Certificate বাবা ও মায়ের নাম ভুল থাকার জন্য জলপাইগুড়ি 1st class Magistrate কোর্টে 15/06/2026 তারিখে Affidavit করে Anil Kr. Sarma থেকে Anil Kumar Sarma এবং Mampi Sarma থেকে Mampi Sarma Sarkar করা হল। Anil Kr. Sarma ও Anil Kumar Sarma একই ব্যক্তি এবং Mampi Sarma ও Mampi Sarma Sarkar একই ব্যক্তি। (C/123002)

●

আমি Akbar Ali Sekh, পিতা Phayachhana, স্ত্রী Sarban Bibi, গ্রাম- দক্ষিণ ঘোগারকুঠী, পো- ঘোগারকুঠী, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। আমার কন্যা Majima Khatun, জন্ম তারিখ- 25/4/1990, জন্ম শংসাপত্র সংগ্রহের জন্য, 29/6/2026 তাং তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করি এই মর্মে। (D/S)

অ্যাফিডেভিট

I, Paramita Mitra Roy, W/O Abir Mitra, residing at Belakoba Panditer Bari, P.O.- Prasannagar, P.S.- Rajganj, Dist- Jalpaiguri, Pin- 735133, West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare that my actual name & title is Paramita Mitra Roy which is recorded in all my Personal Documents. That mistakenly my Daughter birth certificate my name recorded as Paramita Mitra in place of Paramita Mitra Roy. That both the person are same and one identical person. vide affidavit No. 41AA 790747 dt. 16/07/2026 before the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Jalpaiguri. (B/B)

●

আমার জাতিগত শংসাপত্র নং S/217/1980, তাং 02.06.1980 under Sub-Divisional Officer, সদর কোচবিহার আমার পদবির ভুল বানান, যথা-Pradip Adhikary, S/o, Manmohan Adhikary নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 21.07.26, E.M. সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Pradip Adhikari, S/o. Monmohan Adhikari এবং Pradip Adhikary, S/o Manmohan Adhikary এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভ নাম Pradip Adhikari, S/o Monmohan Adhikari প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম : যজ্ঞ নারায়ণের কুঠি, পো : ও থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/122608)

●

আমি Arjun Chandra Karmakar পিতা Santosh Chandra Karmakar বাগজান, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি আমার মেয়ে Adrita Karmakar এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুল থাকায় গত 20.7.26 তারিখে জলপাইগুড়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 17048) বলে Arjun Chandra Karmakar ও Arjun Ch. Karmakar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

●

আমি Tapasi Roy Barman, W/o- Dilip Barman, গ্রাম - দক্ষিণ পারোকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg. No. B-2018: 19-05596-000043, Dt-16-01-2018) মায়ের নাম (Tapashi Barman) ভুল থাকায় গত 21-07-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে মায়ের নাম Tapashi Barman থেকে Tapasi Roy Barman করা হইল। যাহা উভয় ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/122898)

আজ টিভিতে

ঈশানের চরম পদক্ষেপে কি বদলে যাবে কুমকুমের জীবন?
কুমকুম সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, দুপুর ১.০০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.১৫ দেবা, সন্ধে ৭.৩০ মন মানে না, রাত ১০.০০ মনসা কন্যা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ আমাদের সংসার, দুপুর ১.৩০ সেজবউ, বিকেল ৫.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো, রাত ৮.০০ স্নেহের প্রতিদান, ১১.৪৫ তোমাকে চাই
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বাহাদুর, দুপুর ১২.০০ চিতা, ২.৩০ জোয়ার ভাঁটা, বিকেল ৫.০০ শতরূপা, রাত ৮.০০ অগ্নিপথ, ১০.০০ বন্দি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাপমোচন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ২.০০ পরম সুন্দরী, বিকেল ৪.৪০ আদিপুরুষ, সন্ধে ৭.৫৫ অফিসার অন ডিউটি, রাত ১০.২০ জুমানজি : ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.০৬ মেহেরবাঁ, দুপুর ২.২০ ইজ্জত কি রোটি, বিকেল ৪.৫০ নসীব, সন্ধে ৭.৫০ জুনুন, রাত ১০.১৯ বীরগতি

পরম সুন্দরী দুপুর ২.০০
সোনি ম্যাক্স ওয়ান

শাপমোচন দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন সুযোগ পাবেন। সংসারের আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। জনসেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ব। মিথুন : পাওনা আদায় হবে। ব্যবসায় লগ্নি করবার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। কোনও পরিকল্পনা আজ সফল হতে পারে। কর্কট : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দ। সিংহ : বহুদিন ধরে আটকে থাকা ব্যাংক ঋণ আজ মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কাজের দায়িত্ব বাড়বে, সঙ্গে আর্থিক সুবিধা লাভ। কন্যা : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সংসারে অচলাবস্থা কেটে যাবে। বিশেষ কারণে কর্মস্থান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। তুলা : খুব কাছের লোক আপনার সঙ্গে আজ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ কেটে যাবে। বৃশ্চিক : আপনার কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। পড়াশোনায় সামান্য বাধা থাকলেও দ্রুত তা কেটে যাবে। ধনু : অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর আজ পেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কাউকে যেচে সাহায্য করবেন না। মকর : অতি আকাঙ্ক্ষায় প্রচুর টাকাপয়সা খরচ হবে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কাউকে বলতে যাবেন না। সেবামূলক কাজে সাফল্য ও সুনাম। মীন : বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। বাতের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে। আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই, ২০২৬, ৬ শাওন, সংবৎ ৯ আষাঢ় সুদি, ৮ শফর। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। বৃহস্পতিবার, নবমী দিবা ৮।৫৮। বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫৮ শুভযোগ রাত্রি ১০।৩৬। কৌলবকরণ দিবা ৮।৫৮ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।৪২ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৯।২৯ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৩।৫৮ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৩।৫৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, দিবা ৮।৫৮ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৩।৩ গতে ৬।২২ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৪ গতে ১।৫ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান, দিবা ৮। ৫৮ গতে দীক্ষা, দিবা ৮।৫৮ গতে ৩।৩ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ নবান্ন যবশ্রাদ্ধ ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবাহ- শেষরাত্রি ৪।৪২ গতে ৫।৭ মধ্যে কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫৭ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৯ মধ্যে। অমৃতযোগ - রাত্রি ১২।৪৮ গতে ৩।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বেলাশেষে।। আলিপুরদুয়ার শহরের শোভাগঞ্জে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ঠিকাদারকে মারধরের অভিযোগ

টাওয়ার বসানো ঘিরে উত্তেজনা

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসানোকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া এলাকা। আপত্তি অগ্রাহ্য করে টাওয়ার বসানোর প্রতিবাদে এদিন রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এক ঠিকাদারকে হাতের নাগালে পেয়ে বিক্ষোভকারীরা মারধর করেন বলেও অভিযোগ। পরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

তেলিপাড়া এলাকায় মানিক পাল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির ছাদে গত কয়েক মাস ধরে টাওয়ার বসানোর কাজ চলছিল। এদিকে, মানিক বা তাঁর পরিবারের সকলে অসমে থাকায় তাঁর আত্মীয় নব পাল এই কাজের তদারকি করছিলেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কাজ বন্ধ করার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তা মানা হয়নি। উলটে রাতের অন্ধকারে কাজ হচ্ছিল। এরই প্রতিবাদে এদিন নবর কারখানার সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

নব বলছেন, 'মানিক পাল অসমে থাকায় ওঁর বাড়ি তৈরির কাজের তদারকি করছিলাম। তবে টাওয়ারের বিষয়ে কিছু জানি না। কারখানার সামনে এসে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি আমাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে পুলিশে অভিযোগ জানাব।'

এদিকে স্থানীয়দের আশঙ্কা, টাওয়ারের রেডিয়েশন থেকে স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। স্থানীয় সুশীলা রায়ের কথায়, 'এলাকায় এত টাওয়ার বসলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি হবে। মালিক নিজে অসমে বসে টাকা নেবেন, আর আমরা সমস্যায় ভুগব। এলাকায় প্রচুর বাচ্চা এবং অসুস্থ মানুষ রয়েছেন। সকলের ক্ষতির কথা ভেবেই এখানে টাওয়ার বসাতে দেব না।'

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রাজীব সেন বলেন, 'এলাকায় একশো মিটারের মধ্যেই দুটি টাওয়ার রয়েছে। এরপরও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে রাতের অন্ধকারে টাওয়ার বসানোর কাজ চলছিল। আমরা বারবার কাজ বন্ধ করার অনুরোধ করলেও তা শোনা হয়নি।' কিছুতেই টাওয়ার বসাতে দেওয়া হবে না বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। পরে পুলিশ আধিকারিকরা পৌঁছে আপাতত টাওয়ারের কাজ বন্ধ রাখার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

এই ঘটনা নিয়ে বাড়ির মালিক মানিকের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার জানিয়েছেন, এলাকায় টাওয়ার বসানোর বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

দালালচক্র বন্ধে তৎপরতা

খড়িবাড়ি, ২২ জুলাই : খড়িবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে দালালচক্র নিয়ে বুধবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসল সংশ্লিষ্ট দপ্তর। দালালচক্র নিয়ে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করতে এদিন খড়িবাড়িতে দপ্তরে আসেন শিলিগুড়ি মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক টনা ডুকপা। তিনি ভূমি দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে দালালচক্রের বিষয়ে খোঁজখবর নেন। তবে এবিষয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মঙ্গলবার বিজেপির তপশিলি মোর্চার রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডলের নেতা-কর্মীরা ভূমি দপ্তরের দালালরাজ নিয়ে সরব হন। জমির কাগজপত্র জালিয়াতি, বালি পাচার, অবৈধভাবে খাসজমির পাট্টা তৈরি সহ ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়ার পাশাপাশি দালালদের সঙ্গে ভূমি দপ্তরের কর্মীদের যোগসাজশের অভিযোগ তোলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। এরপরেই তৎপর হয় দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। খড়িবাড়ি ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা জানিয়েছেন, এসডিএলএলআরও ঘটনার তদন্তে এসেছিলেন। এছাড়াও এদিন অফিসে এসএসবির সঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠকও ছিল তাঁর।

পুলিশকর্মীর মৃত্যুতে খুনের অভিযোগ

বাথরুমে দেহ, মাথায় ক্ষতচিহ্ন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : বাড়ির বাথরুমে পড়ে ছিল পুলিশকর্মী কৃষ্ণমোহন ঝা (৪৪)-র দেহ। শেষ রাতে তিনটের দিকে তাঁর ছেলে বাথরুমে গিয়ে বাবাকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। অনেক ডাকাডাকিতেও কৃষ্ণমোহন সাড়া না দেওয়ায় পরিবার প্রধাননগর থানায় খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

শিলিগুড়ির ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলেও ওই পুলিশকর্মী ইসলামপুর আদালতে কর্মরত ছিলেন। কয়েকদিন ধরে তিনি কাজে যাচ্ছিলেন না বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। পরিবারের অভিযোগ, সোমবার রাতে স্ত্রীর বান্ধবীকে খাপরাইল মোড়ে ছাড়তে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তিনি ফেরেননি। পরে বাথরুমে তাঁর দেহ মেলে। ঘটনাটি সোমবার শেষ রাতের।

মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা পর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে খুন করার অভিযোগ জানানো হয়েছে প্রধাননগর থানায়। সন্দেহের কারণ, ঘটনার পর থেকে পুলিশকর্মীর স্কুটার এবং বাড়ির মূল দরজার চাবির খোঁজ মিলছে না। যদিও পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, বাথরুমে পড়ে আঘাত লেগে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। কেননা, মৃতের মাথার পেছনে আঘাতের চিহ্ন আছে।

- পুলিশকর্মীর স্কুটার ও বাড়ির চাবির খোঁজ না মেলায় রহস্য তৈরি হয়েছে
- তবে যেখানে দেহ মিলেছিল, তার কাছে তাঁর মোবাইল পাওয়া গিয়েছে
- নিহতের দেহের পেছনে আঘাতের চিহ্ন থাকায় খুনের অভিযোগ দায়ের

মঙ্গলবার সারাদিন খোঁজাখুঁজিতেও স্কুটার ও চাবি পাওয়া যায়নি। বুধবার ওই পুলিশকর্মীর স্ত্রী পুতুল ঝা থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলেন, 'আমার স্বামী স্কুটারে খাপরাইল মোড়ে নামানোর পর আমার বান্ধবী চলে যায়। সেসময় বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলাম, স্বামী বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, বাড়ি ফেরার পথে এত ঘণ্টা তিনি কোথায় ছিলেন? আজ গোটা ঘর খুঁজে দেখেছি, বাড়ির মূল দরজার চাবি কোথাও নেই। স্কুটারটাও উধাও।'

তাঁর প্রশ্ন, 'উনি যদি নিজে তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেন, তবে চাবি ওঁর সঙ্গে বা আশপাশে কোথাও থাকত। স্কুটার না থাকায় আমাদের সন্দেহ, উনি বাড়ি ফিরলেন কীভাবে? বাথরুমেই বা উনি পড়ে ছিলেন কীভাবে?' স্কুটার ও চাবির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশও। চাবি, স্কুটারের হদিস না মিললেও বাথরুম থেকে কিছুটা দূরে বাড়ির ভেতরেই কৃষ্ণমোহনের মোবাইল উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, কল লিস্টের শেষ নম্বরের সূত্র ধরে একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর দাবি, ফোনে তাঁদের কথা হয়েছিল।

বাগানে লাশ

ইসলামপুর, ২২ জুলাই : ইসলামপুরের দাড়িভিট বীরবলডাঙ্গির একটি চা বাগান থেকে বুধবার সকালে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাসখানেক আগে ওই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে ইসলামপুর ব্লকের পণ্ডিতপোঁতা-২ পঞ্চায়েত এলাকায় দেখা যায়। অসুস্থ বোধ করায় সেসময় বাসিন্দারা তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি বীরবলডাঙ্গির চা বাগানে ঢোকেন। বুধবার সকালে স্থানীয়রা তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান। ইসলামপুর থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

ধৃত ২

বাগডোগরা, ২২ জুলাই : বুধবার রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে নদী থেকে বালি পাচারের অভিযোগে দুই ট্র্যাক্টরচালককে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বালিবোঝাই দুটি ট্র্যাক্টরও। ধৃতদের নাম মহম্মদ তাজ (২৬) এবং হোসেন আলি (২৬)। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন একটি ট্র্যাক্টর বাগডোগরার অদূরে কমলপুর চা বাগানের সামনে থেকে আটক করা হয়। আরেকটি গুরদোয়ারার কাছ থেকে আটক করা হয়। ধৃত দুই ট্র্যাক্টরচালকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : নামী ব্র্যান্ডের লোগো ব্যবহার করে নকল জুতো বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযানে নামল পুলিশ। বুধবার বিকেলে শিলিগুড়ির চার্চ রোডের দুটি দোকানে যৌথ অভিযান চালায় শিলিগুড়ি কমিশনারেটের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ও পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি। পুলিশ সূত্রের খবর, দোকান দুটি থেকে ৩০০টি ভুয়ো লোগো লাগানো জুতো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি দুই দোকানদারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।

দলীয় কর্মীদের হেনস্তার প্রতিবাদ

চোপড়া, ২২ জুলাই : উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়ার তৃণমূল পরিচালিত দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এক সদস্যের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুই বিজেপি কর্মী পঞ্চায়েত কার্যালয়ে কাজে গেলে তাঁদের হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সকালে পঞ্চায়েত গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।

অভিযোগ, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজেপির দুই কর্মী পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গেলে স্থানীয় তৃণমূল সদস্য তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। দল সম্পর্কে কুমন্তব্য করার পাশাপাশি তাঁদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তারই প্রতিবাদে বুধবার সকালে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানান বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা। বিক্ষোভ চলাকালীন সরকারি কর্মীদের চলাচলে বাধা দেওয়া না হলেও, প্রধান ও উপপ্রধান সহ অন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের কার্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে শুরুতে বাধা দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা অসীম বর্মন, মিহির দাস।

বিজেপি নেতা মিহির দাস জানান, পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান অভিযুক্ত তৃণমূল সদস্যের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ করার বিষয়ে আশ্বস্ত করায়, তাঁরা বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। উপপ্রধান

বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ।

জিল্লুর রহমান বলেন, 'মঙ্গলবার আমি ও প্রধান সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কার্যালয়ে ছিলাম। তারপর ঠিক কী ঘটেছে, তা জানা নেই। বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার প্রাথমিক সমাধান হয়েছে বলে তিনি জানান।

HONDA
The Power of Dreams
How we move you.
CREATE ▸ TRANSCEND, AUGMENT

ফাইন্যান্স পার্টনারস*
L&T Finance | IDFC FIRST Bank ALWAYS YOU FIRST | TATA CAPITAL | HDB FINANCIAL SERVICES REIMAGINING OPPORTUNITIES
ক্যাশব্যাক পার্টনার#
HDFC BANK | pine labs

অধিক তথ্যের জন্য 7230032200 -নম্বরে একটি মিস কল দিন

Terms and Conditions applied *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options, and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 31st July 2026. #10% Instant Cashback up to ₹10000 is available on all HMSI models for EMI transactions made using HDFC Bank & IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹20000 (Tenure 6 months & above). #The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. #The Instant Cashback offer is valid until 31st July 2026. ^The price shared above is of Activa 110 Std OBD2B Model Variant for West Bengal. ^For more information contact nearest dealers. The feature shown in the creative may not be available in all variants. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

ডিলারের বিশদ বিবরণ জানতে QR কোড স্ক্যান করুন

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: **ALIPURDUAR:** Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

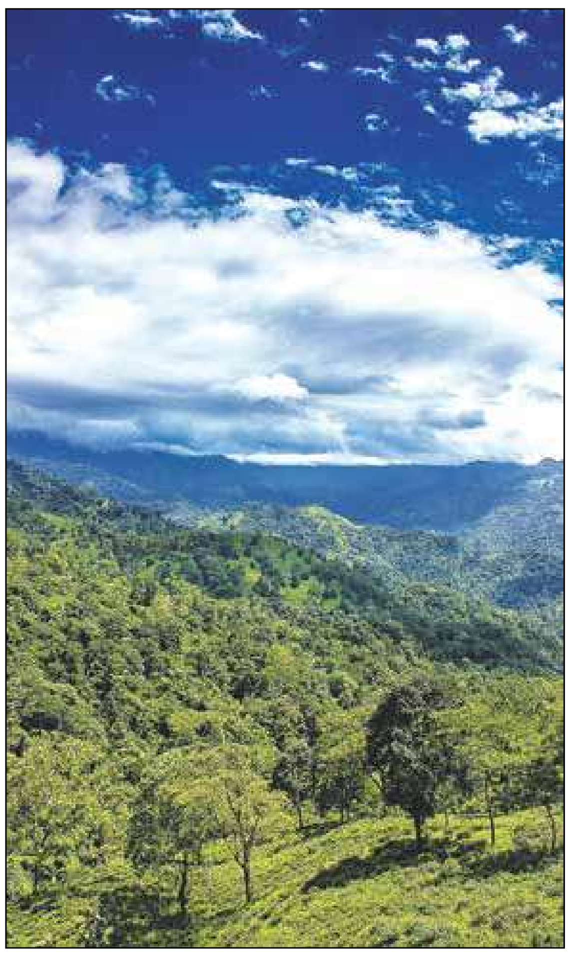

মোহময়ী।। শিবখোলার রাস্তায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির সন্দীপ গুহ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

গুরুত্ব বাড়ছে ডগ স্কোয়াডের

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : মাদকসামগ্রী পাচার রোখার পাশাপাশি চিকেনস নেকের মতো জায়গায় নিরাপত্তার বিষয়টিকে আরও শক্তিশালী করতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের আওতায় থাকা ডগ স্কোয়াডের গুরুত্ব বাড়ানো হল। এতদিন শুধুমাত্র প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস কিংবা কোনও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে পুলিশ কুকুরদের দেখা পাওয়া গেলেও এবার নিয়মিতভাবে স্নিফার ডগকে রাস্তায় নামানো হচ্ছে। সম্প্রতি মেট্রোপলিটান পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তরফে ডগ স্কোয়াডকে প্রতিদিন জনবহুল এলাকাগুলোতে ঘোরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্য সরকারের তরফে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডগ স্কোয়াডের আওতায় স্নিফার ডগের সংখ্যা আরও বাড়ানোর নির্দেশিকা ইতিমধ্যে চলে এসেছে।

পুলিশের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'ডগ স্কোয়াডের আওতায় বর্তমানে চারটি স্নিফার ডগ রয়েছে। প্রত্যেককেই সব ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের নির্দেশে এবারে স্নিফার ডগের সংখ্যা আরও বাড়তে চলেছে।' সব মিলিয়ে, স্নিফার ডগের সংখ্যা সাত পর্যন্ত চলে যেতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ধৃত আওয়ামী লিগ নেতা

ভারতে কয়েক মাস কাটিয়ে ফেরার পথে বিপত্তি

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই : অবৈধ উপায়ে ভারতে এসে সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হলেন আওয়ামী লিগ নেতা তথা পলিটিকাল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ধৃতের নাম সইফুদ্দিন ওরফে সইফুদ্দিন অপূর্ব। বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার সোনাইমুড়ি থানার পশ্চিম দৌলতপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি। বুধবার ফাঁসিদেওয়ার ধনিয়া মোড় এলাকায় সন্দেহজনকভাবে কাঁটাতার সংলগ্ন রাজ্য সড়ক দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই অসংগতি মেলায় খবর যায় পুলিশে। পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদেও তরুণ নিজেকে বাংলাদেশি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে ওই নেতার প্রায় তিন লক্ষ 'ফলোয়ার' রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লিগের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগের প্রতিবাদ এবং সংগঠনের সপক্ষে একাধিক

ফাঁসিদেওয়ায় ধৃত আওয়ামী লিগ নেতা সইফুদ্দিন। বুধবার।

ভিডিও তাঁর ফেসবুক পেজজুড়ে রয়েছে। ওপার বাংলায় নতুন সরকার গঠনের পর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ওই তরুণ।

সূত্রের খবর, বাংলাদেশের রাজনৈতিক চাপের শিকার হয়েই ওই তরুণ মেঘালয় হয়ে এ দেশে অবৈধ উপায়ে প্রবেশ করেছিলেন। সেখান থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকায় ভুয়ো পরিচয় দিয়ে ছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। তবে এ দেশে প্রবেশ করার পর থেকেই নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন ওই তরুণ।

সইফুদ্দিন বলেন, 'আমরা যারা আওয়ামী লিগ করি, তারা নিরাপদ না একেবারেই। আমাদের দেশে আওয়ামী লিগের নেতা-কর্মীদের যেভাবে মামলা-হামলা করে আমাদের বাড়িঘর লুটপাট করা হচ্ছে, কোনওভাবেই টিকে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না।' তাঁর সংযোজন, 'আমার ভারতে আসার মূল কারণ হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। আমাদের দেশে আওয়ামী লিগের লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীর ঘরবাড়ি লুটপাট করছে।' ওই ইনফ্লুয়েন্সার বলেন, 'এগুলি নিয়ে প্রতিবাদ করার কারণে আমি পাঁচ মাস জেলও খেটেছি। আমাকে পেলে হয়তো মেরেও ফেলবে। সে কারণে আমার মনে হয়েছে যে, যেহেতু ভারত আমাদের বন্ধু দেশ, তাই এখানে আশ্রয় নিলে জীবনে বাঁচতে পারব।'

পুলিশের ধারণা, এদিন নিজের দেশে ফেরার উদ্দেশ্যেই ফাঁসিদেওয়ার মহানন্দা নদীর পাড়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় এসেছিলেন ওই তরুণ। সূত্রের খবর, ওই তরুণের কাছ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা, একটি ভারতীয় এবং একটি বাংলাদেশি সিম কার্ড, মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলবে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনার বলি ২

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় গত ১২ ঘণ্টায় তিনটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যু হয়েছে এক পুলিশকর্মী সহ এক তরুণের।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত পুলিশকর্মীর নাম সঞ্জয় রায় (৪৮)। তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পুলিশ ক্যাম্পের আর্মড এসআই ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে মেডিকেলের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে গভীর রাতে মৃত্যু হয়। অন্য ঘটনায় মৃত তরুণ সানি ঘোষের (২৯), বাড়ি শিলিগুড়ির ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। চার মাস আগে বিয়ে হওয়া সানি বুধবার সকালে আশ্রমপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি থেকে স্কুটারে ফিরছিলেন। হরিজন বস্তিতে স্কুটারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। হেলমেট না থাকায় মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে, মিলন মোড় এলাকায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারলে চালক সহ চারজন জখম হন। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য, 'আমাদের পুলিশকর্মী অসতর্কভাবে রাস্তা পার করছিলেন।'

প্রধান নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে

নকশালবাড়ি, ২২ জুলাই : কে হবেন আগামী প্রধান? তাই নিয়েই চলছে জোর জল্পনা। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন প্রধান নির্বাচনের জন্য আগামী ২৪ জুলাই দুপুর ১২টায় সভা ডাকা হয়েছে। নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসনের তরফে এই সভায় মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সব সদস্যকে হাজির থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। গত ২৯ জুন শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম ঘোষ। একই সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের আরও দুই পঞ্চায়েত সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন। তারপর থেকেই চলছে অচলাবস্থা।

খাতায়কলমে তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্লা ভারী থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই বিজেপি প্রার্থীকে সমর্থন করবেন বলে আশঙ্কা। উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক বলেন, 'নির্বাচিত বোর্ডের সদস্যরা যাকে সমর্থন করবেন, আমরা মেনে নেব।' এদিকে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেত্রী বিজেপি নেত্রী পিংকি কর বলেন, 'সবকিছুই নিয়ম মেনে হবে। আগে থেকে আমরা কিছুই বলব না। ব্লক প্রশাসন যা ঠিক করবে তাই হবে।'

রথখোলায় মাসির বাড়িতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার পূজার্চনা। বুধবার। ছবি : সূত্রধর

ভাঙচুর নার্সিংহোমে

প্রসূতির মৃত্যুতে ধুন্ধুমার

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২২ জুলাই : প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল নার্সিংহোমে। রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বাগবিতণ্ডা একসময়ে সংঘর্ষের আকার নেয়। রোগীর পরিবারে ক্ষুব্ধ সদস্যরা ফ্যানের ব্লেড বাঁকিয়ে দেন, চেয়ার ফেলে দেন এবং আউটডোরের গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রোগীর পরিজনদের অভিযোগ, নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পরিবারকে না জানিয়েই প্রসবের পর প্রসূতিকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন।

প্রসববেদনা ওঠায় ইসলামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ কলোনি এলাকার বাসিন্দা বছর ৩৭-এর বন্যা দত্ত শর্মাকে চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান পরিজনরা। চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত নার্সিংহোমে ভর্তি হতে বলেন। সেই মোতাবেক মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ তিনি ভর্তি হন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ সব রিপোর্ট এলে চিকিৎসকরা পরিবারের সদস্যদের জানান, সব রিপোর্ট ঠিক আছে এবং রাত আটটা নাগাদ তাঁর সিজার করা হবে। তার এক ঘণ্টা পরে পরিবারের সদস্যদের হাতে সদ্যোজাত পুত্রকে তুলে দেওয়া হলেও প্রসূতির সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপর নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানায়, বন্যাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু কোন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। এতে পরিবারের সদস্যরা হন্যে হয়ে প্রথমে ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে যান। সেখানে না পেয়ে এরপর ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে খোঁজ করেন। শেষপর্যন্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে তাঁর সন্ধান মিলল। তবে মৃত অবস্থায়। সেসময় প্রসূতির পরিবারের সদস্যরা নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। নার্সিংহোমের গাফিলতির কারণে বন্যার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন। এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার প্রায় রাত দেড়টা নাগাদ ইসলামপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন। মৃতার বোন ইতি শর্মা বলছেন, 'নার্সিংহোমের গাফিলতির ফলেই আমার দিদির মৃত্যু হয়েছে। তারা যখন পারবে না আমাদের বলত। আমরা আরও উন্নত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতাম। এমনকি আমাদের না জানিয়ে আমার দিদিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা নার্সিংহোমের মালিকের শাস্তি চাই এবং নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল করা হোক।'

- নার্সিংহোমের গাফিলতির কারণে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ
- পরিবারকে না জানিয়ে প্রসূতিকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে
- অভিযোগ, ক্ষুব্ধ আত্মীয়রা নার্সিংহোমে ফ্যানের ব্লেড বাঁকিয়ে দেন, চেয়ার ফেলে দেন এবং আউটডোরের গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন

চৌরঙ্গি মোড় সংলগ্ন ওই নার্সিংহোমের মালিক ডাঃ দেবরূপ মণ্ডল বলছেন, 'আমাদের প্রাথমিক অনুমান ব্লাড প্রেশার ডাউন হয়ে যাওয়ায় ওষুধ দেওয়ার পরেও তা নর্মাল হয়নি। যার কারণে এমন ঘটনা ঘটেছে। তবে পুত্রসন্তান প্রসব করা পর্যন্ত বন্যার শারীরিক অবস্থা একদম ঠিকঠাক ছিল। প্রসবের পরেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। তারপর তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ)-এ পাঠানো হয়।'

তবে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তাঁদের না জানিয়ে প্রসূতিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেন নার্সিংহোমের মালিক। তিনি বলেছেন, 'আমাদের কাছে সিসিটিভি ফুটেজের এভিডেন্স রয়েছে।'

টৌটনের পাশে পদ্ম নেতা

শাসকদলে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : প্রোমোটারের কাছে টাকা চাওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের যুব সভাপতি টৌটন দাসের পাশে দাঁড়াল শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চা। বুধবার জেলা বিজেপির কার্যালয় মাল্লাগুড়িতে জেলা যুব মোর্চার একটি প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছে। সেখানেই সংগঠনের যুব সভাপতি সৌরভ সরকার অভিযুক্ত মণ্ডলের যুব সভাপতির পাশে দাঁড়িয়ে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন। যা নিয়ে বিজেপির অন্দরে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এ ধরনের অভিযোগ কারও বিরুদ্ধে উঠলে সংগঠন কি তাঁর পাশে দাঁড়াবে, প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, সেই প্রশিক্ষণ শিবিরেই জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল অবৈধ কাজে অথবা তোলাবাজির মতো ঘটনায় যুক্ত থাকলে দল পাশে দাঁড়াবে না বলে বক্তব্য রেখেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর।

জেলা যুব সভাপতির বক্তব্য, 'কে দোষী বা নির্দোষ তা আদালত বিচার করবে। তবে টৌটন নির্দোষ। তাঁকে ছাড়াতে পরিবার আইনি ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু যুব মোর্চা তাঁর পাশে রয়েছে।' যদিও এদিনের প্রশিক্ষণে যুব নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছেন সৌরভ। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, আগামীদিনে কেউ অন্যায় কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে আইনশৃঙ্খলা কমিটি আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে, প্রয়োজনে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হবে। যুব মোর্চা নেতৃত্বের একাংশের বক্তব্য, টৌটন ভালো বা মন্দ যে কাজ করুন, তিনি একদা দলের দুর্দিনে ছিলেন। সে কথাই এদিন নেতৃত্বের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে। টৌটনের সঙ্গে সৌরভের সখ্য রয়েছে বলে সংগঠন সূত্রে খবর। সে কারণে তিনি টৌটনকে বাঁচাতে চেষ্টা করছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে। অন্যদিকে, দলের ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি হিরমল সাহা বেপাত্তা। তাঁর মাধ্যমেও এলাকায় তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। দলের অন্দরে সেই অভিযোগ নিয়েও কানাঘুষো চলছে। ফলে মণ্ডল সভাপতিকে বাঁচাতে গিয়ে যুব সভাপতিকে বেকায়দায় পড়তে হয় কি না, সেই প্রসঙ্গও উঠছে।

গত সপ্তাহে এক প্রোমোটারের কাছে দশ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে। পুলিশ কয়েকজন যুব নেতাকে গ্রেপ্তার করলেও পরে দলের তরফে তাঁদের ছাড়িয়ে আনা হয়। খবর পৌঁছায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

- প্রোমোটারের কাছে টাকা চাওয়ায় অভিযুক্ত টৌটনের পাশে দাঁড়িয়ে বিতর্কে সৌরভ
- তোলাবাজিতে অভিযুক্ত দলের ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি হিরমল সাহা বেপাত্তা
- দলের কেউ কাটমানি ও তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা অরুণের

কাছে। সম্প্রতি তিনি বাগডোগরায় অরুণকে নানাভাবে সতর্ক করেছেন বলে দলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে। এরপরই ফের টৌটনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই মণ্ডলের যুব নেতা ব্রিজকিশোরকে নিয়েও দলের অন্দরে নানা প্রশ্ন উঠছে। যে কারণে ওই মণ্ডল নিয়ে অস্বস্তি বাড়ছে বলে জানাচ্ছেন দলের অনেকেই। দলের জেলা সভাপতি অরুণ ফোন না ধরায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বৈঠকে থাকা এক নেতা বলছেন, 'জেলা সভাপতি সতর্ক করেছেন। তোলাবাজি, কাটমানির মতো ঘটনায় যুক্ত থাকলে দল ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।'

রোজগারমেলায় শংসাপত্র বিলি

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের তরফে বুধবার শিলিগুড়ির রামকিঙ্কর হলে রোজগারমেলা ২০২৬-এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের পর যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় প্লেসমেন্ট পেয়েছেন, দার্জিলিং জেলার বাসিন্দা এমন ৮১ জন ছেলেমেয়ের হাতে রাজ্যের তরফে এদিন শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা সহ বিভিন্ন জেলার আইটিআই ও পলিটেকনিকের অধ্যক্ষরা।

প্রতিবাদ মিছিল

চোপড়া, ২২ জুলাই : বুধবার দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ এবং 'নিট' দুর্নীতির প্রতিবাদে চোপড়ার দাসপাড়ায় প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। স্থানীয় ছাত্র ও যুবসমাজ যৌথভাবে এই কর্মসূচির আয়োজন করে। এদিন বিকেলে দাসপাড়া পিরসাহেব মোড় থেকে জাতীয় পতাকা ও ব্যানার হাতে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ বনমন্ত্রীর

পরপর বন্যপ্রাণীর মৃত্যুতে প্রশ্ন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটি বিরল বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কেন এভাবে পরপর বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হচ্ছে, তা জানতে বিভাগীয় তদন্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাইরের টিম দিয়েও তদন্ত করবে রাজ্য সরকার। বন সংরক্ষণ আইনে শিডিউল-১ তালিকাভুক্ত এই বন্যপ্রাণীগুলির মৃত্যু হতেই বেঙ্গল সাফারিতে প্রাণীদের দেখভাল করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরপর প্রাণী মৃত্যুর পিছনের আসল কারণ কী, তা জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ। বেঙ্গল সাফারিতে থাকা সিংহ শাবক, স্পেকট্যাকেলড লেঙ্গুর এবং ব্ল্যাকবাকের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, এর মধ্যেই বেঙ্গল সাফারি থেকে পাঁচটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে ঝাড়গ্রামে টাইগার সাফারি পার্কে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেন্ট্রাল জু অথরিটির কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

বন ও বন্যপ্রাণ রক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে রাজ্যের নতুন সরকার। সম্প্রতি বেঙ্গল সাফারি পার্কে ঘটা করে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। তবে অরণ্য সপ্তাহ শেষ হতেই বেঙ্গল সাফারিতে একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর খবর শোনা যায়। মাসকয়েক আগে সাফারিতে মারা গিয়েছে একমাত্র গন্ডার 'ভীম'। চলতি মাসে আবার তিনটি শিডিউল-১ বন্যপ্রাণী মারা যেতেই

- সাতদিনের মধ্যে বেঙ্গল সাফারিতে সদ্যোজাত সিংহ শাবক, স্পেকট্যাকেলড লেঙ্গুর এবং ব্ল্যাকবাকের মৃত্যু হয়েছে
- মাসকয়েক আগে সাফারিতে মারা গিয়েছে একমাত্র গন্ডার 'ভীম'
- কোনওরকম গাফিলতি দেখা গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান বনমন্ত্রী

স্বাভাবিকভাবে বেঙ্গল সাফারিতে পশুদের দেখভাল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বনমন্ত্রী মনোজ ওরাওঁ বলেছেন, 'শুধু বিভাগীয় তদন্ত নয়, বাইরের সংস্থা দিয়েও তদন্ত করানো হবে। দীর্ঘদিন ধরে কোনও হিসেব ছিল না। বন্যপ্রাণীর ওপর এ ধরনের অবহেলা বরদাস্ত করা হবে না। কোনওরকম গাফিলতি দেখা গেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ বেঙ্গল সাফারি। বন্যপ্রাণীদের দেখভালের জন্য এখানে উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো রয়েছে। কিন্তু তারপরেও কেন এই মৃত্যু?

গত সপ্তাহে মারা যায় ব্ল্যাকবাক বা সম্বর হরিণ। এরপর সাফারিতে মারা যাওয়া সিংহ শাবক প্রায় ১৬ মাস ধরে অসুস্থ ছিল বলে বনমন্ত্রী জানান। তারপরই ত্রিপুরার সিপাহীজলা চিড়িয়াখানা থেকে আনা স্পেকট্যাকেলড লেঙ্গুরের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে মৃত প্রাণীদের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। রিপোর্ট এলে প্রাণীদের মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে বলে সাফারি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। শিডিউল-১ তালিকাভুক্ত বন্যপ্রাণীর মৃত্যুতে নড়েচড়ে বসেছে সাফারি কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই বন্যপ্রাণীদের খাবারের মান যাচাই, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাঁচাগুলোর অবস্থা ঠিক রয়েছে কি না, সে ব্যাপারে খতিয়ে দেখতে বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে। এছাড়া দিনরাত বন্যপ্রাণের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

জঞ্জাল, রাস্তার হাল নিয়ে ফের গান বাঁধলেন শিল্পী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শিল্পী পালিতের গানের জেরেই খানাখন্দে ভরা নরেশ মোড়ের রাস্তা ভরাট করা হয়েছে। বর্ষা শেষ হলেই রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস মিলেছে। মন্ত্রী শংকর ঘোষ শিল্পীর গানে রাস্তা পরিদর্শনের ডাক পেয়ে সশরীরে গিয়েছিলেন এবং রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। এরপর মানুষের আশা বেড়েছে শিল্পীর কাছে। তাই শহরের আনাচকানাচে জমা জঞ্জাল এবং শহরের ভেতরের রাস্তাগুলোর কঙ্কালসার দশা তুলে ধরে তার সমাধানের জন্য ফের গান বাঁধলেন তিনি।

তাঁর কথায়, 'সাধারণ মানুষ বারবার বলেছে শহরের এই সমস্যাগুলো নিয়েও গান বাঁধতে। তবে গান বাঁধলেই যে তা ভাইরাল হবে এবং কাজ হবে অতটা আত্মবিশ্বাস ছিল না। তবুও মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য গান বেঁধেছি।' এবারের গানে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা মন্ত্রী শংকর ঘোষের পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও তিনি আবেদন করেছেন এইসব সমস্যার সমাধানের জন্য।

শিল্পীর গানের সঙ্গে তৈরি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকার রাস্তার বড় বড় গর্ত, খানাখন্দ, আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধ আর সাধারণ মানুষের ভোগান্তির গল্প উঠে এসেছে তাঁর গানের কথায়। সুস্থ পরিষেবা পাওয়ার মিনতি ফুটে উঠেছে গানের মধ্য দিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পর সেই ভিডিওতে সাধারণ মানুষ কমেন্ট করে জানাচ্ছেন নিজের নিজের এলাকার সমস্যার কথাও। কেউ বলেছেন, বিদ্যুতের কেবল পাতার পর গর্ত বোজানো হয়নি

আবর্জনায় ঢাকা শিলিগুড়ির রাস্তা।

বলে নিত্যদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। কেউ বলেছেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকার রাস্তার বেহাল দশার কথা।

৪০ নম্বর ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার ওপর থেকে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। কোথাও বছরের পর বছর ধরে কালভার্ট ভেঙে রয়েছে। শিল্পী পালিত বলছিলেন, '৩৯ এবং ৪০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও অনেক সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। আমি নিজেও তাঁদের মধ্যে একজন। গোটা শহরের বিভিন্ন রাস্তার অবস্থাই এখন কঙ্কালসার। প্রতি বর্ষাতেই তাই হয়। এখন তো আবর্জনাও ঠিকমতো পরিষ্কার করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষও খুব একটা সচেতন নয়। জমা আবর্জনার ওপরই আবার আবর্জনা ফেলছেন। শংকর ঘোষ এবং শিখা চট্টোপাধ্যায়, দুজনের কাছেই আমাদের আবেদন, তাঁরা এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখুন।'

এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে শংকর বলেন, 'পুরনিগমের অন্দরে যে অবস্থা হয়েছিল তাতে পরিষেবা দেওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। তবুও যেটুকু পরিকাঠামো রয়েছে তার মধ্যে সর্বোচ্চ পরিষেবা যাতে দেওয়া যায়, সেটা আমি পুর কমিশনারকে দেখতে বলেছি।' আর রাস্তা সংস্কার নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'বর্ষায় রাস্তার কাজ শুরু করলে তা স্থায়ী হবে না। প্রতিটি ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেই রাস্তার পরিকল্পনা করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বর্ষা শেষে কাজ করা হবে।'

আর শিল্পীর গানের প্রসঙ্গে বিধায়ক শিখা বলেন, 'মানুষ বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়েছে তাই সেগুলো গান হয়ে এসেছে। আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করার।'

মারধর

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : ধারদেনা নিয়ে বিবাদের জেরে তপু সাহা নামে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল। শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ভক্তিনগর এলাকার বাসিন্দা তপুর পরিবারের তরফে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত নীলোৎপল গোস্বামী এনজেপি এলাকার এক ব্যবসায়ী। তপুর নামে নীলোৎপল অভিযোগ দায়ের করেছেন যে তিনি ধার না মিটিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। পুলিশ দু'পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

গ্রেপ্তার তরুণ

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম পলাশ ডালি। তিনি শিমুলতলা এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে নিশ্চিন্তপুর চা বাগান এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে। তাঁর কাছ থেকে বেশকিছু কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার হয়। ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

সরব সিপিএম

ফাঁসিদেওয়া, ২২ জুলাই : শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অচলাবস্থা দূর করা ও একাধিক দাবিতে সরব হল সিপিএম। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নজরুল মঞ্চে আয়োজিত হয় নাগরিক কনভেনশন। এদিন ফাঁসিদেওয়া থানা মোড় থেকে বিডিও অফিস পর্যন্ত মিছিল করা হয়েছে।

অপহরণে ধৃত

খাস কলকাতায় নাবালিকাকে অপহরণ করে বিয়ে করার চেষ্টার অভিযোগ তরুণের বিরুদ্ধে। জোড়াবাগান থানায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণ সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তামান্না মামলা

তামান্না খুনের মামলায় অতিরিক্ত চার্জশিট পেশ করে অস্ত্র আইনের ধারা যুক্ত করল কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। তাতে ২৪ জন অভিযুক্তের নামই রয়েছে। পুলিশের ভূমিকায় খুশি তামান্নার পরিবার।

বিশেষ ট্রেন

শ্রাবণী মেলা উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের সুবিধায় একাধিক বিশেষ ট্রেন ঘোষণা রেলের। আসানসোল, জয়নগর হয়ে দেওঘর, রক্সৌল, মধুপুর ও ইটওয়ারির মতো জায়গাগুলিতে চলবে বিশেষ ট্রেনগুলি।

ঝুলন্ত মা-মেয়ে

তিন বছরের শিশুকন্যার সঙ্গে একই দড়িতে মায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার বর্ধমানের কালনায়। শিশুকন্যাকে খুন করে মা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা।

‘ভেবেছেন ছেড়ে দেব?’

মমতা পথে নামতেই হুংকার শুভেন্দুর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জুলাই : একুশে জুলাই পথে নামতেই তূণের সব তির নিয়ে মমতাকে নিশানা করলেন তাঁরই উত্তরসূরি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নিশানা থেকে বাদ যাননি অভিষেকও। তারজন্য বুধবার বিধানসভা স্বরাষ্ট্র বাজেটের বিতর্ক মঞ্চকেই বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্র বাজেটের জবাবি ভাষণ হয়ে উঠেছিল কার্যত মমতা-অভিষেককে পালটা চ্যালেঞ্জ জানানোর মঞ্চ। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, কাল যে দম্ভ আর ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন, ভাবছেন আমি কি ছেড়ে দেব? এই সূত্রেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের আমলে আমপান দুর্নীতি নিয়ে ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করতে চলেছেন শুভেন্দু।

বিগত সরকারের আমলে নিয়মমাফিক ক্যাগ রিপোর্ট পেশ না হওয়া নিয়ে বিরোধী থাকাকালীন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন শুভেন্দু। জামানা বদলের পর এবার দুর্নীতি তদন্তে সেই ক্যাগ রিপোর্টকেই সামনে আনতে চান শুভেন্দু। মঙ্গলবার মমতার একুশে জুলাইয়ের সভার পরই এদিন বিধানসভা থেকে সেই ক্যাগ রিপোর্ট প্রকাশ নিয়ে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২৫ জুলাই চলতি অধিবেশনের শেষদিনে সেই রিপোর্ট পেশ হবে বিধানসভায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই অধিবেশনে পেশ হওয়ার পর রাজ্যপালের অনুমতি নিয়ে বিশেষ অধিবেশন ডেকে বিধানসভায় আমপান দুর্নীতি নিয়ে ক্যাগ রিপোর্টের পর্যালোচনা করা হবে। শুধু তাই নয়, এবিষয়ে ক্যাগের সুপারিশ কার্যকর করতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। এই প্রসঙ্গে হুঁশিয়ারি

দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ক্যাগ রিপোর্ট, লোকায়ুক্ত রিপোর্ট যা প্রতিবছর পেশ হয় বিগত সরকার তা করেনি। বিধানসভায় পেশ হওয়ার পর ক্যাগের সুপারিশ মেনে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হোন বা যেই হোন, যত বড় নেতা হোন তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করে তদন্ত হবে।’

মঙ্গলবার একুশে জুলাইয়ের সভা থেকে অক্সিজেন পেয়ে তৃণমূলনেত্রী খুব শীঘ্রই জেলা সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করেছেন। কালীঘাট তৃণমূলের মতে, মঙ্গলবারের সভা ও মমতার ঘোষণাতে অশনিসংকেত দেখছে বিজেপি। সেই কারণেই সভার অনুমতি দিতে না চাওয়া থেকে শুরু করে সভা বানচাল করার মতো সব চেষ্টাই করেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রীও বলেছেন, ‘আমি যদি সভা করতে দিতে না চাইতাম তাহলে পৃথিবীর কোনও শক্তি আপনাকে সভা করতে দিতে পারত না।’ মমতার পাশাপাশি

> গতকাল যা করেছেন এরপর আপনাদের অনুমতি দিতে পুলিশ ২৫ বার ভাববে। রাস্তায় নয়, চপ খেতে খেতে ফেসবুক করতে হবে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন অভিষেকও। এদিন অভিষেকের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, ‘আপনি এমপি, সর্বভারতীয় তৃণমূলের সভাপতি না গোরুর গাড়ির হেডলাইট! ফলতার নির্বাচনের পরে সেখানে যাননি। ডায়মন্ড হারবারে গিয়েছেন? জোকা পেরিয়েছেন? ফলতা তো শুরু, রেজিনগর, নন্দীগ্রাম কোথাও ভোটে জিততে পারবেন না। ভাইপোপন্থী তৃণমূলের নাম-নিশান থাকবে না। যত চুরি-ডাকাতি করেছেন গর্ত খুঁড়ে বের করব।’

মমতাকে উদ্দেশ্য করে শুভেন্দু বলেন, ‘গতকাল যা করেছেন এরপর আপনাদের অনুমতি দিতে পুলিশ ২৫ বার ভাববে। রাস্তায় নয়, চপ খেতে খেতে ফেসবুক করতে হবে।’ আরও সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দুটো পিলারের ওপরে আপনি ছিলেন। একটা পুলিশ আর একটা প্যাকপ্যাক। এখন দুটোই নেই। যত মুখ খুলবেন ততই অশনিসংকেত। আপনি যা খুশি করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন আইনের উর্ধ্বে কেউ নয়।’

মমতার হাত ছেড়ে নব তৃণমূলে যোগ দেওয়া নেতাদের উদ্দেশেও ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, ‘সমর মুখোপাধ্যায় (রতুয়ার বিধায়ক), সমীররঞ্জন জানার মতো দু-চারজন সৎ নেতা ছাড়া বাকিরা কেউ পার পাবেন না। সব জেলে যাবে। শুধু জেল নয়, দখল করা অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিলামে তুলব।’ আর মমতাকে লক্ষ্য করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ‘বেঁচে থাকতে থাকতে আপনি যে প্রতিষ্ঠিত চোর তা প্রমাণ করে দেব। আপনি কি ভেবেছেন, ছেড়ে দেব? কিছু মামলা এখনও সিবিআইয়ের হাতে রয়েছে। দরকার হলে ওগুলিও চেয়ে নেব। সব দুর্নীতির নতুন করে এফআইআর করে তদন্ত করাব।’ আর অভিষেককে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘ওই ছোঁড়াকে বলে গেলাম,ভিতরে থাকবেন কি বাইরে থাকবেন তা ভবিষ্যৎ বলবে। ডায়মন্ড হারবারে লড়ুন, যত লক্ষ ভোটে জিতেছেন তত লক্ষ ভোটে আপনাকে হারাব। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।’

‘অভিষেক, অভিষেক করলে হবে না’

কলকাতা, ২২ জুলাই : বিড়লা তারামণ্ডলের শহিদ স্মরণসভার মঞ্চে বক্তব্যের সময়সীমা ঘিরে বিতর্কে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র বার্তা দিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তিনি বলেন, ‘কোনও রক্তের সম্পর্কের জন্য মমতা নেত্রী হননি। উনি দল তৈরি করেছিলেন। উনিই শেষ করেছেন। সবসময় অভিষেক, অভিষেক করলে চলবে না।’

মঙ্গলবার ২১ জুলাইয়ের সভায় কল্যাণ প্রায় সাড়ে ২২ মিনিট ধরে বক্তব্য রাখেন। এতে দৃশ্যতই বিরক্ত হন মমতা। কল্যাণের বক্তৃতা শেষে প্রবীণ সাংসদকে তিরস্কারও করেন। পালটা তর্ক জুড়ে দেন কল্যাণও। সেই দৃশ্য ভাইরালও হয়েছে। কল্যাণ

মমতাকে বার্তা কল্যাণের

এদিন দাবি করেন, ‘একুশে জুলাইয়ে ভিড় দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন। সেই কারণেই আবার আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার। এই ধরনের অপমান আমার প্রাপ্য নয়। আমি অত্যন্ত মর্মাহিত।’ তাঁর বক্তব্য, ‘দিদিকে বলেছি, আজকে যাঁরা বক্তা তালিকায় রয়েছেন, গত দু’আড়াই মাসে কেউ যায়নি কোথাও। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এত বড় নেতা তিনিও কোথাও যাননি কেন? শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও কোথাও যাননি কেন? আমি ঝুঁকি নিয়ে ঘুরেছি। দিদির এত ঘনঘন বিরক্ত হলে চলবে না। নেত্রীর খারাপ সময়ে আমি সঙ্গে আছি। সুসময়ে দূরে ঠেলে দেয়। দিদিকে বুঝতে হবে। বাস্তবটা কী।’ তাঁর বিস্ফোরক দাবি, ‘আরজি করের সময় দলের মধ্যে কোনও নেতা মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মমতাদিকে সরাতে চেয়েছিল। এটা সত্য, এটা বাস্তব। সেদিন শুধু আমি আর কুণাল দিদির পাশে ছিলাম। আর কেউ ছিল না।’ তবে সেই নেতা কে তাঁর নাম স্পষ্ট করেননি কল্যাণ।

এদিকে সুর চড়ালেও আগামীদিনে দলে থেকেই লড়াই করবেন বলেও জানিয়েছেন প্রবীণ সাংসদ।

ধান রোপণের প্রস্তুতি। বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই

ইডি’র দপ্তরে মদন-পুত্র

কলকাতা, ২২ জুলাই : দলীয় তহবিল ও পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি’র নজরদারিতে তৃণমূলের দুই নেতা। কালীঘাট শিবিরের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলায় হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ না করায় তদন্তে গতি এনেছে ইডি। দলের কোষাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তীকে চলতি সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয়েছে। ফ্রিজ হওয়া তিনটি অ্যাকাউন্টের ৪৪০ কোটি টাকার তছরুপ খতিয়ে দেখতেই এই জেরা। তবে হাজিরা দেওয়ার আগে দলের সঙ্গে আলোচনার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

অন্যদিকে, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি’র দপ্তরে হাজিরা দেন মদন মিত্রের পুত্র শুভরূপ মিত্র। কামারহাটি ও টিটাগড় পুরসভার বেআইনি নিয়োগ এবং মিডলম্যানদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন সংক্রান্ত একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। জানা গিয়েছে, জেরার পুরো বিষয়টি ভিডিও রেকর্ড করা হয়েছে।

এই মামলাতেই মদন মিত্রের স্ত্রী

অর্চনা মিত্র, অন্য পুত্র স্বরূপ মিত্র এবং আগামী ২৯ জুলাই খোদ মদন মিত্রকেও তলব করা হয়েছে। মদন মিত্র জানান, তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ কটাক্ষ করে বলেন, ‘আইনবহির্ভূত কাজ করলে দল নির্বিশেষে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে।’

ওবিসি সংরক্ষণে সন্দিহান

কলকাতা, ২২ জুলাই : রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান প্রকাশ করল হাইকোর্ট। ওবিসি সংরক্ষণকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। চলতি বছরের ১৮ মে নতুন সরকার ৭৪টি সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে ওবিসি তালিকা প্রকাশের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বুধবার এই মামলারই প্রথম শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণের ভবিষ্যৎ কী হবে তা বোঝা যাচ্ছে না।’ নতুন বিজ্ঞপ্তিতে মামলাকারীরা স্থগিতাদেশ চাইলেও এদিনই তা দিতে সম্মত হয়নি আদালত। সমস্ত পক্ষের হলফনামা জমা দেওয়ার পর বিস্তারিত শুনানি হবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

জনস্বার্থ মামলায় অভিযোগ, বিগত সরকার হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পরে কম সময়ের মধ্যে সমীক্ষা করে নতুন তালিকা প্রস্তুতের কাজ করছিল। সেই মতো সংরক্ষণ পান অনেকেই। এর সঙ্গে চাকরিতে নিয়োগ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার বিষয়গুলি জড়িয়ে রয়েছে। নতুন সরকার এসে সেই তালিকা কোনও সমীক্ষা ছাড়াই বাতিল করে। এতে একাধিক সমস্যা তৈরি হবে। ফলে ৬ সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত পক্ষের হলফনামা চাইল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। তার পরেই এই মামলার বিস্তারিত শুনানি করে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিও খতিয়ে দেখা হবে।

কড়া অগ্নিমিত্রা

কলকাতা, ২২ জুলাই : পথচারীদের জন্য জায়গা রেখেই ফুটপাথে ব্যবসা করতে হবে হকারদের। বুধবার সকালে পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, নিউ মার্কেট ও কলেজ স্ট্রিট সহ একাধিক জায়গা আচমকা পরিদর্শন করে সাফ জানিয়ে দিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন কলকাতার পুর কমিশনার স্মিতা পান্ডে, অন্যান্য আধিকারিক এবং পুলিশ কর্তারা। শহরের রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা ও নাগরিক পরিষেবার বিষয় খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তিনি ফুটপাথ দখলের বিষয়েও সরব হন। পরিদর্শনের সময় পার্ক স্ট্রিট এলাকায় ফুটপাথ দখল করে দু-তিন লাইনে দোকান বসানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা। ব্যবসায়ীদের ধমক দিতেও শোনা যায় মন্ত্রীকে।

ঠিকানার প্রাথমিক প্রমাণ আধারও

কলকাতা, ২২ জুলাই : কোনও ব্যক্তির বসবাসের প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য আধার কার্ড। বেআইনি দখলদারি সংক্রান্ত এক মামলার রায়ে তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘আধার, ভোটার কার্ড, গ্যাসের বিল সহ অন্যান্য সরকারি নথি হয়তো নাগরিকত্ব বা স্থায়ী বসবাসের চূড়ান্ত প্রমাণ নয় তবে কোনও ঠিকানায় বসবাসের প্রাথমিক প্রমাণ হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য।’ বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদের অভিযোগে নোটিশ দেওয়া ও শুনানি অবশ্যই বাধ্যতামূলক বলে জানিয়েছে আদালত। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় বলে জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বসবাসের ঠিকানা হিসেবেও অনেকে আধার ব্যবহার করেন। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ক্যালকাটা ডক লেবারবোর্ড ও ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্টের ৫০০-রও বেশি আবাসিক কোয়ার্টার বেআইনি দখলের অভিযোগে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষ। কোনও নোটিশ বা শুনানির সুযোগ না দেওয়ায় সমস্যায় পড়েন সেখানে বসবাসরত প্রায় ৮০০০ মানুষ। একক বেঞ্চ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড দেখে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না ওই বাসিন্দারা বৈধভাবে ওই কোয়ার্টারে থাকতেন। তারপরেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন সংশ্লিষ্ট বাসিন্দারা। আর তাতেই ডিভিশন বেঞ্চের মত, চূড়ান্ত ও প্রাথমিক প্রমাণ আলাদা বিষয়। তাই বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, ওই বাসিন্দাদের বক্তব্য না শুনে উচ্ছেদ করা বা কোয়ার্টার ভেঙে দেওয়া যাবে না।

নারী সুরক্ষা নিয়ে দেওয়াল চিত্র। যাদবপুরে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

কাঠগড়ায় পরিবার

নৈহাটি, ২২ জুলাই : মাত্র দু’মাস আগে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির মামুদপুরে। বুধবার সকালে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় দেহ। পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের মেয়ে অসুস্থ ছিল। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই সাড়াশব্দ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে শিশুর বাবা জানায় যে, গিয়ে লাভ নেই, মেয়ে মারা গিয়েছে। তারপর বাড়ির কাছেই তার দেহ মাটি চাপা দেওয়া হয়। এখানেই আপত্তি তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, দু’দিন আগেও শিশুটির কান্নার শব্দ পেয়েছেন। হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে অথবা স্থানীয়দের খবর না দিয়ে কেন সেই শিশুকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলে এলাকাবাসী। তাঁদের সন্দেহ, খুন করে পরিবারের সদস্যরাই তড়িঘড়ি দেহ মাটিতে পুঁতে দিয়েছেন। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতের পরিবার ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে শিবদাসপুর থানার পুলিশ। দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তে। সেই রিপোর্ট দেখে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্মার্ট মিটার নয়, মাসিক বিদ্যুৎ বিল

কলকাতা, ২২ জুলাই : সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য বাধ্যতামূলক হচ্ছে না স্মার্ট মিটার। বিধানসভায় বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। স্বস্তি দেওয়ার পাশাপাশি বিধানসভায় বিদ্যুৎ বাজেটের আলোচনায় একাধিক ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

সাধারণ মানুষের কথা ভেবে এখন থেকে ৩ মাসের বদলে প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল আসবে। সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে বামপন্থী ও এসইউসিআই-এর আন্দোলন নিয়ে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশেই স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক করা হয়নি, ফলে বিরোধীদের আন্দোলনের সুযোগ আর থাকছে না। সেইসঙ্গে উসকানিমূলক রাজনীতি বন্ধ করতে বিরোধী দলগুলিকে কড়া হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর আমূল বদলে হাজার হাজার কোটি টাকার মেগা প্রোজেক্টের কথা ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বক্রেশ্বরে ১০,৯৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার মেগাওয়াটের নতুন সুপার ক্রিটিক্যাল প্রকল্প এবং ২,০১৪ কোটি টাকায় ভাসমান সৌরবিদ্যুৎ ও ব্যাটারি স্টোরেজ তৈরি হবে। কোলাঘাটেও ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ ও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। পাশাপাশি, রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা ডব্লিউবিপিডিসিএল-কে শেয়ার

বাজারে ‘পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি’ হিসেবে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের কয়লাখনি থেকে অতিরিক্ত কয়লা নিলাম করে আয় বাড়াবে বিদ্যুৎ দপ্তর।

কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালুর মাধ্যমে কৃষকদের সুবিধা ও ইভি চার্জিং পরিকাঠামো গঠনের কথাও বিধানসভায় তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। পিএম কুসুম প্রকল্পের আওতায় আগামী ১ অগাস্ট থেকে কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতে প্রতি ইউনিটে অতিরিক্ত ২ টাকা করে বিশেষ ভর্তুকি দেওয়া হবে। পাশাপাশি ‘পিএম ই-ড্রাইভ’ প্রকল্পের অধীনে রাজ্যজুড়ে ইভি চার্জিং স্টেশন তৈরি করবে ডব্লিউবিএসইডিসিএল। সীমান্ত জেলাগুলোতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫০ কোটি টাকা এবং ডিভিসি-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পাঞ্চেতে পাম্পড স্টোরেজ করা হবে।

সামাজিক উন্নয়নে জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্যের প্রায় ৫৪ হাজার আইসিডিএস কেন্দ্রে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, আলো ও পাখা দেওয়া হবে। পাশাপাশি সিএসআর তহবিল থেকে ১ হাজার বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো হবে। পরিষেবার মান বাড়াতে গ্রামীণ এলাকায় নাইট মোবাইল ভ্যান ও কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে কর্মীসংখ্যা দ্বিগুণ করা হচ্ছে। বক্তব্য শেষে বিরোধী তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ক্ষমতায় আসার ১০ সপ্তাহের মধ্যেই এত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

নিষ্ক্রিয় কর্মীদের জন্য অক্সিজেন

রিমি শীল

কলকাতা, ২২ জুলাই : দীর্ঘদিন পর খোলা আকাশের নীচে শহিদ সমাবেশে প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেও কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি চাঙ্গা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে। ধারে ও ভারে তৃণমূলের দুই শিবিরের থেকেও জল-কাদার মধ্যেও যেভাবে কর্মীরা উপস্থিত হয়েছেন, তাতে নতুন করে আশার আলো দেখছেন কংগ্রেস নেতারা। তাই বুধবারই দলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে ঝালিয়ে নিতে এআইসিসি’র নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন প্রদেশ নেতৃত্বরা। দলের রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বিশেষ বৈঠকে বুথস্তরে সংগঠনকে উজ্জীবিত করার রূপরেখা নির্ধারণ করলেন নেতারা। মালদা, মুর্শিদাবাদ বাদে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলা ও পশ্চিমাঞ্চলে কংগ্রেসের সাংগঠনিক পরিস্থিতি বেহাল। তাই জেলা ধরে ধরে বুথগুলিতে কর্মীদের নতুন করে পথে নামানোর বার্তা দেওয়া হল।

বৈঠকে ছিলেন রাজ্যে এআইসিসি’র দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা প্রকাশ যোশি, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য দীপা দাশমুন্সি, প্রাক্তন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য ও দেবপ্রসাদ রায় সহ একাধিক নেতৃত্ব। এআইসিসি নেতৃত্বের সামনেই রাজ্যে এখনও কোন কোন জেলায় খামতি রয়ে গিয়েছে তা তুলে ধরেছেন প্রদেশ

> সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষত আলোচনা হয়েছে। বুথস্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে হবে। এখন লড়াইটা প্রত্যাবর্তনের।
>
> **প্রদীপ ভট্টাচার্য**
> প্রাক্তন সাংসদ

নেতারা। স্থানীয় ইস্যুগুলি নিয়ে মানুষের কাছে যাতে পৌঁছোনো যায় তা নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন নেতারা।

মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলায় বহু মানুষের নাম এসআইআরে বিবেচনাধীন রয়েছে। ফলে বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত তাঁরা। এছাড়া নতুন সরকারের আমলে যোগ্য বহু মহিলা অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই ইস্যুগুলি নিয়ে পথে নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রদেশ নেতৃত্বকে। এছাড়াও ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়েও যাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করা হয় তা নিয়ে মত রেখেছেন দীপা দাশমুন্সি। এছাড়াও বুথস্তরে এমন বহু কর্মী রয়েছেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয়। মূলত তাঁদেরকে নতুন করে যাতে ফেরানো যায় সেদিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে। শহিদ সমাবেশের মঞ্চে তরুণ সমাজের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। তাই তরুণ সমাজ ও সংখ্যালঘুদের কাছে কী করে পৌঁছোনো যায় সেই ‘ডোজও’ দিয়েছেন এআইসিসি’র নেতারা।

প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষত আলোচনা হয়েছে। বুথস্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা করতে হবে। এখন লড়াইটা প্রত্যাবর্তনের।’

অঙ্গনওয়াড়িতে বাড়ল বরাদ্দ, বহাল ডিম

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২২ জুলাই : রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ হলেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য আহারে ডিমের ব্যবস্থা বহাল রাখছে সরকার। বুধবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় শিশু ও মহিলাদের জন্য মাথাপিছু অতিরিক্ত ২ টাকা বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, এতদিন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের জন্য ১০ টাকা ও মহিলাদের জন্য ১২ টাকা বরাদ্দ ছিল, যা বেড়ে এখন যথাক্রমে ১২ টাকা ও ১৪ টাকা করা হয়েছে।

পাশাপাশি, পঞ্চায়েত আইন সংশোধনী বিলেও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, পঞ্চায়েত প্রধানদের বর্তমান আর্থিক ক্ষমতা কমানো এবং জেলা স্তরের বদলে সরাসরি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি-র মাধ্যমে পঞ্চায়েতে প্রায় ১১ হাজার কর্মী নিয়োগের বিধান আনা হচ্ছে। আগামী শনিবার বিধানসভায় এই বিলে প্রস্তাব আনা হতে পারে।

এদিনের বৈঠকে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। যারা কেন্দ্র সরকারের আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় পড়েন না, রাজ্যের সেই স্থায়ী বাসিন্দাদের মুখ্যমন্ত্রীর ‘স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’-র অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা এনআইএ-র নতুন থানা গড়ার সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। একইসঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া এবং নতুন থানা গড়ার জন্য বিএসএফ-কে জমি হস্তান্তরের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে সরকার। অন্যদিকে, সংশোধনাগারগুলিতে ই-প্রিজন ব্যবস্থা চালুর জন্য ৭০ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হবে। দিঘা-শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের এলাকা বাড়ানো এবং ক্রীড়াবিদদের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের স্থান ক্যাটিগোরি বি থেকে এ-তে উন্নীত করার সিদ্ধান্তও নিয়েছে মন্ত্রীসভা।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৬৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩

পথ ও প্রতিবাদ

সাম্প্রতিক নিট কেলেঙ্কারি কেবল প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং কোটি কোটি তরুণ মেধার ভবিষ্যতের চরম বিপর্যয়। প্রতিবাদে পড়ুয়াদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর পুলিশের বলপ্রয়োগ নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক। এই বর্বরোচিত হামলা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে কালো অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে। শিক্ষায় সংকট ও এই পুলিশি আক্রমণের জন্য কেন্দ্রের জবাবদিহি চেয়ে রাহুল গান্ধি পথে নামায় তাঁর ওপরও নেমে এসেছে রাষ্ট্রশক্তির দমনপীড়ন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর সময় রাহুলকে পুলিশ টেনেহিঁচড়ে, পাঁজাকোলা করে প্রিজন ভ্যানে তুলেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতার সঙ্গে এই আচরণ নজিরবিহীন এবং নিন্দনীয়। বিরোধী দলনেতার পদের গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক মর্যাদা আছে। সেই মর্যাদার তোয়াক্কা না করে সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন দিল্লি পুলিশের আচরণ দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের ওপর বড় আঘাত।

নিট কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর রাহুল সহ সমগ্র বিরোধী শিবির বারবার সংসদে স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে বিরোধী শিবিরও সরব। দিল্লি পুলিশের আচরণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র জবাবদিহিও দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু কেন্দ্র সমস্ত দাবিকে উপেক্ষা করে গণতান্ত্রিক পরিসরকে সংকুচিত করছে।

এই উত্তপ্ত পটভূমিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে এনডিএ-র 'মঙ্গলমিলন' সভায় স্বীকার করেছেন প্রশ্নপত্র ফাঁস মহাপাপ। কিন্তু পড়ুয়াদের ওপর বর্বরোচিত লাঠিচার্জ ও নির্যাতনকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়েছেন। শিক্ষাবিদ ও জলবায়ু আন্দোলনকর্মী সোনম ওয়াংচুক এবং ককরোচ জনতা পার্টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। 'সংসদ চলো' অভিযানেও ছিল ওই দাবি।

রাহুল জানিয়েছেন, তাঁর ওপর পুলিশি বলপ্রয়োগের চেয়ে বড় বিষয় হল পড়ুয়াদের সমস্যা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট। প্রধানমন্ত্রীর উচিত, দেশের ছাত্রসমাজের কাছে ক্ষমা চাওয়া। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের হিংসাত্মক আচরণের নিন্দা করেননি। পুলিশি দমনপীড়নকে একপ্রকার মৌন সম্মতি দিয়ে তিনি পালটা অভিযোগ করেছেন, এই আন্দোলনে উসকানি না দিয়ে শিশুদের সঠিক পথ দেখানো উচিত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করলেও পরিস্থিতি পালটায়নি। কেবল প্রতিবাদ বা শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সম্ভব নয়। সেজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। প্রধানমন্ত্রী যতই বলুন, তরুণ সমাজের ক্ষোভকে কেবল 'উসকানি' বলে দেগে দিলে মূল সমস্যার সমাধান হয় না।

বিরোধী দলনেতাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য বা ছাত্রীদের ওপর পুলিশের লাঠিচালনার ছবি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেছে। নিট কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে দিল্লির রাজপথে তৈরি পরিস্থিতিতে প্রায় সব বিরোধী দল পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়িয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো 'মহাপাপ' যেমন ক্ষমার অযোগ্য, তেমনই মেধার দাবিতে সরব পড়ুয়াদের ওপর এবং তাঁদের পাশে দাঁড়ানো বিরোধী নেতাদের ওপর বলপ্রয়োগ সমানভাবে নিন্দনীয়।

দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের স্বার্থে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণই এই মুহূর্তে একমাত্র কাম্য। অতীতে কৃষক আন্দোলনের সময় দেখা গিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত উপেক্ষা করছে দেশের অন্নদাতাদের। শেষমেশ আন্দোলনের চাপে তিনটি কৃষি আইন কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রায় একই ছবি দেখা যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

প্রশ্ন ফাঁস যদি মহাপাপ হয়, তাহলে সেই পাপক্ষালন করা কেন্দ্রের নৈতিক কর্তব্য। আন্দোলনকারীদের ডিপ স্টেট এজেন্ট, চিন-পাকিস্তানের দালাল বলে আক্রমণ করা কিংবা তাঁদের সমর্থনে সংসদে মুখ খোলা, রাজপথে সরব বিরোধীদের নিশানা করা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারের শোভা পায় না। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গেলে প্রশ্ন করা, সমালোচনা এমনকি প্রতিবাদ দেখানোর অধিকারকে মান্যতা দেওয়া উচিত। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে বলপ্রয়োগে দমন করে সমস্ত দায় এড়ানো একেবারে অনুচিত।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

প্রশ্ন ফাঁসে পরীক্ষা রাষ্ট্রের

নিট কেলেঙ্কারি, ছাত্র আন্দোলন ও রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া- গণতন্ত্রের জবাবদিহিকেই আজ বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

অনুরাধা কুন্ডা

নয়াদিল্লিতে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ পুলিশের। - ফাইল চিত্র

প্রশ্ন ফাঁস। পরীক্ষা বাতিল। পড়ুয়াদের আত্মহত্যা। প্রতিবাদ অনশন। শান্তিমিছিল।

অভিনেত্রী শাবানা আজমি কিছুদিন আগে সাংবাদিক রাজদীপ সরদেশাইকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, তিনি জীবনেও এত ক্রুদ্ধ অথচ সংযত ছাত্র আন্দোলন দেখেননি। এমনকি যখন তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করা হয়, ছোড়া হয় জুতো এবং কাঁদানে গ্যাস, তখনও তাঁরা সংহত ছিলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে তিনি এই কথা বলেছেন। সমস্যা হল শাবানা আজমি বা নাসিরুদ্দিন শাহ আরশোলাদের সমর্থন করেছেন শুনলেই একদল মানুষ রে-রে করে উঠতে পারেন। ঠিক যে কারণে বলা হচ্ছে যে আমির তাঁর খান পদবির কারণে চুপচাপ আছেন সোনম ওয়াংচুক সম্পর্কে, ঠিক সেই একই কারণে আজমি এবং শাহকে দেশদ্রোহী বলে দেওয়া খুব সহজ।

এই পারস্পরিক অভিযোগের খেলা সরিয়ে খুব সহজভাবে যদি নিট (ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট), প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যার বিষয়টি অনুধাবন করা হয়, তাহলে যে কোনও স্বাভাবিক বোধসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করবেন যে জাতীয় স্তরের এই পরীক্ষা, যে পরীক্ষার কোচিং নেওয়ার জন্যে দেশে কোচিং শহর তৈরি হয়, কোচিং সেন্টারগুলিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয় অভিভাবকদের, প্রয়োজনে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেও- সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া এক বিরাট জাতীয় লজ্জা। সোনমের অনশন এই লজ্জার বিরুদ্ধে এবং অসততার বিরুদ্ধে। এই অনশন কি খুব স্বাভাবিক নয়? ডিপ স্টেট তত্ত্ব বা চিনের দালালির ষড়যন্ত্র বাদ দিয়ে যদি ভাবা যায় তবে এও খুব স্বাভাবিক যে, ছাত্রসমাজ এবং যুবসমাজ এই অনশনকে সমর্থন করবে ও এতে যোগ দেবে। ঠিক তাই হয়েছে। যুবসমাজ প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে অনশন মঞ্চে থেকেছে, তারা সংসদ যাত্রা করেছে দেশের প্রধানের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এবং তাদের প্রতিবাদ ছিল একটি শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা। তাদের মূল দাবি হল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ।

ছাত্র মিছিল এবং যুব মিছিল একটি দেশের গর্ব ও রাষ্ট্রের সম্পদ। প্রতিবাদ মিছিল প্রমাণ করে যে রাষ্ট্র বেঁচে আছে এবং গণতন্ত্র বেঁচে আছে, তার শ্বাসরোধ হয়নি। সেই মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার জন্যে কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ ও রক্তপাত কোনওভাবেই কাম্য ছিল না। দিনের শেষে এই আহত ও রক্তাক্ত ছেলেমেয়েরা ফিরে এসেছে যন্তরমন্তরে। এতে বোঝা যায় তাদের যন্ত্রণার মাত্রা এবং প্রতিবাদের শক্তি। প্রায় ৯০টি ছেলেমেয়ে আহত হয়েছেন, আর তাঁদের সতীর্থ ও বন্ধুরা পড়ে থাকা অতি সাধারণ মানের চটিজুতোগুলি তুলে এনে সাজিয়ে রেখেছেন যন্তরমন্তরে। এটি প্রতিবাদের এক নতুন ভাষা। যা মূক অথচ তীব্রভাবে সরব, শান্ত অথচ উত্তাল। দুঃখের বিষয়, আমরা বাস করি এমন এক অন্তর্জালের যুগে যেখানে দেখতে পাই নরওয়ের রাষ্ট্রপ্রধান যেদিন অবসর নিচ্ছেন, একটি আপেল খেতে খেতে সাইকেল চড়ে অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তখন মনে হয়, আমাদের এমনটি কেন নয়? জনপ্রতিনিধি কেন জনতার সমমূল্য পাবে না? আসলে জনপ্রতিনিধির আসন যখন সিংহাসন হয়ে যায় তখনই গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। শিক্ষামন্ত্রীর মূল দায়িত্ব শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা। এ তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না।

কাজেই প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ানক ষড়যন্ত্রটি কোনও ষড়যন্ত্রই নয়, বরং সিজেপির (ককরোচ জনতা পার্টি) প্রতিবাদে বিদেশি ষড়যন্ত্রের অমূলক প্রচার বুঝিয়ে দেয় আমরা কতখানি বিভাজনবাদী। এখন হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ যেন ঘাড়ে ধরে বোঝানো হচ্ছে। সিজেপিতে সে বিভেদ নেই। আমরা জানি না মিছিলের ছাত্রছাত্রীরা কতজন হিন্দু এবং কতজন মুসলমান ছিলেন। সেটাই তো ভারতবর্ষের আত্মশক্তি। সেটাই কি ভয়ের কারণ হয়ে উঠল? একথা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদীকরণ যদি না থাকত, তবে ভারতবর্ষের মতো শক্তিধর ও সমৃদ্ধ দেশ পৃথিবীতে বিরল হত। অবশ্য মুসলমান না থাকলে ভারতীয়রা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে যেত আর এখনও অনেকটাই তাই আছে। এর মানে হল মেরুকরণ চাই, বিভাজন চাই, হায়ারার্কি চাই এবং চাই ক্ষমতা। কিন্তু জেন জেড এতসব কিছু মানে না। তারা দলবদ্ধ, যুক্তিবাদী এবং র‍্যাশনাল। আশ্চর্যের বিষয় হল ফুড ডেলিভারি এজেন্টদের উপর অতিরিক্ত দ্রুতগামী হওয়ার চাপ কিংবা সামোসা কচৌরির দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে সোচ্চার নেতা রাঘব চাড্ডা এই বিষয়ে একেবারে মৌনী হয়ে থাকলেন।

ছেলেবেলায় যাঁরা হিতোপদেশ বা ঈশপের গল্প পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে ছেলেপুলে অন্যায় করলে মা-বাবা তাদের ভর্ৎসনা করেন এবং শাস্তি দেন। ক্যাবিনেট মন্ত্রী অন্যায় করলে মাননীয় প্রধান যদি তাঁকে শাস্তি দেন, তবে তা তাঁরই ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে। শিক্ষার কথা নাই বা ভাবলেন, দলীয় ভাবমূর্তি ও নিজের ভাবমূর্তির কথা ভেবেও শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ ঘটালে ছাত্রদল অন্তত বুঝত যে দেশনায়করা তাদের কথার মর্যাদা দেন। শিক্ষা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক সফট টার্গেট। সেখানে দুর্নীতি, সেখানে মেরুকরণ এবং সেখানে প্রশ্ন কেলেঙ্কারি মানে জাতির ভবিষ্যতের সর্বনাশ। যাঁরা সিজেপির অনশনে, প্রতিবাদে ও মিছিলে ডিপ স্টেট তত্ত্ব খুঁজে পাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি প্রশ্ন থাকে যে নিট যারা দেয়, সেই আঠারো, উনিশ বা বড়জোর কুড়ির তরুণ-তরুণী, তাদের মধ্যে এখনও দুর্নীতি বাসা বাঁধেনি। তাদের দিনরাতের ঘামঝরানো মেধা, তাদের আর্থিক অবস্থান এবং তাদের অভিভাবকদের কৃচ্ছ্রসাধন কি একবারও চোখে পড়ে না? একবারও কি মনে হয় না যে, এই অন্যায় ছেলেমেয়েগুলির প্রাপ্য নয়? নিট-এর বেড়া টপকানোর জন্যে এই ছেলেমেয়েগুলো প্রাণপাত পরিশ্রম করে। মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের রক্ত জল করা পরিশ্রমের টাকায় কোচিং সেন্টারে প্রতি সিমেস্টারে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হলেও যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের স্বপ্ন এভাবে নষ্ট হতে দেখা খুবই কষ্টের।

জাতীয় স্তরের পরীক্ষা ও প্রশ্ন ফাঁস কেবল একটি প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং এটি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের স্বপ্ন এবং লক্ষ লক্ষ তরুণ শিক্ষার্থীর মেধার চরম অবমাননা। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক আত্মহত্যা এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে অমানবিক লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের ব্যবহার প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অহংকার কতটা অন্ধ হতে পারে। সোনম ওয়াংচুক থেকে শুরু করে সাধারণ জেন জেড প্রজন্মের এই আন্দোলন কোনও বিদেশি ষড়যন্ত্র নয়, বরং এটি বেঁচে থাকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার এক সুস্পষ্ট স্বাভাবিক আকুতি।

আর তাদের দাবির পরিবর্তে তারা পাচ্ছে 'লাঠ্যৌষধি'। সাধারণ পোশাকে বিশেষ ধরনের লাঠি দিয়ে মুখ বেঁধে ছাত্র পেটাচ্ছে কারা? সবাই সবই দেখেছে। ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী হবে, এটাই তো স্বাভাবিক ও কাম্য। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে তারা উঠে এসেছে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ রাজপথে। তাদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং তাদের প্রতিবাদ পদ্ধতি ও যাত্রা ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। টিয়ার গ্যাস, লাঠির মার এদের প্রাপ্য নয়। নিটের প্রশ্ন লিক হয়ে যাওয়া এক ঘোর পাপ। শুধু এই কথা বলে এতগুলি ছাত্রছাত্রীর আত্মহত্যাকে ভ্যানিশ করে দেওয়া যায় না। মন্দির বানিয়ে এই পাপ কখনও শোধন হয় না। সরকারের প্রধান দায়িত্ব হল জেন জেড আরশোলাদের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলা এবং প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ করা। যদি এই কাজ করা হয়, তবে এই আবেগপ্রবণ তরুণ প্রজন্ম একবারের জন্যে হলেও সরকারকে গণ্য মনে করবে। সোনমের অনশন ও তাঁর লড়াই ছাত্রস্বার্থে এবং তাঁর কাজ জনস্বার্থে। ছাত্রদের পথ দেখান এমন সুযোগ্য চিন্তকদের পুলিশ দিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে অনশন ভাঙানোর পিছনে যে ক্ষমতার রাজনীতি কাজ করেছে, সেই রাজনীতিই লাঠি দিয়ে রুখে দিয়েছে রাজপথে জেন জেডের যাত্রা। কিন্তু সেই অন্যায়ভাবে ন্যায়ের দাবি কখনও রুখে রাখা যায় না।

ছেলেমেয়েরা তিন সপ্তাহ ধরে উপবাসে আছে এবং দেশের কর্ণধারদের প্রধান দায়িত্ব হল তাদের সঙ্গে গিয়ে কথা বলা। খুব সাধারণভাবে ছেলেমেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকানোটাই আসল। আরশোলা বলে দাগিয়ে দিলেই হবে না। মানুষকে আরশোলা ভাবার এই নিকৃষ্ট মানসিকতা একদিন আরও বড় ছাত্ররোষের জন্ম দিতে পারে। পরিবর্তনই একমাত্র শাশ্বত সত্য।

(লেখক অধ্যাপক ও নাট্যকর্মী)

আজ

১৮৯৮ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৬ বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

মমতাদির জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু দিদিকেও বাস্তবটা বুঝতে হবে। দিদি যদি মনে করেন, যা ইচ্ছে বলবেন, তা হবে না। অভিষেক ও ডেরেক যা বলবেন, তাও হবে না। দিদি বাস্তব না বুঝলে যে দল তিনি তৈরি করেছেন, তা নিজের হাতে শেষ করে দেবেন।

-কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

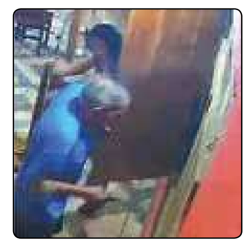

বয়স ৮০। প্যারাগুয়ের সান ইসিদ্রোয় অশীতিপর সেলসো মাইদানার দাপটে পালাল ডাকাতদল। পাঁচ সশস্ত্র ডাকাত বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। রিভলভার নিয়ে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালান বৃদ্ধ। চম্পট দেয় ডাকাতরা।

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের রাস্তায় জ্যামে ফেঁসে ছিলেন একজন। মাথায় হেলমেট, কোলে ল্যাপটপ, হাতে মোবাইল। বাইকের পেছনে বসে একমনে টাইপ করে চলেছেন। বাইক, গাড়ি দাঁড়িয়ে। চারপাশে গাড়ির হর্ন, চিৎকার আর যানজটে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন তিনি।

জনমন জনমত

বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে প্রাপ্তি

নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মেগা ফাইনালের মধ্যে দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটল ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার। বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। গোল্ডেন বুট প্রাপক সর্বোচ্চ গোলদাতা ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপেকেও জানাই একরাশ শুভেচ্ছা। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্থানে সরকারিভাবে বড় পর্দায় ফাইনাল খেলা দেখার অভিনব সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমাদের বর্তমান রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরকেও জানাই হার্দিক অভিনন্দন।

বর্তমানে আমরা বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও সদ্যসমাপ্ত ৪৮টি দেশকে নিয়ে আয়োজিত হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে অক্ষম। তবুও আমরা ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা রাতের পর রাত জেগে ব্রাজিল, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, মরক্কো, মেক্সিকো, জাপান প্রভৃতি দেশের উন্নত মানের ফুটবল খেলা উপভোগ করলাম। বিদেশি দলগুলোর গোলপোস্টের সামনে বানিয়ে দেওয়া মাপা পাসে পা ছুঁইয়ে বা মাথা ছুঁইয়ে দৃষ্টিনন্দন গোলগুলো অথবা অদ্ভুতভাবে হাওয়ায় বাঁক খাওয়া ফ্রি কিকে গোল করার জাদুকরি, মনমোহিনী দৃশ্যগুলোই তো বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর থেকে আমাদের পরম প্রাপ্তি।

আশা করছি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ভারতীয় ফুটবলের গুণমানের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, যাতে ২০৩০ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের আসরে ভারতও অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্রটা লাভ করতে পারে।

সঞ্জীবকুমার সাহা
উত্তরপাড়া, ওয়ার্ড নম্বর ১, মাথাভাঙ্গা।

প্রশ্নে ছাত্র আন্দোলন

দেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই- এই দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তর উত্তাল। ভালো কথা। কিন্তু এই মঞ্চেই ধ্বনি উঠল, 'বাস নাম রেহেগা আল্লাহ কা' - এটা কি ছাত্র আন্দোলন? ছাত্রদের মঞ্চে কাশ্মীরের নেতা বলছেন, 'আর্টিকল ৩৭০ জারি হোক'- এটা কি ছাত্র আন্দোলন? মঞ্চে অরুন্ধতী রায় আজাদ কাশ্মীরের দাবি তুলেছেন। মিছিল থেকে দাবি উঠছে, সংসদ ভবন গুঁড়িয়ে দাও। ভারতকে নেপাল বানাও। এটা কি ছাত্র আন্দোলন?

আরও প্রশ্ন, নিট পেপার লিক ইস্যুর ঠিক পরেই ছাত্র রোষকে কাজে লাগিয়ে কি এই আন্দোলন? যাঁরা লাদাখের রাজনীতিতে নেই, কিন্তু দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে তাঁরাও মদতদাতা। এফসিআরএ-এর জন্য বিদেশি তহবিল বাধাপ্রাপ্ত হতেই কি এই সরকার বিরোধী আন্দোলন? নিট ইস্যু সঠিক হলেও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী বা সংসদ বিরোধী আন্দোলন দেশের গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত নয় কি? তাছাড়া বেকারত্ব ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের শিক্ষিত বেকার তরুণ সমাজকে পথ দেখাবেন আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত অভিজিৎ দীপকের মতো প্রবাসী ভারতীয়? বিদ্যা, মেধাকে দেশের কাজে ব্যবহার না করে বিদেশে থেকে আর্থিকভাবে থিতু হয়ে ভারতের তরুণ সমাজকে সরকার বিরোধিতার নামে উসকে দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি কি দীপকের উদ্দেশ্য, নাকি এর পেছনে আন্তর্জাতিক অর্থ, চক্রান্ত বা দেশের টুকরে গ্যাংয়ের মদত কিংবা বিদেশি পুঁজি ও সহায়তায় দেশের ক্ষমতার কুর্সি দখলের চেষ্টা?

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মাতৃভাষার প্রশ্নে নতুন ভাবনা

ইংরেজি শেখার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা ও মর্যাদা রক্ষায় সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে।

রুদ্র সান্যাল

এআই।

বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে আলোচনার সুযোগ তৈরি করেছে রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা। কিন্তু প্রশ্ন কেবল সরকারি দপ্তরে বাংলার ব্যবহার নয়; প্রশ্ন, বাঙালির ঘরে ও সমাজে বাংলা ভাষার অবস্থান কোথায়? বাংলা ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যমই নয়; এটি বাঙালি জাতির হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ের প্রধান ভিত্তিও বটে। সাহিত্য, শিল্প ও মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস জড়িয়ে এই ভাষার পরতে পরতে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জীবনযাত্রার অভিঘাতে বাংলা ভাষার ব্যবহারেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। কলকাতা, শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে জেলা ও গ্রামাঞ্চলেও আজ একই সংকটের ছবি ফুটে উঠছে। মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার ও গভীর সাহিত্যপাঠের প্রবণতা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। ইংরেজিমাধ্যমের প্রতি ঝোঁক, ডিজিটাল বিনোদনের প্রসার এবং পারিবারিক স্তরে বাংলার ব্যবহার কমে যাওয়ার মতো নানামুখী কারণে এই সংকট তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার যুক্তিতে ইংরেজি শিক্ষার জোয়ারকে অস্বীকার করা যায় না। তবে সংকট তৈরি হয় যখন ইংরেজি শেখার তাড়নায় মাতৃভাষাকে অবহেলা করার মানসিকতা তৈরি হয়। অনেক পরিবারে শিশুদের ছোটবেলা থেকেই বাংলা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা দেখা যায়।

এর ফলে 'আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না' আজ আধুনিক বাঙালি সমাজের বহু তরুণ-তরুণীর বাস্তব চিত্র। নিজের মাতৃভাষায় স্বচ্ছন্দে কথা বলতে বা সঠিক বানান-ব্যাকরণে লিখতে না পারাটা আজ অনেকের কাছে যেন আধুনিকতার পরিচায়ক হয়ে উঠছে। এই উদাসীনতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে সংস্কৃতির আবহাওয়ায়। বইমেলায় ভিড় থাকলেও গভীর পাঠাভ্যাসের বিস্তার আগের তুলনায় কমেছে বলেই মনে করেন অনেকেই। ডিজিটাল বিনোদনের প্রভাবে নতুন প্রজন্ম দীর্ঘ পাঠাভ্যাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির সম্পদ, বিশেষ করে ভাওয়াইয়ার মতো লোকসংগীতও আধুনিক বাণিজ্যিক বিনোদনের ভিড়ে প্রান্তিক হয়ে উঠছে এবং উত্তরবঙ্গের স্থানীয় মেলাগুলির ঐতিহ্য পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধুঁকছে।

এই ভাষাগত স্থানচ্যুতি ও অবক্ষয় কাটাতে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত সরকারি দপ্তরের অভ্যন্তরীণ চিঠিপত্র ও প্রশাসনিক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক হচ্ছে। প্রশাসনিক স্তরে মাতৃভাষার এই প্রয়োগ বাংলা ভাষাকে তার মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। যখন প্রশাসনিক স্তরে ভাষার কদর বাড়ে, তখন তার প্রভাব সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বের ওপরও পড়ে। তবে কেবল সরকারি আদেশ জারি করে কোনও ভাষাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও পারিবারিক স্তরে যৌথ সাংস্কৃতিক জাগরণ।

পাঠ্যবইয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে সাহিত্যচর্চা, কাব্য আবৃত্তি, লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন ও নাট্যচর্চার মতো কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ভাষার প্রতি আকর্ষিত করতে পারে। উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং নবীন পাঠকদের বইয়ের প্রতি আগ্রহী করতে নিয়মিত সাহিত্যসভার আয়োজন করা আজ ভীষণভাবে সময়ের দাবি। পারিবারিক স্তরেও অভিভাবক ও বয়স্কদের দায়িত্ব অপরিসীম। সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই বাংলা ভাষায় গল্প শোনানো এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম বা সুকুমার রায়ের সাহিত্যের রসাস্বাদনের সুযোগ করে দেওয়া প্রয়োজন। পারিবারিক পরিবেশ শক্ত হলে সন্তানকে আর বড় হয়ে লজ্জিত গলায় বলতে হবে না যে তার বাংলাটা ঠিক আসে না।

আজকের যুগে প্রযুক্তিকে অনেকে শত্রু মনে করলেও সঠিক ব্যবহারে এটি আশীর্বাদ হতে পারে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, বহু তরুণ ইউটিউব, ফেসবুক কিংবা বিভিন্ন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে মানসম্পন্ন বাংলা কনটেন্ট তৈরি করছেন। অনলাইনের যুগে এই কনটেন্টগুলি নতুন প্রজন্মকে ডিজিটাল মাধ্যমেই বাংলা ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসছে। ভাষা রক্ষা করার অর্থ অন্ধ অতীতবিলাসিতা নয়; বরং পরিবর্তনের প্রবাহকে মেনে নিয়ে নিজের শিকড়কে আঁকড়ে ধরে রাখা। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ইংরেজি শেখার পাশাপাশি তরুণ সমাজ যদি মাতৃভাষার ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করতে শেখে, তবেই বাঙালির সত্তা রক্ষা পাবে। ভাষার ভবিষ্যৎ শেষপর্যন্ত সরকারি নির্দেশে নয়, মানুষের ঘর, বিদ্যালয় ও দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যেই নির্ধারিত হয়।

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫০৪

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫			★	১৬			

পাশাপাশি : ১। চাঁপাকলার আরেক নাম ৩। শ্রীরাধার প্রিয় সখী, কানের গয়নাবিশেষ, চাঁদের কিরণ ৪। গাজন উৎসব বা পার্বণের আরেক নাম ৫। পরিহাস, ঠাট্টা-তামাশা বা রঙ্গ-কৌতুক ৭। পর্যন্ত বা অবধি ১০। হঠাৎ আগুন বা আলো জ্বলে ওঠার অব্যক্ত শব্দ ১২। ব্যবসা, পেশা, কাজকর্ম,ব্যাপার ১৪। দেবালয়, উপাসনা গৃহ ১৫। ইংরেজি বছরের একটি মাস ১৬। কয়দিন, কতদিন, অল্প কিছুদিন।

উপর-নীচ : ১। পাগল বা বিকৃতমস্তিষ্ক ২। পাকানো মোটাদড়ি ৩। তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, ঝকমক ৬। জেল, ফাটক ৮। শ্বেতপদ্ম, শালুক বা সুঁদি ৯। মুমূর্ষু ১১। যোগের আসনবিশেষ, ব্রহ্মা ১৩। ভিন্নদেশীয়।

সমাধান ■ ৪৫০৩

পাশাপাশি : ২। দায়সারা ৫। গান্ধার ৬। মানমন্দির ৮। হল্লা ৯। বালা ১১। হরিণবাড়ি ১৩। সায়ক ১৪। বিলকুল।

উপর-নীচ : ১। নাগাল্যান্ড ২। দার ৩। সাকিন ৪। খান্ডার ৬। মাল্লা ৭। মহলা ৮। হরিণ ৯। বাড়ি ১০। শশিকর ১১। হরেক ১২। বাদল ১৩। সাল।

খাদ্যের জোগান, সংহতির বার্তা যন্তরমন্তরে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : পুলিশের রক্তচক্ষু, লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া, কোনওটাই থমকে দিতে পারেনি প্রতিবাদীদের। দিল্লির সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনগুলি বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ, চারপাশ ঘিরে কড়া নিরাপত্তা। কিন্তু যন্তরমন্তরে প্রতিবাদীদের ভিড় কমার বদলে দিনে দিনে আরও থিকথিক করছে। আর এই উত্তাল লড়াইয়ের মাঝে এবার ধরা পড়ল অন্য এক ছবি। বিরিয়ানি, ব্যান্ডেজ হাতে করে হোক বা অ্যাপে অর্ডার দিয়ে, যন্তর মন্তরের আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়াতে গোটা দিল্লি একজোট হয়েছে।

দিল্লির তীব্র আন্দোলনের মধ্যে বেঁচে থাকার রসদ জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষের অপরিসীম ভালোবাসা ও সংহতি। বিরিয়ানি, ছোলে বাটোরে, পিৎজা বা ওআরএস, ব্যান্ডেজ, দিল্লির যন্তরমন্তরে এই মুহূর্তে যেন গড়ে উঠেছে একটুকরো 'ছোট ভারত'।

সামাজিকমাধ্যমে পুলিশের বলপ্রয়োগ ও টিয়ার গ্যাস ছোড়ার ভিডিও দেখে দেশজুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তবে মানুষ শুধু ক্ষোভ প্রকাশেই থেমে থাকেননি, যে যার সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে এসেছেন খাবার ও ওষুধপত্র নিয়ে। চাবড়ি বাজারের বাসিন্দা ২৩ বছরের উসমান যেমন বলছিলেন, 'আমাদের পাড়ার সবাই মিলে এই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর জন্য ঘরে তৈরি রুটি, সবজি আর ডাল পাঠিয়েছে। যারা দিনের পর দিন এখানে লড়ছে, তাদের পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের দায়িত্ব।' অন্যদিকে, অপরিচিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্যভট্ট কলেজের

বিরিয়ানি থেকে ব্যান্ডেজ

শিক্ষার্থীরাও নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে এনেছেন স্যানিটারি প্যাড, ওয়াইপস ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

তবে এই লড়াইয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলি। মেট্রো বন্ধ থাকায় সড়কপথে এখন সুইগি ও জোম্যাটোর বাইকের সারি জ্যাম তৈরি করছে যন্তরমন্তরের আশপাশে। শুধুমাত্র দিল্লি তথা গোটা ভারত নয়, আমেরিকা, কানাডা থেকেও সাধারণ মানুষ অ্যাপে অর্ডার করে বিপুল পরিমাণ খাবার পাঠাচ্ছেন যন্তরমন্তরের আন্দোলনকারীদের জন্য।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ডেলিভারি বয়রা খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন আন্দোলনস্থলে। গ্রেটার কৈলাসের ডেলিভারি বয় রবি কুমার জানান, এক অজ্ঞাতপরিচয় ক্রেতা আন্দোলনকারীদের খিদে মেটাতে একবারে ২৫টি ভেজ থালি এবং কেজি কেজি বিরিয়ানি পাঠিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, খাবারের পাহাড় জমে যাওয়ায় ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) পক্ষে এক্স-এ (টুইটার) বার্তা দিয়ে আর্জি জানাতে হয়েছে,'আজকের মতো পর্যাপ্ত খাবার চলে এসেছে। খাবার যাতে নষ্ট না হয়, তাই দয়া করে আর কেউ খাবার পাঠাবেন না।'

রাস্তার পাশে সার দিয়ে সাজানো টেবিল, কোথাও স্বেচ্ছাসেবী দল নিখরচায় খাবার পরিবেশন করছে, কোথাও আবার ওআরএস আর ব্যান্ডেজ হাতে দাঁড়িয়ে তরুণ-তরুণীরা। পুলিশের বাধা সত্ত্বেও অন্ন আর সংহতির এই অপূর্ব মেলবন্ধন প্রমাণ করছে দিল্লির আন্দোলন আজ আর শুধুই কিছু ছাত্র বা নেতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ে।

ছাত্রদের ওপর পুলিশি বর্বরতার অভিযোগ

ফুটেজ সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে রাজধানীতে আছড়ে পড়া ছাত্র আন্দোলনে দিল্লি পুলিশের দমনপীড়ন নিয়ে দুরকম অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট এবং দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলা জরুরি ভিত্তিতে শুনতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, পুলিশের মারধরের প্রমাণ হিসেবে ভিডিও ফুটেজ দেখানোর আর্জি জানানো হলে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত সাফ জানিয়ে দেন, 'আমরা ভিডিও দেখতে চাই না, আমাদের ওসব দেখার সময় নেই।'

- সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ ছাত্রদের ওপর পুলিশি হামলা নিয়ে জনস্বার্থ মামলার জরুরি ভিত্তিতে শুনতে অস্বীকার করেছে
- ভিডিও দেখতেও অস্বীকার করেন প্রধান বিচারপতি
- অভিযানের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিওগ্রাফি সংরক্ষণের নির্দেশ দিল্লি হাইকোর্টের
- বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দেখতে নারাজ হাইকোর্ট

যদিও পুলিশের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের অভিযোগকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে দেখতে নারাজ দিল্লি হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্রকুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কড়িয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে কেন্দ্র ও দিল্লি পুলিশকে নোটিশ জারি করেছে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, সংসদ চলো অভিযানের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিওগ্রাফি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণ পুলিশের স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের (এসওপি) নিয়ম মেনে অবিলম্বে সংরক্ষণ করতে হবে। ১১ সেপ্টেম্বর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে।

হাইকোর্টে এদিন কেন্দ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস ভি রাজু দাবি করেন, পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধরা ব্যক্তিগতভাবে এফআইআর দায়ের করতে পারেন এর জন্য হাইকোর্টে আসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু ডিভিশন বেঞ্চ এই যুক্তি খারিজ করে পর্যবেক্ষণ দেয় যে, এটি যদি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হত, তবে ব্যক্তিগত আইনি পদক্ষেপের কথা ভাবা যেত। কিন্তু রাজপথে এত বড় জমায়েতের ওপর পুলিশের এই ভূমিকার পিছনে প্রশাসনের জবাবদিহি প্রয়োজন। বেআইনি জমায়েত সামলানোর জন্য আইনের বুকেই নির্দিষ্ট নিয়মাবলী রয়েছে, কিন্তু তার বাইরে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি। আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী এন হরিহরণ সওয়াল করেন, পড়ুয়ারা সংবিধানপ্রদত্ত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার প্রয়োগ করছিলেন। অথচ পুলিশ কোনোও আগাম সতর্কতা না দিয়েই টিয়ার গ্যাস, লাঠি এবং ইলেকট্রিক ব্যাটন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, যার জেরে ৯০ জনেরও বেশি পড়ুয়া আহত হন এবং নারী আন্দোলনকারীরা শ্লীলতাহানির শিকার হন। এমনকী, অনেক পুলিশ কর্মী নেমপ্লেট ছাড়া বা সাধারণ পোশাকে থাকায় তাঁদের চিহ্নিত করাও অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টে এদিন আবেদনকারীদের আইনজীবী সওয়াল করেন, এটি ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির (এনটিএ) আমূল সংস্কারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থবাহী বিষয়। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত তাঁর যুক্তিতে কান দিতে রাজি হয়নি।

ছাত্রদের এই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি সিজেপি। তাদের এই বিচিত্র নামকরণের নেপথ্যেও রয়েছেন স্বয়ং প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। তিনিই বেকার তরুণ সমাজকর্মী ও সাংবাদিক হওয়ার প্রবণতাকে কটাক্ষ করে তিনি ককরোচ বা আরশোলা বলেছিলেন। পরে সমালোচনার মুখে তিনি ব্যাখ্যা দেন যে, কেবল 'ভুয়ো ডিগ্রিধারী'দের উদ্দেশ্যেই তিনি ওই কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই সমাজমাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক মঞ্চ হিসেবে জন্ম নেওয়া সিজেপি কয়েক লক্ষ পড়ুয়াকে রাজপথে নামিয়েছে।

জঙ্গিহানায় শহিদ পুলিশ

শ্রীনগর, ২২ জুলাই : অমরনাথ যাত্রা চলাকালীন জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় শহিদ হলেন এক পুলিশকর্মী। আশিক হুসেন কুরেশি (৩৫) নামে পুলিশের ওই হেড কনস্টেবল অমরনাথ যাত্রার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। বুধবার তিনি টলদারিতে ছিলেন অনন্তনাগের লালচকে। সেইসময় তাঁকে গুলি করা হয়। হামলার দায় স্বীকার করেছে লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)।

পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার এক বছরের বেশি পর প্রথম জঙ্গি হামলা হল বুধবার। ঘটনার পর অনন্তনাগ থমথমে হয়ে যায়। এলাকা ঘিরে ফেলে সেনা, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। শুরু হয় তল্লাশি। একাধিক জায়গায় বসানো হয়েছে চেকিং পয়েন্ট।

সরকারি সূত্রে খবর, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ইন্ডিয়ান রিজার্ভ

(আইআর)-এর হেড কনস্টেবল আশিক হুসেন কুরেশি ছিলেন বদগামের বাসিন্দা। তিনি টহলদারির সময় মোটরবাইকে চেপে এক জঙ্গি অতর্কিতে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। গুরুতর আহত হুসেনকে সঙ্গে সঙ্গে অনন্তনাগ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত হেড কনস্টেবলের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর বলেছেন, 'এই কাপুরুষোচিত হামলার নিন্দা করছি। দোষীদের আইনের আওতায় এনে বিচার নিশ্চিত করা হবে।'

অপারেশন সিঁদুরের পর কড়া নিরাপত্তার মধ্যে উপত্যকায় জঙ্গি হামলা কীভাবে হল, তার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে। হামলার উদ্দেশ্যও খোঁজা হচ্ছে।

ফের ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই : হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক ও যুদ্ধজাহাজের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ইরানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানিয়েছেন, এরপর থেকে এই কৌশলগত সামুদ্রিক পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও জাহাজে ইরান হামলা চালালে তার কড়া জবাব দেবে ওয়াশিংটন। পালটা পদক্ষেপে ইরানের পরিকাঠামোর ওপর সরাসরি হামলা চালানো হবে।

'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া এক বার্তায় ট্রাম্প বলেন, 'এখন থেকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান যদি হরমুজ প্রণালীতে ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট, ড্রোন বা অন্য যে কোনও অস্ত্রের মাধ্যমে কোনও জাহাজে হামলা চালায়, তাহলে আমেরিকা ইরানের অন্তত একটি সেতু বা বিদ্যুৎকেন্দ্র বোমার আঘাতে ধ্বংস করে দেবে।' এবার তেহরান সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা হামলা চালাবে বলে তিনি দাবি করেন।

ভ্রমসংশোধন

মঙ্গলবার প্রকাশিত অসমের বন্যা সংক্রান্ত খবরে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর নাম ভুল লেখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বিপরীত মনোভাব নিট-এ দুই কৃতীর

প্রশ্ন ফাঁস, ছাত্র আন্দোলন

আরিয়ান গুপ্ত

পাংশুল বনসল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং পরীক্ষা বাতিলের জেরে যখন দিল্লির রাজপথ গর্জে উঠছে ছাত্র আন্দোলনে, তখন নিটের দুই কৃতী পড়ুয়ার বিপরীতমুখী মানসিকতা এবং অবস্থান ঘিরে চর্চা শুরু হয়েছে দেশজুড়ে।

সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জনকারী নিট পরীক্ষার্থী আরিয়ান গুপ্ত জানিয়েছেন, পরীক্ষা বাতিলের খবর পেয়ে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। তবে ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থীর একই দুর্দশার কথা ভেবে শেষমেশ নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন তিনি এবং পরদিন থেকেই পুনরায় প্রস্তুতি শুরু করেন। বাবা-মা ও শিক্ষকদের মানসিক সমর্থনকে পাথেয় করে কঠোর শৃঙ্খলা ও ধারাবাহিকতার জোরেই তিনি এই অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন। আরিয়ান বলেন, 'পরীক্ষা বাতিলের খবর পেয়ে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। খুব কেঁদেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম, এই অন্যায় শুধু আমার সঙ্গে হয়নি। ২২ লক্ষ পরীক্ষার্থী একই যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমি এটাকে দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে দেখে পরদিন থেকেই আবার পড়াশোনায় মন দিই।' ভবিষ্যৎ পরীক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর বার্তা, শিক্ষকদের ওপর অন্ধবিশ্বাস রেখে প্রতিদিন নিজের সেরাটা দিয়ে যেতে হবে।

অন্যদিকে, ওই পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় স্থানাধিকারী পাংশুল বনসল উল্টো পথে হেঁটেছেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আন্দোলনের রাস্তায় না হেঁটে ঘরে বসে নিজের খামতিগুলো শুধরে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। সেকথা জানিয়ে পাংশুল বলেন, 'আমি কেন প্রতিবাদে অংশ নিতে যাব? তার চেয়ে বরং আমি ঘরে বসে পড়াশোনা করতে পারি।' পরীক্ষা বাতিলের খবরে প্রথমে কিছুটা হতাশ হলেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছিলেন পাংশুল। কোনওরকম নেতিবাচকতায় কান না দিয়ে নিজের আগের রুটিন মেনেই রিভিশনে জোর দেন তিনি। তাতেই সাফল্য এসেছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

এড়িয়ে চলার নীতি থেকে সরলেন বালেন্দ্র

কাঠমান্ডু, ২২ জুলাই : বিদেশনীতির ক্ষেত্রে নিজের কড়া অবস্থান থেকে অবশেষে পিছু হটলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে আলাদাভাবে একা বৈঠক না করার যে নিয়ম তিনি চালু করেছিলেন, তা ভেঙে এবার ভারত ও চিনের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে চলেছেন তিনি। কাঠমান্ডু সূত্রে খবর, দিল্লি ও বেজিংকে সমান গুরুত্ব দিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তব এবং চিনের রাষ্ট্রদূত ঝাং মাওমিংয়ের সঙ্গে একই দিনে আলাদা বৈঠকের আয়োজন করা হবে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিদেশিদের এড়িয়ে চলার নীতি নেপালের কূটনৈতিক মহলে সমালোচিত হয়েছে। ডেনমার্কে নেপালের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বিজয়কান্ত কর্ণ মন্তব্য করেন, 'আমরা একটি ছোট রাষ্ট্র এবং আমাদের বৈদেশিক বিনিয়োগ ও সহায়তার প্রয়োজন, এই সত্য বদলানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রী বিদেশি দূতদের সঙ্গে দেখা না করলে ক্ষতিটা নেপালেরই হয়, ভারত, চিন বা আমেরিকার নয়।'

একইভাবে নেপালের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, 'নেপাল কোনও শক্তির কাছে নতিস্বীকার না করলেও প্রধান মিত্রদের স্বার্থ ও সংবেদনশীলতাকে উপেক্ষা করতে পারে না।' স্বদেশে তীব্র সমালোচনা ও মন্ত্রীদের পরামর্শে শেষপর্যন্ত এই নতিস্বীকার বালেন্দ্র শাহের। প্রধানমন্ত্রীর এক সহকারী জানান, বিদেশনীতির স্বার্থে দুই প্রতিবেশীর রাষ্ট্রদূতদের দিয়েই এই আলোচনা শুরু করা সবচেয়ে স্বাভাবিক পদক্ষেপ।

দেশে ফেরার ইঙ্গিত ললিত মোদির

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : দীর্ঘ ১৬ বছরের প্রবাসী জীবনে ইতি টেনে অবশেষে ভারতে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্রাক্তন চেয়ারম্যান ললিত মোদি। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) চাপানো আর্থিক জরিমানা ও শাস্তিমূলক নির্দেশ অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল খারিজ করার পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি।

২০০৯-এ লোকসভা নির্বাচনের কারণে আইপিএলের দ্বিতীয় সংস্করণ স্থানান্তরিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই সময় বিদেশি মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন (ফেমা) লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০১৮ সালে ইডি ললিত মোদি ও তাঁর সহযোগীদের ওপর বড় অঙ্কের জরিমানা ধার্য করে। ইডির মূল যুক্তি ছিল, অনুমোদনহীন এসব লেনদেন 'ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ট্রানজ্যাকশন'-এর আওতায় পড়ে, যা ফেমা আইনের পরিপন্থী।

তবে সম্প্রতি নয়াদিল্লির অ্যাপিলেট ট্রাইবিউনাল ইডির এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। ট্রাইবিউনাল জানিয়েছে, বাজেট ছাড়া পর্যায়ক্রমে হওয়া অর্থপ্রদানকে সরাসরি বেআইনি বলা চলে না। রায়ের পর উচ্ছ্বসিত মোদি জানান, ইডির মামলার মূল ভিত্তিটাই ট্রাইবিউনাল বাতিল করে দিয়েছে। এটি ২০০৯ সালের আইপিএল সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনি জট নিরসন। ২০১০ সালে ভারত ছাড়ার পর থেকে দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থান করছেন মোদি। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে তদন্ত চালিয়ে আসছিল কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি। ট্রাইবিউনালের এই স্বস্তিদায়ক রায়ের পর এক্সে মোদি লেখেন, 'দীর্ঘ সময় পর ভারতে ফেরার জন্য আমি সত্যিই মুখিয়ে রয়েছি।'

রচনাকে জবাব রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : হাওড়া ও হুগলির বিভিন্ন রেলপ্রকল্পের অগ্রগতি এবং বরাদ্দ অর্থ নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছিলেন এনসিপিআই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সংসদের অধিবেশনে তাঁর প্রশ্নের লিখিত জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রেলমন্ত্রী জানান, ৯২.৮৫ কোটি টাকা খরচে হাওড়া ইয়ার্ড পুনর্গঠনের কাজ চলছে, যার মধ্যে রয়েছে ইন্টারলকিং সিস্টেম স্থাপন, চারটি প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ এবং সার্ভিস বিল্ডিং নির্মাণ। পাশাপাশি ২৭.১৮ কোটি টাকায় ডানকুনি ইয়ার্ডের শান্টিং লাইন সম্প্রসারণ ও সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। ডানকুনি কোচিং টার্মিনালের ডিপিআর তৈরির কাজও বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। মন্ত্রী আরও জানান, হাওড়া-ডানকুনি শাখায় বর্তমানে ১১৩টি প্যাসেঞ্জার ও ৬টি মালগাড়ি চলাচল করে। যানজট কমাতে এবং পরিষেবা উন্নত করতে 'ডানকুনি-বাল্টিকুড়ি' তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পকে 'বিশেষ রেলপ্রকল্প' হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

এনসিপি (এসপি) নেতা শারদ পাওয়ারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী। বুধবার।

মোদির সাক্ষাতে শারদ, সুপ্রিয়া

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : সংসদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করলেন এনসিপি (শারদচন্দ্র পাওয়ার) প্রধান শারদ পাওয়ার এবং তাঁর মেয়ে, সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। নিট পরীক্ষা দুর্নিতি নিয়ে দিল্লিতে বিরোধী শিবির ও ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভের মাঝে হঠাৎ এই বৈঠক ঘিরে জল্পনা বাড়ছে। শারদ পাওয়ারের দল কি শেষপর্যন্ত এনডিএ জোটে যোগ দিতে চলেছে? বিশেষ করে মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন মহায্যুতি শিবিরের নেতাদের সঙ্গে শারদ-গোষ্ঠীর ব্যাকচ্যানেল বৈঠকের খবরের পর থেকেই এই আলোচনা জোরদার হয়েছিল। যদিও সুপ্রিয়া সুলে আগেই শাসক জোটে যোগদানের সম্ভাবনা খারিজ করে দেন। তারপরেও দিল্লিতে এই সাক্ষাত নিয়ে দু-পক্ষ থেকেই স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। এর আগে যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রবীণ নেতা শারদ পাওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন, 'শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর জোরজুলুম বা দমনপীড়ন না চালিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত শিক্ষার্থীদের দাবিগুলি সংবেদনশীলতার সঙ্গে বিবেচনা করা।'

বাংলার তরুণীকে গণধর্ষণ

বেঙ্গালুরু, ২২ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণী পরিযায়ী শ্রমিক কর্ণাটকের মাইসুরুতে গণধর্ষণের শিকার হলেন। অভিযোগ, শনিবার রাতে তিনি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকার সময় রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার অছিলায় তাঁকে ডেকে জোর করে গাড়িতে তুলে মুগুরুতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একটি হোটেলে চলে ধর্ষণ। অভিযোগ, তরুণীর কাছ থেকে নগদ টাকা ও দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মাইসুরু জেলা পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তরুণীকে পাঠানো হয়েছে পুনর্বাসন সেন্টারে। সেখানে তাঁর কাউন্সেলিং করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে তাঁর পরিচয়।

এসপি মল্লিকার্জুন বালাদান্ডি জানিয়েছেন, ধৃত তিনজন হল রিহান, কিরণ ও কিশোর। নিগৃহীতার বয়ান অনুযায়ী ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় তাদের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। তিনজনকেই আদালতে তোলার পর বিচারক সকলকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই ঘটনায় তদন্তের সঙ্গে যুক্ত পুলিশকর্তা বুধবার জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। অভিযুক্তদের আগের কোনও অপরাধের রেকর্ড আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ১৭ জুলাই এক নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, মন্দির দেখানোর নাম করে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে জোর করে কিশোরীকে মদ খাওয়ানো হয়। তারপর একটি নির্মীয়মাণ ভবনে তাকে ধর্ষণ করা হয়। ঘটনাস্থল বেঙ্গালুরুর কাছে দেবানাহাল্লি।

শমীক, কল্যাণ-মহুয়ার ১৭ মিনিট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : সংসদ মানেই একদিকে যেমন তীব্র রাজনৈতিক বাগযুদ্ধ ও আইন প্রণয়নের লড়াই, অন্যদিকে তেমনই অলিন্দে ধরা পড়ে বহু রাজনৈতিক ইঙ্গিত। বুধবার সংসদের বাদল অধিবেশনে এমনই এক নজিরবিহীন

মকরদ্বারের বৈঠকে জল্পনা

ও 'অপ্রত্যাশিত' দৃশ্যের সাক্ষী থাকল রাজধানী। তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার ঠিক পরেই সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে এক ফ্রেমে দেখা গেল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যকে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মকরদ্বারের সামনে প্রায় ১৭ মিনিট ধরে এই তিন নেতা-নেত্রীকে গভীর আলোচনায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, একটি পর্যায়ে কল্যাণ

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শমিক ভট্টাচার্যকে আলাদাভাবেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যের পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিরোধী দুই শিবিরের শীর্ষনেতাদের এই দীর্ঘ কথোপকথন স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বৈঠকে ঠিক কী নিয়ে আলোচনা হলো? এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্পষ্ট উত্তর এড়িয়ে যান নেতারা। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে বলেন, 'সব কথা প্রকাশ্যে বলা সম্ভব নয়।' অন্যদিকে, শমিক ভট্টাচার্যের মন্তব্য, 'কল্যাণ আর মহুয়া নিজেদের ভালো-মন্দের কথা বলছিলেন এবং কিছু অভিযোগ জানাচ্ছিলেন।' তবে সেই অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু খোলসা করতে চাননি তিনি।

যদিও সূত্রের খবর, আলোচনার আবহ ছিল যথেষ্ট গরম। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি সরাসরি শমিক ভট্টাচার্যকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনার নিজের দলের ওপরই কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই!' সূত্রের আরও দাবি, বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক কিছু আক্রমণাত্মক মন্তব্যের (ডিম নয়, পাথর ছোড়ো) বিরোধিতা করেন কল্যাণ ও মহুয়া। এই ধরনের উসকানিমূলক মন্তব্য রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়াচ্ছে বলে বিজেপি রাজ্য সভাপতির কাছে আপত্তি জানান তাঁরা। পাশাপাশি, রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও শমিকের সামনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

প্রকাশ্যে নেতারা সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের কথা বললেও, সংসদের ভেতরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে বাইরে মকরদ্বারের এই ১৭ মিনিটের বৈঠক বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন কোনও আলোচনার জন্ম দিল, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

লক্ষ্যভেদ

'লক্ষ্যভেদ'-এর নতুন সংখ্যায় স্বাগত! বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে সবুজ শক্তিতে কীভাবে কেরিয়ার গড়বেন, রইল তার দিশা। এছাড়া থাকছে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে নিশ্চিত পেশা গড়ার বিস্তারিত খোঁজ। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য বাচনভঙ্গি ও প্রেজেন্টেশন স্কিল এবং আপনাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে থাকছে এক্সপার্ট কর্নার।

স্কিল অফ দ্য উইক

বাচনভঙ্গি ও প্রেজেন্টেশন

কর্মক্ষেত্রে আপনার ডিগ্রির ওজন যতই ভারী হোক না কেন, নিজের বক্তব্যকে অন্যের সামনে স্পষ্টভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে ধরতে না পারলে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানো কঠিন। এই গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতাই হলো 'ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন স্কিল' বা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। মিটিংয়ে নিজের আইডিয়া প্রেজেন্ট করা থেকে শুরু করে ক্লায়েন্টের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করা—সব জায়গাতেই এই স্কিল আপনার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

অনেকেরই একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, কমিউনিকেশন মানেই শুধু গড়গড় করে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলা। বাস্তব কর্পোরেট পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি বাংলা, ইংরেজি বা হিন্দি—যেকোনো ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, আপনার উচ্চারণের স্পষ্টতা, উপযুক্ত শব্দের

চয়ন এবং বাক্যের সঠিক গঠনই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর ঠিক পরেই আসে 'নন-ভার্বাল কমিউনিকেশন' বা আপনার শারীরিক ভাষা (বডি ল্যাঙ্গুয়েজ)। আপনি যখন কথা বলছেন, তখন আপনার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, হাতের সাবলীল নড়াচড়া এবং মুখের ইতিবাচক অভিব্যক্তি অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। কথা বলার সময় শ্রোতার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বা 'আই কনট্যাক্ট' বজায় রেখে কথা বলাটা গভীর আত্মবিশ্বাসের লক্ষণ। অন্যদিকে, বারবার অন্যদিকে তাকানো বা হাত গুটিয়ে রাখা আপনার নার্ভাসনেস বা স্নায়বিক দুর্বলতা প্রকাশ করে।

একটি সফল প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্যকে একটি যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে সাজানো ভীষণ প্রয়োজন। শুরুতে একটি আকর্ষণীয় ভূমিকা, মাঝে মূল তথ্য বা যুক্তি এবং শেষে একটি পরিষ্কার উপসংহার—এই নিয়ম মেনে চললে শ্রোতারা সহজেই আপনার কথার সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন। উন্নত যোগাযোগের আরেকটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো 'অ্যাকটিভ লিসেনিং' বা মনোযোগ দিয়ে শোনা। শুধু নিজের কথা বলে গেলেই হবে না, সামনের মানুষের বক্তব্য মন দিয়ে শুনে তবেই তার সঠিক উত্তর দেওয়াটা একজন দক্ষ পেশাদারের সবচেয়ে বড় পরিচয়।

এই অত্যন্ত জরুরি স্কিল রাতারাতি তৈরি হয় না, এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত এবং দীর্ঘমেয়াদি চর্চা। ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার অভ্যাস করুন। বন্ধুদের বা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারেন। এছাড়া ভালো এবং নামী বক্তাদের বক্তব্য শোনার মাধ্যমে নিজের বাচনভঙ্গির প্রভূত উন্নতি ঘটানো সম্ভব। মনে রাখবেন, আধুনিক চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে প্যানেলিস্টরা প্রথমেই যাচাই করেন প্রার্থীর কমিউনিকেশন স্কিল কতটা মজবুত।

কেরিয়ার হোক সবুজ শক্তিতে

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং। পেট্রোল, ডিজেল বা কয়লার মতো জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়ছে। এই আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সারা বিশ্ব এখন পুনর্নবীকরণযোগ্য বা রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে ঝুঁকছে। এই সবুজ বিপ্লবের হাত ধরেই চাকরির বাজারে সম্পূর্ণ নতুন একটি দিগন্ত খুলে গেছে, যাকে আন্তর্জাতিক কর্পোরেট পরিভাষায় বলা হচ্ছে 'গ্রিন জবস' বা সবুজ পেশা। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে পরিবেশ রক্ষার এই উদ্যোগ আর নিছক কোনো সামাজিক প্রচার বা স্বেচ্ছাসেবী কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি আমাদের দেশেও সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, বৈদ্যুতিক গাড়ি (ইভি) এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিনিয়োগ আসছে। এর ফলে আগামী এক দশকে এই সেক্টরে কয়েক লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হতে চলেছে, যেখানে প্রয়োজন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষ তরুণ প্রজন্মের। গতানুগতিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা সাধারণ ম্যানেজমেন্ট কোর্সের বাইরে বেরিয়ে যারা একটু অন্যরকম এবং সমাজবান্ধব পেশা খুঁজছেন, তাঁদের জন্য গ্রিন জবস অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি ভবিষ্যৎ প্রদান করতে পারে।

এই সেক্টরের সবচেয়ে বড় এবং দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্রটি হলো রিনিউয়েবল এনার্জি বা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য সোলার পার্ক এবং রুফটপ সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে বিপুল ভর্তুকি দিচ্ছে। এই বিশাল পরিকাঠামো তৈরি এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর সোলার ফটোভোলটাইক ইঞ্জিনিয়ার, উইন্ড টারবাইন টেকনিশিয়ান এবং এনার্জি অডিটর প্রয়োজন। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার পর রিনিউয়েবল এনার্জি বা এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক করলে এই ক্ষেত্রে সরাসরি প্রবেশ করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজ বা আইটিআই থেকে সোলার টেকনোলজির ওপর ডিপ্লোমা করেও এই শিল্পে প্রচুর কাজের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রিন জবসের আরেকটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় দিক হলো বৈদ্যুতিক গাড়ি বা ইভি (EV) শিল্প। প্রায় সমস্ত বড় অটোমোবাইল কোম্পানি এখন পেট্রোল-ডিজেল ছেড়ে ব্যাটারি চালিত গাড়ি তৈরিতে মন দিয়েছে। এর ফলে ব্যাটারি ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, চার্জিং স্টেশন পরিকাঠামো ম্যানেজার এবং ইভি মেইনটেন্যান্স টেকনিশিয়ানদের চাহিদা এখন তুঙ্গে। প্রথাগত মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে ইভি প্রযুক্তির ওপর বিশেষ সার্টিফিকেশন কোর্স করে নিলে এই অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতনের চাকরিগুলো সহজেই পাওয়া সম্ভব।

শুধুমাত্র প্রযুক্তিবিদরাই নন, আর্টস বা কমার্সের ছাত্রছাত্রীদের জন্যও গ্রিন ইকোনমিতে কাজের বিস্তর সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে সমস্ত বড় কর্পোরেট সংস্থাকে সরকারি নিয়ম মেনে ইএসজি (ESG - Environmental, Social, and Governance) রিপোর্ট জমা দিতে হয়। অর্থাৎ, তাদের কারখানার ফলে পরিবেশের কতটা ক্ষতি হচ্ছে বা তারা কতটা কার্বন নির্গমন কমাচ্ছে, তার বিস্তারিত হিসাব রাখতে হয়। এই কাজের জন্য প্রচুর সাস্টেইনেবিলিটি কনসালট্যান্ট, গ্রিন প্রজেক্ট ম্যানেজার এবং এনভায়রনমেন্টাল ল'ইয়ার বা পরিবেশ আইনজীবী নিয়োগ করা হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর করে সাস্টেইনেবিলিটি ম্যানেজমেন্টের ওপর কোনো এমবিএ বা স্পেশালাইজড কোর্স করলে কর্পোরেট দুনিয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে কাজ করা যায়। এছাড়া আধুনিক কৃষিকাজ বা অর্গানিক ফার্মিং, জল সংরক্ষণ প্রকল্প এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লিংয়ের মতো শিল্পগুলোতেও প্রচুর ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনালের দরকার পড়ছে।

উত্তরবঙ্গে গ্রিন জবসের সম্ভাবনা

উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই গ্রিন জবসের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং উজ্জ্বল। পাহাড়, জঙ্গল এবং চা বাগান পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলের ইকোসিস্টেম অত্যন্ত সংবেদনশীল। ডুয়ার্স বা দার্জিলিংয়ের বিস্তীর্ণ চা বাগানগুলোতে এখন রাসায়নিক সারের বদলে অর্গানিক পদ্ধতি এবং সৌরশক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়ছে। এ ছাড়া ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্রগুলোতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে কীভাবে পর্যটন ব্যবসা চালানো যায়, তার জন্য দক্ষ সাস্টেইনেবিলিটি এক্সপার্টদের খোঁজ চলছে। স্থানীয় যুবকরা যদি এই পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং ম্যানেজমেন্টের কোর্সগুলো করে রাখেন, তবে তাঁরা নিজেদের এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখেই উন্নত কেরিয়ার গড়তে পারবেন। পরিবেশকে ধ্বংস করে নয়, বরং পরিবেশকে রক্ষা করেই যে আগামী দিনে সবচেয়ে লাভজনক পেশাগুলো তৈরি হতে চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই কেরিয়ার নির্বাচনের সময় এই সবুজ বিপ্লবের অংশীদার হওয়ার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করা উচিত।

হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টে নিশ্চিত পেশা

ভ্রমণপিপাসু মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কোভিড মহামারির পর থেকে বিশ্বজুড়ে পর্যটন শিল্প যে অভাবনীয় গতিতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তা অনেকের কাছেই বিস্ময়ের। আর এই বিপুল সংখ্যক পর্যটকদের থাকা, খাওয়া এবং ঘোরার অভিজ্ঞতাকে নিখুঁত ও আরামদায়ক করার দায়িত্বে থাকেন হসপিটালিটি এবং ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের পেশাদাররা। অনেকেই মনে করেন হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট মানেই শুধু বড় পাঁচতারা হোটেলে কাজ করা। এই ধারণাটি আংশিক সত্য। হোটেলের পাশাপাশি এয়ারলাইন্স, বিলাসবহুল ক্রুজ শিপ, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, বড় মাল্টিপ্লেক্স চেইন, এমনকি অত্যাধুনিক হাসপাতালগুলোতেও এখন গেস্ট রিলেশন বা গ্রাহক পরিষেবার জন্য হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট পাস করা ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে এটি এমন একটি পেশা যা শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও কেরিয়ার গড়ার অবারিত সুযোগ এনে দেয়। হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের পাঠক্রমে মূলত চারটি প্রধান বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। প্রথমটি হলো ফুড প্রোডাকশন বা রান্না, যেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পদ তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যারা শেফ হতে চান, তাঁদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়টি হলো ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস, অর্থাৎ অতিথিদের সামনে খাবার ও পানীয় পরিবেশন করার পদ্ধতি এবং রেস্তোরাঁ পরিচালনা। তৃতীয়টি ফ্রন্ট অফিস অপারেশনস, যেখানে হোটেলের বুকিং, অতিথিদের অভ্যর্থনা এবং যাবতীয় জনসংযোগের কাজ শেখানো হয়। আর চতুর্থটি হলো হাউস কিপিং, অর্থাৎ হোটেলের প্রতিটি ঘর ও সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর যেকোনো শাখার ছাত্রছাত্রীরাই ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কেটারিং টেকনোলজি (NCHMCT) আয়োজিত সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট (IHM)-গুলোতে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বিবিএ ইন হসপিটালিটি বা বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে হসপিটালিটি পেশার সম্ভাবনা

আমাদের উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই পেশার প্রাসঙ্গিকতা সবচেয়ে বেশি। দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম বা ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পর্যটনই হলো অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। গত কয়েক বছরে এই অঞ্চলে অসংখ্য নতুন বুটিক রিসর্ট, ইকো-ভিলেজ এবং হোমস্টে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিপুল পর্যটন পরিকাঠামো চালানোর জন্য যে পরিমাণ পেশাদার ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন, তার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রথাগত প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক হোমস্টে বা ছোট রিসর্ট মালিকরাই পর্যটকদের আন্তর্জাতিক মানের পরিষেবা দিতে হিমশিম খান। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা যদি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের কোর্স করে এই অঞ্চলে ফিরে আসেন, তবে তাঁরা সহজেই এই রিসর্টগুলোতে ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিতে পারেন অথবা নিজেদের হোমস্টেকেই একটি লাভজনক প্রফেশনাল ব্যবসায় পরিণত করতে পারেন। এই পেশায় সফল হওয়ার জন্য পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন হাসিমুখে কথা বলার ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং মানুষকে সাহায্য করার মানসিকতা।

এক্সপার্ট কর্নার

বিশাল থাপা, কার্শিয়াং: **আমি এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে আর্টস নিয়ে পাস করেছি। আমি কি কমার্শিয়াল পাইলট হওয়ার জন্য ট্রেনিং নিতে পারব?**

উত্তর: বিশাল, ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশনের (DGCA) নিয়ম অনুযায়ী কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স (CPL) পাওয়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ, অর্থাৎ ফিজিক্স এবং অঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক। তবে আর্টসের ছাত্রছাত্রীদের নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। তুমি যদি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং (NIOS) থেকে একটি সিঙ্গল সিটিং পরীক্ষার মাধ্যমে ফিজিক্স এবং অঙ্কের পরীক্ষা দিয়ে পাস করে নাও, তবে তুমিও ফ্লাইং স্কুলে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

রিতিকা পাল, বালুরঘাট: **ফার্মাসি নিয়ে পড়াশোনা করলে কি শুধুমাত্র ওষুধের দোকানেই কাজ করতে হয়?**

উত্তর: রিতিকা, ফার্মাসি নিয়ে পড়াশোনা করলে কেরিয়ার শুধু ওষুধের দোকানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বি.ফার্ম (B.Pharm) কোর্স সম্পূর্ণ করার পর বিভিন্ন বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ওষুধ প্রস্তুতকরণ, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কাজের সুযোগ থাকে। এ ছাড়া সরকারি হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট বা ড্রাগ ইনস্পেক্টর হিসেবেও তুমি কেরিয়ার গড়তে পারো, যা অত্যন্ত সম্মানজনক।

অর্পণ গুহ, জলপাইগুড়ি: **ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করার বয়সের ঊর্ধ্বসীমা কত?**

উত্তর: অর্পণ, ডব্লিউবিসিএস পরীক্ষার গ্রুপ এ (Group A) এবং গ্রুপ সি (Group C) পদের জন্য সাধারণ বা জেনারেল ক্যাটাগরির প্রার্থীদের বয়সের ঊর্ধ্বসীমা হলো ৩৬ বছর। গ্রুপ বি (Group B) বা পুলিশ সার্ভিসের জন্য এই বয়সসীমা হলো ৩৬ বছর এবং গ্রুপ ডি (Group D) পদের জন্য ৩৯ বছর। এসসি, এসটি এবং ওবিসি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথাক্রমে ৫ বছর এবং ৩ বছরের ছাড় দেওয়া হয়।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

ছোট্ট তারা

শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র কায়ুস দে গিটারে আগ্রহী। এই পড়ুয়া স্কুলে হাতের লেখা প্রতিযোগিতাতেও পুরস্কৃত হয়েছে।

মেট্রোয় সওয়ার স্বপ্ন

সিটি মেট্রোয় জুড়বে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি। সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটে যুগান্তকারী এই ঘোষণার পর থেকেই খুশির হাওয়া দুই শহরে। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা নিয়ে সমীক্ষা শুরু করার কথা বলেছে রাজ্য সরকার। যানজট, অপরিসর রাস্তা আর ভৌগোলিক কাঠামোর কথা মাথায় রাখলে এই মেট্রোর রুট ঠিক কেমন হওয়া উচিত? সরকারি রূপরেখা এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তাই আমরা পরিবহণ বিশেষজ্ঞ এবং আরবান সিটি প্ল্যানারদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে এই প্রকল্পের একটি ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করেছি।

যে পথে সম্ভব

মেট্রোর মতো, মেট্রো নয়

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ৪২-৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডরটি প্রথাগত সিটি মেট্রোর বদলে একটি রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (RRTS) হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত।

কেমন হবে রুট ও স্টপ?

যাত্রার গতি বজায় রাখতে প্রথাগত সিটি মেট্রোর মতো প্রতি ১ কিলোমিটারে স্টপ না দিয়ে, প্রতি ৪-৫ কিলোমিটার অন্তর স্টেশন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাগডোগরা

উত্তরবঙ্গের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। সিটি মেট্রোর অন্যতম অংশ হবে এই এলাকা। তবে এই বাগডোগরাকে ইন্টারচেঞ্জ টার্মিনাল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিলিগুড়ি জংশন

এটি শহরের ভেতরের এবং অন্য শহর থেকে আগত যাত্রীদের যুক্ত করবে। বিমানবন্দর থেকে ওঠা পর্যটকরাও সহজে এই স্টেশনে নেমে প্রয়োজনে পাহাড়ে যাত্রা করতে পারবেন।

এনজেপি

উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রেলস্টেশন। ট্রেনযাত্রীদের জন্য অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ।

ফুলবাড়ি

একদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত, অন্যদিকে বাণিজ্যের অন্যতম হাব। কাস্টমস আধিকারিক, ব্যবসায়ী এবং লরিচালকদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

ফাটাপুকুর/বেলাকোবা

চা বাগান এবং কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মানুষের জন্য এটি অন্যতম ফিডার পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে

রানিনগর

জলপাইগুড়ি জেলার প্রধান শিল্পকেন্দ্র, যেখানে দুই শহর থেকেই কর্মীরা যাতায়াত করেন।

জলপাইগুড়ি রোড

শহরের উপকণ্ঠে থাকা বিশাল শিক্ষার্থী এবং সরকারি কর্মীদের জন্য সুবিধাজনক।

সার্কিট বেঞ্চ

আগামীদিনে আইনি ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের ভূমিকা হতে চলেছে অপরিসীম

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র।

লজিস্টিক ও টার্মিনাল পরিকল্পনা

‘পার্ক অ্যান্ড রাইড’ টার্মিনাল (জলপাইগুড়ি প্রান্ত) : সার্কিট বেঞ্চের কাছে একটি বিশাল পার্কিং প্লাজা তৈরি করা প্রয়োজন। ময়নাগুড়ি বা ধূপগুড়ির মতো দূরবর্তী এলাকার মানুষজন নিজেদের গাড়ি এখানে পার্ক করে মেট্রোয় শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে পারবেন।

রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো

রানিনগর শিল্পাঞ্চলে অকৃষিজমির প্রাপ্যতা থাকায়, সেখানেই মেট্রোর মেইনটেনান্স ডিপো তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অর্থনীতির নতুন লাইফলাইন

তথাকথিত এই সিটি মেট্রো কেবল যাত্রী পরিবহণের মাধ্যম নয়, এটি মূলত দুটি আলাদা শহরের অর্থনীতিকে জুড়ে একটি বৃহত্তর ‘টুইন সিটি’ তৈরির চাবিকাঠি।

প্রশাসনিক কাজে গতি

জলপাইগুড়ি হল বিভাগীয় সদর দপ্তর। সার্কিট বেঞ্চ থেকে শুরু করে সরকারি নানা অফিস রয়েছে এখানে। প্রতিদিন হাজার হাজার আইনজীবী, সরকারি কর্মী এবং সাধারণ মানুষ শিলিগুড়ি থেকে যাতায়াত করেন।

শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রের গতি

ফুলবাড়ি এবং রানিনগরের ক্রমবর্ধমান শিল্পাঞ্চলগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ির সরাসরি সংযোগ ঘটাবে এই রুট। পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ, বেসরকারি হাসপাতাল ও জলপাইগুড়ির চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির মধ্যে রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যাতায়াত আরও সহজ হবে।

জাতীয় সড়কের যানজটমুক্তি

বর্তমানে এই দুই শহরের সংযোগকারী হাইওয়ের কিছুটা অংশে যানজট থাকে দিনের অধিকাংশ সময়ই। সিটি মেট্রো চালু হলে যাত্রীবাহী ট্রাফিক এবং ভারী পণ্যবাহী যানের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন তৈরি হবে।

দিল্লি-মিরাট ‘নমো ভারত’ মডেলের সঙ্গে পার্থক্য

দিল্লি-মিরাট আরআরটিএস-এর ধারণার সঙ্গে এই প্রকল্পের মিল থাকলেও, এর পরিকাঠামো হবে সম্পূর্ণ আলাদা। দিল্লি-মিরাটের মূল লক্ষ্য হল ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার বেগে সুপারফাস্ট যাতায়াত। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি প্রকল্পের মূল ইউএসপি হবে ‘নির্ভরযোগ্যতা’, অর্থাৎ ট্রাফিকের তোয়াক্কা না করে ৪০ মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছানো। বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে বুলেট ট্রেনের গতির প্রয়োজন নেই; বরং এমন একটি ‘সাব-আরবান র‍্যাপিড ট্রানজিট’ বা ‘মেট্রো-লাইট’ দরকার, যা প্রতি ১০-১৫ মিনিট অন্তর পরিষেবা দেবে। এক্ষেত্রে খরচ বাঁচাতে সম্পূর্ণ এলিভেটেড বা উড়াল ট্র্যাকের বদলে, যেখানে সম্ভব সেখানে শক্তপোক্ত ফেন্সিং দিয়ে গ্রাউন্ড লেভেল ট্র্যাক তৈরি করা যেতে পারে।

সুবিধা কী?

বাগডোগরা থেকে এনজেপি পর্যন্ত রেল ট্র্যাক ব্যবহার করা যেতে পারে। এনজেপি থেকে ফুলবাড়ি হয়ে বেলাকোবা পর্যন্ত নতুন লাইন করতে হবে। আবার জলপাইগুড়ি রোড থেকে সার্কিট বেঞ্চ হয়ে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি পর্যন্ত নতুন লাইন পাততে হবে।

বাস্তবায়নের পথে চ্যালেঞ্জ

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই ফোর লেন সম্প্রসারণের জন্য বেশিরভাগ জমি ব্যবহার করে ফেলেছে। ফলে, হাইওয়ের পাশে মাটির ওপর দিয়ে মেট্রোর ট্র্যাক পাততে গেলে আইনি ও আর্থিক জট তৈরি হতে পারে। জমি অধিগ্রহণ এড়াতে এলিভেটেড ট্র্যাক তৈরি করলে নির্মাণ খরচ একলাফে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে (প্রায় ১৫০-২০০ কোটি টাকা প্রতি কিলোমিটার)।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির মধ্যে ট্রাফিক মূলত ‘টাইডাল’। অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায় যাত্রীদের প্রবল ভিড় থাকলেও, দিনের মাঝের সময়টায় ট্রেন ফাঁকা দৌড়োনোর ঝুঁকি রয়েছে।

সমস্ত বাধা পার করে, সঠিক পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির মিশেলে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি মেট্রো করিডর বাস্তবায়িত হলে, তা সমগ্র উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির চেহারাই বদলে দেবে। ভবিষ্যতের স্মার্ট উত্তরবঙ্গের দিকে চেয়ে এখন সরকারি ব্লু-প্রিন্টের অপেক্ষায় শহরবাসী।

মেইন সুইচে আগুনে আতঙ্ক পুরনিগমে

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : শিলিগুড়ি পুরনিগমে আগুন আতঙ্ক। বুধবার প্রথমে পুরনিগমের মেইন সুইচে আগুনের ফুলকি নজরে আসে। নিরাপত্তারক্ষীরা চিৎকার করতেই অন্য কর্মীরা তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছান। ফায়ার এক্সটিংগুইশারের সাহায্যে মিনিট কয়েকের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে মেইন সুইচে অগ্নিকাণ্ডের জেরে এদিন বিকাল পর্যন্ত পুরনিগমের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। মূলত জেনারেটরের সাহায্যেই দিনভর পুরনিগমের কাজকর্ম চলে। এক পুরকর্তা জানিয়েছেন, মেইন সুইচে আগুন লাগলেও দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ফলে তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

পুরনিগমের সদর গেটে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীরা জানিয়েছেন, বিকট শব্দের পরেই মেইন সুইচ থেকে কালো ধোঁয়া বের হতে দেখা গিয়েছিল। তবে, দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে অনেকে দাবি করছেন। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তড়িঘড়ি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেন। তবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট না হলেও, শর্টসার্কিটের জেরে আগুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন, মাত্রাতিরিক্ত লোড বৃদ্ধি পাওয়ার জেরেই মেইন সুইচে আগুন লেগেছিল। তবে এই প্রথম নয়, অতীতেও একাধিকবার পুরনিগমে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল। তখনও তাতে বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই খবর।

মহাকাশচর্চা।। *কলকাতার বিড়লা তারামণ্ডলের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর বিশিষ্ট জ্যোতির্পদার্থবিদ ও জনবিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারী বুধবার শিলিগুড়িতে সহজভাবে পড়ুয়াদের মহাকাশ দেখা শেখালেন। বিজ্ঞান ভারতী উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার তরফে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিল। এদিন দীনবন্ধু মঞ্চে এই কর্মসূচি হয়। ডঃ দুয়ারী স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মৌলিক বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে নিয়মিত কর্মশালা করেন এবং জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়ও মহাকাশ নিয়ে তাঁর লেখা সকলের কাছেই সমাদৃত। ছবি : সূত্রধর*

বিগ্রহ সরানো নিয়ে ঝামেলা

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : বাগরাকোটের গৌড়ীয় মঠ থেকে বিগ্রহ সরানোর চেষ্টাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। স্থানীয়দের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতেই বিগ্রহের নীচের অংশ কেটে রাখা হয়েছিল। এদিন সন্ধ্যায় মঠের সদস্যরা বিগ্রহগুলি নিতে এলে বাসিন্দারা বাধা দেন। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় সুদীপ পালের অভিযোগ, ‘মঠের জায়গা বিক্রির চক্রান্ত চলছে।’ যদিও মঠের মহারাজ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ বলেন, ‘স্থানটি ট্রাস্টের। সেবক না থাকায় বিগ্রহ সরানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ভক্তরা যখন চাইছেন না, তখন আর বিগ্রহ সরানো হবে না।’

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তৎপর সিপিএম

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : দীর্ঘদিন পুর বোর্ড না থাকায় নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে। এই অভিযোগ তুলে বুধবার দ্রুত পুর নির্বাচনের দাবি জানাল সিপিএম। মেয়াদ শেষের আগেই বোর্ড ভেঙে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। জলনিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা মেরামত, জঞ্জাল সাফাই থেকে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য ছোটাছুটি করতে হচ্ছে বরো অফিসে। হয়রানি রুখতে জুনে মিত্র সম্মিলনীতে নাগরিক কনভেনশন করেছিল বামেরা। পুর প্রশাসক আর বিমলার কাছে দেওয়া হয়েছিল স্মারকলিপি। এবার আন্দোলন আরও জোরালো করতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সম্মেলনের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। বুধবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। সমনের কথায়, ‘মানুষের পাশে থেকে আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

প্রয়োজনে কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে আর অভিযোগ জানানো যাচ্ছে না। শহরের এই বেহাল দশা নিয়ে সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা মুন্সি নুরুল ইসলাম বলেন, ‘সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে দ্রুত নির্বাচন করা উচিত। কাউন্সিলার ফান্ড থেকে এলাকার অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করা হত, সেগুলিও বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এমনকি শহরের রাস্তা থেকে নিকাশিনালা বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকলেও তা দেখার কেউ নেই। এ ব্যাপারে প্রশাসকের দ্বারস্থ হওয়ার পরেও সমস্যা মেটেনি।’

> **সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে দ্রুত নির্বাচন করা উচিত।**
>
> **মুন্সি নুরুল ইসলাম**

রাস্তা মেরামতের অভাবে বর্ষায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘রাস্তা মেরামতের কোনও কাজ না হওয়ার জন্য প্রায়শই দুর্ঘটনার খবর শোনা যায়। এছাড়াও নিকাশিনালা ঠিকমতো পরিষ্কার না হওয়ায় নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের সমস্যা তুলে ধরে এই প্রতিবাদ আরও জোরালো করতে প্রত্যেক ওয়ার্ডে নাগরিক সম্মেলন আমরা করব।’

শিলিগুড়ির মেয়র পদ থেকে গৌতম দেব ইস্তফা দেওয়ার পর থেকেই আন্দোলনে নেমেছে বামেরা। চলতি সপ্তাহ থেকেই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বসে বাসিন্দাদের ক্ষোভের কথা শুনবে সিপিএম। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পুর কমিশনারের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ স্মারকলিপি পেশ করা হবে।

জনগণনার কাজ শুরু অগাস্টে

মন্ত্রী সহ প্রাক্তনদের বাড়ি যাবে দল

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : অগাস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে জনগণনার কাজ শুরু হবে। ১ থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত সেল্ফ এনুমারেশন অর্থাৎ ‘স্ব-গণনা’র কাজ চলবে। অগাস্ট মাসের ১ তারিখ থেকে সাধারণ মানুষ জনগণনা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করতে পারবেন। সেল্ফ এনুমারেশন চলাকালীন রাজ্যের মন্ত্রী শংকর ঘোষের বাড়িতে যাবেন এনুমারেটর সহ জনগণনার কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা। সেল্ফ এনুমারেশনে মানুষের আগ্রহ বাড়াতে এই পদক্ষেপ করা হবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে। শংকরের পাশাপাশি অশোক ভট্টাচার্য, গৌতম দেব সহ শহরের চার প্রাক্তন মেয়রের বাড়িতেও যাবেন এনুমারেটররা।

মানুষের সুবিধার্থে পুরনিগমে বিশেষ সেল চালু করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি পুরনিগমের অন্তর্গত পাঁচটি বরোর কার্যালয়ে গিয়েও মানুষ সেল্ফ এনুমারেশনের বিষয়ে জানতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, ‘জনগণনার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এবার এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।’ জনগণনার কাজ সম্পন্ন করতে পুরনিগমের তরফে চার্জ লেভেল অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ পর্ব তিনদিন চলবে বলে পুর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে।

- জনগণনার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডকে প্রায় ১২০০টি এনুমারেশন ব্লকে বিভক্ত করা হবে
- প্রতিটি এনুমারেশন ব্লকের দায়িত্বে একজন করে এনুমারেটর থাকবেন
- বৃহস্পতিবার থেকে এনুমারেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে

পুরনিগম সূত্রে খবর, এনুমারেটর হিসেবে শিক্ষকদের পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশাকর্মী ও নির্মল সাথীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক এনুমারেটরকে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে সেন্সাস কর্তাদের দাবি, প্রতিটি পরিবারের তথ্যই সুরক্ষিত থাকবে।

জনগণনার কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডকে প্রায় ১২০০টি এনুমারেশন ব্লকে বিভক্ত করা হবে। প্রতিটি এনুমারেশন ব্লকের দায়িত্বে একজন করে এনুমারেটর থাকবেন। এনুমারেটরদের কাজের দেখভাল করবেন সুপারভাইজাররা। একজন সুপারভাইজার ৬ জন এনুমারেটরের কাজ পর্যালোচনা করবেন। এরপর পর্যায়ক্রমে অ্যাডিশনাল চার্জ অফিসার এবং চার্জ অফিসাররা দায়িত্বে থাকবেন। তাঁদের নজরদারিতে অগাস্ট মাসের ১৬ তারিখ থেকে এনুমারেটররা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবেন। মোট ৩৪টি প্রশ্ন সংবলিত কোয়েসচেনিয়ার বা প্রশ্নমালা নিয়ে তাঁরা শহরের প্রতিটি বাড়িতে যাবেন। সেইসঙ্গে ইনস্টিটিউশনাল হাউস হোল্ড অর্থাৎ সংশোধনাগার, অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রমেও পৌঁছাবেন। রাজ্যের নির্দেশ অনুযায়ী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জনগণনার কাজ শেষ করতে হবে। যদিও পুরকর্তারা দাবি করছেন, সেপ্টেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যেই সমস্ত কাজ শেষ করা হবে।

নামচি বিপর্যয়ের রেশ সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে ● প্রকৃতিকে উপেক্ষার মাশুল

সুরক্ষাবিধি বাঁধল কেন্দ্র

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : নামচি বিপর্যয়ে বিশেষ সতর্কতা সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে। বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে টানেল তৈরি এবং টানেলের ভিতর যাবতীয় কাজের ক্ষেত্রে। নির্মীয়মাণ রেলপ্রকল্পটির ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা নিতে হবে, তা নিয়ে এক নির্দেশিকায় স্পষ্ট করে দিয়েছে রেলমন্ত্রক। এখন পর্যন্ত শ্রমিক ও কর্মীদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের (ইরকন) কাছে জানতে চেয়েছে নয়াদিল্লি। এমন নির্দেশ আসার পরই বুধবার থেকে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইরকনের প্রকল্প অধিকর্তা মহিন্দর সিংয়ের বক্তব্য, 'আমাদের তরফে নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিটি শর্ত মেনে চলা হচ্ছে। টানেল তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা ও নজরদারি থাকে। তবে সিকিমের ঘটনার পর আরও বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

শুরু হয়েছে রংপো স্টেশন নির্মাণ।

টানেল তৈরির ক্ষেত্রে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। '২১ সালের জুন মাসে রংপো থেকে ২০ কিলোমিটার দূরের ভালুখোলায় ভারী বর্ষণের জেরে ভূমিধস হওয়ায় দুই শ্রমিকের মৃত্যুর পাশাপাশি পাঁচজন জখম হয়েছিলেন। '২৩ সালের এপ্রিল মাসে ভালুখোলাতেই টানেলের কাজ করার সময় বোল্ডার আছড়ে পড়ায় মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের এবং জখম হন আরও দুই শ্রমিক। এ ছাড়াও একাধিক ঘটনায় রেলপ্রকল্পটিতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পর্যায়ক্রমে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজর দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে। কিন্তু ন্যাশনাল হাইড্রো ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনএইচপিসি) প্রকল্পের কাজ চলাকালীন নামচির সামারদুংয়ে যেভাবে শ্রমিকরা মারা গিয়েছেন, তা দেখে আরও সতর্ক থাকতে চাইছে রেল। যে কারণে ইরকনকে অতি সতর্ক থাকার নয়া নির্দেশ।

নয়াদিল্লির তরফ থেকে ইরকনকে যে সতর্কতামূলক নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ডিপ টানেল বা ভূগর্ভস্থ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরির ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন সিস্টেম চালু রাখা, অক্সিজেনের মাত্রা কতটা রয়েছে তা নির্দিষ্টভাবে এক ঘণ্টা অন্তর পরিমাপ করা এবং টানেলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইন্টারকম টেলিফোন ব্যবস্থার পাশাপাশি অটোমেটেড অ্যালার্ম সিস্টেম কার্যকর করা। যাতে টানেল বা সুড়ঙ্গের মধ্যে কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের পাশাপাশি জরুরি অবস্থায় শ্রমিকদের উদ্ধারকাজ দ্রুততিতে করা সম্ভব হয়। ইরকন সূত্রে খবর, প্রতিটি টানেল তৈরির ক্ষেত্রে ভেন্টিলেশন সিস্টেম কার্যকর করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপ করা হলেও, এখন থেকে এক ঘণ্টা অন্তর তা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরকন। টানেলের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সেন্সর কার্যকরের পাশাপাশি গ্যাস ডিটেক্টর রাখছে ইরকন। কিন্তু দিল্লির নির্দেশ পেয়ে ইন্টারকম এবং অটোমেটেড অ্যালার্ম ব্যবস্থায় জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৪টি টানেলের প্রকল্পটিতে এখন বাকি শুধু তারখোলায় ১০ নম্বর টানেল তৈরির কাজ। ওই টানেলটির ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যবস্থা কার্যকর করবে ইরকন। সংস্থার প্রকল্প অধিকর্তা বলছেন, 'সেফটি প্রোটোকল এবং ইমার্জেন্সি প্রিপারেশনে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

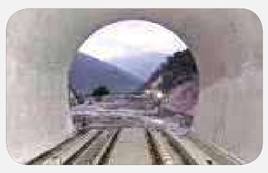

- ■ অনুটানেল তৈরির ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন সিস্টেম রাখার পাশাপাশি এক ঘণ্টা অন্তর অক্সিজেনের মাত্রা পরিমাপের নির্দেশ
- ■ অটোমেটেড অ্যালার্ম সিস্টেম কার্যকর করতে হবে
- ■ ১৪টি টানেলের রেলপ্রকল্পটিতে শুধু একটি টানেল তৈরির কাজ বাকি, আগামী বছরের ডিসেম্বরে চলতে পারে ট্রেন

সুড়ঙ্গ বিপর্যয়ের ঘটনায় চ্যালেঞ্জের মুখে উদ্ধার কাজ। বুধবার সিকিমের নামচিতে। ছবি : বুদ্ধা কর

একের পর এক প্রকল্পে বিপদ তিস্তায়

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : তিস্তাকে কেন্দ্র করে একের পর এক জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তোলার ছাড়পত্র নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল আগেই। নামচি টানেল বিপর্যয়ের পর বড় হয়ে উঠল প্রকৃতিকে উপেক্ষা করার বিষয়টি। টানেল বিপর্যয়ে এখনও পর্যন্ত ১৩ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। সংখ্যা বৃদ্ধির আশঙ্কাও রয়েছে। মূলত মিথেন গ্যাসের প্রভাবে একের পর এক প্রাণ চলে গেলেও, ঘটনার মূলে রয়েছে ভূমিধস। যে কারণেই পাহাড়ি অঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে সুড়ঙ্গ, নদীবাঁধ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের পরিবেশগত নিরাপত্তা নিয়ে ফের চরম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। একইসঙ্গে তিস্তা নদীর ওপর সমস্ত বড় প্রকল্পের নিরপেক্ষ পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ইআইএ) এবং পরিবেশের বহনক্ষমতা মেনে স্থায়ী নীতি গ্রহণের দাবি জোরদার হচ্ছে। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে কেবল কংক্রিটের পরিকাঠামো গড়ে তোলার আত্মঘাতী প্রবণতা নিয়েই সরব হয়েছেন পরিবেশবিদ ও ভূ-বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক রঞ্জন রায়ের বক্তব্য, 'উন্নয়ন স্তব্ধ হওয়ার কথা নয়। তবে উন্নয়ন করতে গিয়ে যদি পরিবেশ ধ্বংস করা হয়, তবে তার কোনও সার্থকতা থাকে না। এক্ষেত্রে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল, যা দুর্ঘটনার পর স্পষ্ট হচ্ছে।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু মনে করেন, 'সিকিম ও হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চল ভূতাত্ত্বিকভাবে অত্যন্ত অস্থির, ভঙ্গুর ও ধসপ্রবণ। এরই মধ্যে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ ও নির্মাণের জন্য কয়েক হাজার গাছ কাটা পড়েছে, দার্জিলিং ও সিকিমজুড়ে তৈরি হয়েছে ঘন জনবসতি এবং চলছে অপরিকল্পিত নির্মাণ। কিন্তু পরিবেশগতভাবে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, তার যথাযথ সমীক্ষা হয়নি। তাঁর বক্তব্য, 'পরিবেশবান্ধব শক্তির জন্য জলবিদ্যুৎ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তার মূল্য যদি নিরীহ মানুষের প্রাণ ও পরিবেশ ধ্বংসের মাধ্যমে মেটাতে হয়, তবে সেই উন্নয়নের রূপরেখা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি।'

> উন্নয়ন স্তব্ধ হওয়ার কথা নয়। তবে উন্নয়ন করতে গিয়ে যদি পরিবেশ ধ্বংস করা হয়, তবে তার কোনও সার্থকতা থাকে না।
>
> **রঞ্জন রায়** অধ্যাপক
> উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ভূতত্ত্ববিদদের মতে, উত্তর-পূর্ব ভারতের এই ভূখণ্ডটি তীব্র ভূমিকম্পপ্রবণ। ভূ-বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতে, দুর্বল পাহাড়ে বিস্ফোরক দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করার প্রবণতায় পাহাড়ি বাঁধন আলগা হয়ে পড়ছে। বারবার ধস নামছে। পাশাপাশি, সুনির্দিষ্ট পরীক্ষানিরীক্ষা না করে কাজ করার ফলে সুড়ঙ্গে মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি আগে থেকে টের পাওয়া যায়নি বলেও মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, নদীকে কৃত্রিমভাবে সুড়ঙ্গে আটকে রাখার ফলে নদীর তলদেশ ও সংলগ্ন বাস্তুতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। অতিবৃষ্টি ও গ্লেসিয়ার লেক বিপর্যয়ের আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন-দিন।

মিরিক কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক শেরাপ ভুটিয়া বলছেন, 'তিস্তা সমতলের কোনও সাধারণ নদী নয়, এটি একটি জীবন্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া। একের পর এক বাঁধ দিয়ে এর গতি রুদ্ধ করার অর্থই হল বড় বিপর্যয়কে ডেকে আনা।' সিকিমের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় এই ধরনের বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের আরও অনেক বেশি সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত বলে মনে করছেন তিনি।

যৌন নির্যাতন

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : বুধবার সকালে হন্তদন্ত হয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে আসেন এক তরুণী। তরুণীর শারীরিক পরিস্থিতি দেখে সন্দেহ হয় চিকিৎসকের। কী হয়েছে প্রশ্ন করতে তরুণী জানান, তাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। এরপরেই চিকিৎসকের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা হাসপাতালে হাজির হয় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। তরুণী তখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তরুণীর অভিযোগ, পরিচিত দুই বন্ধু তার সঙ্গে এমনটা করেছেন। তরুণীর মেডিকেল পরীক্ষাও করা হয়। পুরো বিষয়টি শোনার পর অভিযুক্ত দুই বন্ধুর খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। সকালেই পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এলাকা থেকেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধৃত ওই তরুণের নাম বিশাল ঘোষ ও রাজেশ দাস। তাঁরা এনজেপি থানা এলাকার বাসিন্দা। দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বর সহ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা শহরে। পরে ওই তরুণীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এদিন তাঁকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়নি। তবে বৃহস্পতিবার তাঁর শরীর কিছুটা সুস্থ হলে পুলিশ ফের বয়ান নেবে।

টয়ট্রেন চালু

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : এক মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর আবার পাহাড়ি পথে চাকা গড়াল টয়ট্রেনের। টানা বৃষ্টি এবং ধসের কারণে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা দীর্ঘদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল। অবশেষে লাইন সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ায় মঙ্গলবার থেকে স্বাভাবিকভাবে টয়ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। আবার টয়ট্রেনে চড়েই দার্জিলিং পৌঁছাতে পেরে খুশি পর্যটকরা। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের বেশ কিছু জায়গায় ধস নামায় রেল ট্র্যাকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে সাময়িকভাবে লং রুটে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর রেলের ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলো সংস্কারের কাজ করেন। ট্রায়াল রান সফল হওয়ার পর মঙ্গলবার সকালে এনজেপি স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ফের পরিষেবা চালু হয় টয়ট্রেনের।

নতুন সিইও

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : নীতি আয়োগের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার পদে প্রবীণ আমলা অনুরাগ জৈনকে নিয়োগ করল কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার সন্ধেয় এখবর ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের কর্মীবর্গমন্ত্রক এবং নিয়োগ বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি। ১৯৮৯ ব্যাচের মধ্যপ্রদেশ ক্যাডারের আইএএস আধিকারিক অনুরাগ, নীতি আয়োগের সিইও পদে পূর্বসূরি ভিবিআর সুব্রহ্মণ্যমের জায়গা নেবেন। এছাড়া রাজীব গৌবা, অধ্যাপক ভিবি রাজু, অধ্যাপক অভয় কারান্ডিকার, অধ্যাপক গোবর্ধন দাস এবং ডঃ এম শ্রীনিবাসকে নীতি আয়োগের পূর্ণ সময়ের সদস্য ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। এর সঙ্গে আয়োগের তরফে 'বিনিয়োগ বান্ধব সূচক ২০২৬' প্রকাশ করা হয়। শীর্ষে রয়েছে গুজরাট।

গ্রেপ্তার পাঁচ

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : পাঁচ দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানা। ধৃতরা হল মনোজিৎ রায়, অনিল রায়, সমীর বর্মন, রনি দাস ও পাপাই দাস। পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে কয়েকজন দুষ্কৃতী পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস এলাকায় জড়ো হয়েছে। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে।

ধৃত হিপ্পি

কোচবিহার ও বাগডোগরা, ২২ জুলাই : কলকাতায় ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দর এলাকা থেকে পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর হাতে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কোচবিহার জেলা সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)। বুধবার দুপুরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নগেনের বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

এখন পুলিশ যদি কঠোর পদক্ষেপ না করে তাহলে আমরা বড় আন্দোলনে নামব।'

এদিন কোচবিহার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষোভ উগরে দেন নেতাজিপ্রেমীরাও। তাঁদের তরফে বিতান চক্রবর্তী বলেছেন, 'নেতাজির জন্যই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। আর নগেন রায় সেই নেতাজিকেই অপমান করছেন। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে পড়ে অনেকেই প্রতিবাদে নামতে ভয় পাচ্ছেন। নগেন রায়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' নগেন রায় কীভাবে প্রাসাদোপম বাড়ি বানালেন এবং তাঁর মহারাজ পরিচয়ের বৈধতা নিয়েও তদন্তের দাবি উঠেছে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফেও নগেনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। সংগঠনের সহ সম্পাদক সুবীর সরকার একটি প্রেস বিবৃতি দিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে নগেনের সাংসদ পদ খারিজের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দায়ের হওয়া অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রাজি কেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

তাঁর বক্তব্য, ছাত্রদের সব উদ্বেগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংসদই উপযুক্ত মঞ্চ, রাস্তা নয়। আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎপ্রকাশ নাড্ডা বলেন, 'এটা আমরা-ওরা বিষয় নয়। অভিযোগ, পালটা অভিযোগের বাইরে আসতে চাই। আমরা আলোচনায় রাজি। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। সংসদে আলোচনা হোক। কতক্ষণ আলোচনা হবে, বিরোধীরা ঠিক করুক।' তিনি সোনমের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। আপ, আরজেডি, জেএমএম-এর কয়েকজন সাংসদও সোনমের সঙ্গে দেখা করতে যান। যদিও পুলিশ তাঁদের অনুমতি দিতে অস্বীকার করে।

বিএড কলেজ নিয়ে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : আলিপুরদুয়ার বিএড ট্রেনিং কলেজের জমি ও সম্পত্তি বেআইনিভাবে বিক্রি এবং আর্থিক দুর্নীতির মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ওই মামলায় একাধিক বিতর্কে জড়িয়েছিলেন জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের প্রাক্তন অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরী। সার্কিট বেঞ্চের নির্দেশে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় মামলা রুজু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন জয়জিৎ। ২০ জুলাই ওই মামলার শুনানি হয়। পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সার্কিট বেঞ্চের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিপুল এম পাঞ্চলির ডিভিশন বেঞ্চ। পরবর্তী শুনানি পর্যন্ত আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও বলপ্রয়োগমূলক বা কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না বলেও মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

কলেজ ইস্যুতে ২০২২ সালের ১৭ মে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে জয়জিৎ সহ অন্যদের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন জনৈক সজল সরকার। তারপরও কোনও পদক্ষেপ হয়নি। এরপর সজল জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেন। ২ জুলাই সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ সজলের অভিযোগ নিয়ে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় উষ্মা প্রকাশ করেন। বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, ২০২২ সালের মে মাসে পুলিশ সুপারের কাছে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা অবিলম্বে রিপোর্ট আকারে জমা দিতে হবে। রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপারের কাছ থেকে ওই সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ করে পরবর্তী সার্কিট বেঞ্চের শুনানিতে পেশ করার জন্য।

এরপরেই নড়েচড়ে বসে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। ১৪ জুলাই সজলকে নোটিশ দিয়ে নথিপত্র সহ আলিপুরদুয়ার থানায় ডাকে পুলিশ। সেগুলো খতিয়ে দেখে অভিযোগের ৪ বছর পর ১৬ জুলাই জয়জিৎ সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৯, ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১ এবং ১২০-বি ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই সেই রিপোর্ট সার্কিট বেঞ্চে জমা হয়েছে বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্র। জয়জিৎ বলেন, 'আইন মেনেই আলিপুরদুয়ার বিএড কলেজের মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনেই পরবর্তী পদক্ষেপ করব।'

খরচ চা-খাবারে

প্রথম পাতার পর

একশো শতাংশের বেশি খরচ করে ফেলেছে।

অন্যদিকে, জালাস নিজামতারা, খড়িবাড়ি পানিশালি, ঘোষপুকুর এবং বিধাননগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত নিজস্ব তহবিলের এক টাকাও উন্নয়ন খাতে খরচ করেনি। অথচ নিজস্ব তহবিলে ২০২৫-'২৬-এ জালাসের ছিল ১৭ লক্ষ, খড়িবাড়ি ১২ লক্ষ, ঘোষপুকুর ১৩ লক্ষ এবং বিধাননগর-১ ৪৫ লক্ষ টাকা। ফলে সেই টাকার খরচ কীভাবে হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের একাংশ যুক্তি দিচ্ছে, তাদের নিজস্ব তহবিলের পরিমাণ অনেকটা কম। সেই টাকা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মজুরি দিতেই শেষ হয়। উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ধরার মতো টাকা থাকে না। বিজেপির দাবি, একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে খুব বেশি সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক কর্মী থাকেন না। তাঁদের সকলের মজুরিও আহামরি বেশি নয়।

এদিকে, নিজস্ব তহবিলের ৫০ শতাংশ উন্নয়ন খাতে খরচ না করলে অডিটে নম্বর কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে পরবর্তীতে সরকারি বরাদ্দ কমতে পারে।

হেটমুড়ি সিংহীঝোরার পঞ্চায়েত প্রধান জগন্নাথ রায়ের দাবি, 'নিজস্ব তহবিলের টাকা হিসেব করে খরচ হয়েছে।' চম্পাসারি পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা বলছেন, 'নিজস্ব তহবিলে সঞ্চিত অর্থের থেকেও বেশি অঙ্ক উন্নয়ন খাতে খরচ করেছি আমরা।'

উলটো দিকে ঘোষপুকুরের প্রধান জন কিন্ড যুক্তি দিচ্ছেন, 'অনেক সময় উন্নয়ন খাতে খরচ করার মতো টাকা থাকে না পঞ্চায়েতগুলির হাতে।'

পানশালা

প্রথম পাতার পর

'মেনু কার্ডে এসব কিছু থাকে না। আপনি বলুন কোনটা লাগবে? আমি রেট বলে দিচ্ছি।' কিন্তু মদের আদতে কি কোনও লাইসেন্স রয়েছে? প্রশ্ন করতেই মুখে হাসি দিয়ে চলে গেলেন ওই ওয়েটার। বলে গেলেন, 'আপনার খাবার কিছু লাগলে মেনু কার্ড দিয়ে দিচ্ছি।'

এক রেস্তোরাঁ ম্যানেজার সিমন লেপচার কথায়, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে আনন্দ করতে আসে। সবাই একটু ড্রিংক করতে চায়। ব্যবস্থা না করে দিতে পারলে লোকজন আসবে না। আর পকেটে করে কারা কী নিয়ে আসছে, সেই দায়িত্ব আমাদের নয়।'

সুড়ঙ্গে জীবনের আশা ক্ষীণ

প্রথম পাতার পর

গ্রাসমোড় চা বাগানের ২ নম্বর লাইনের আনন্দ টোপনো ও সুখানিবস্তির মনমোহনধুরার অর্জুন সাঁওতাল, মেটেলির নাগেশ্বরী চা বাগানের অমিতলাল গোর, কিলকোট চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনের গ্যাব্রিয়েল টিগ্গা ও শিবা ওরাওঁ, তেলিপাড়া চা বাগানের বাসা লাইনের (বৈবাহিক সূত্রে মেটেলি চা বাগানে থাকতেন) আদেশ ওরাওঁ ও আলিপুরদুয়ারের হরিনাথপুরের বাগানবাড়ির টুটান দাস। শুধু কিলকোট চা বাগান থেকেই সুড়ঙ্গে দুর্ঘটনার বলি এখনও পর্যন্ত তিনজন।

উদ্ধারকারীদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, সুড়ঙ্গের ভিতরে কোথাও হাঁটু, আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত জল রয়েছে। পাশাপাশি কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে। উদ্ধারকারীরা নিজেদের সুরক্ষায় যে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করছেন সেই অক্সিজেন খুব বেশি হলে এক ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করছে। অন্যদিকে, ঘটনাস্থলে বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ ও ধোঁয়া এখনও রয়েছে। ফলে উদ্ধারকাজ চালানো কঠিন হয়ে উঠছে। এনডিআরএফ-এর ডেপুটি কমান্ডান্ট পদমর্যাদার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ভিতরে সাতটি দেহ চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু জলকাদার জন্য সেগুলি উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিনই জাতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদক সংস্থা ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশনের (এনএইচপিসি) তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে মৃতদের পরিবারপিছু পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

গত সোমবার দুপুরে দক্ষিণ সিকিমের নামচি জেলার সামারদুংয়ে এনএইচপিসির নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গে কয়েক কিলোমিটার ভিতরে দুর্ঘটনায় ২৫ জন শ্রমিক আটকে পড়েন। এনএইচপিসির দাবি, সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময় আচমকা মিথেন গ্যাস বিস্ফোরণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিষাক্ত মিথেন গ্যাসে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এনডিআরএফ, ইসিএল সহ একাধিক উদ্ধারকারী দল শ্রমিকদের উদ্ধারে কাজে নেমেছে।

এদিন সুড়ঙ্গের বাইরে শ্রমিকদের পরিবারগুলিকে গভীর উৎকণ্ঠায় বসে থাকতে দেখা গিয়েছে। সুড়ঙ্গ থেকে অ্যাম্বুল্যান্স বেরিয়ে আসার শব্দ পেলেই পরিবারগুলি সামনে ভিড় করছে। এই ভিড়ের মাঝেই বাবলু সাহু নামে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা এক তরুণ জানান যে, তাঁর পরিবারের তিনজন সদস্য সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। বাবলুও দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই সুড়ঙ্গ নির্মাণের কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'সোমবার দুপুরে আমি খাবার দিতে সুড়ঙ্গের ভিতরে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার সময় প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাই। আমার মাথায় কিছু এসে আঘাত করে। আমি পিছন ফিরে তাকাই। দেখি যে, চারদিকে ধোঁয়া। অনেকে চিৎকার করছে। আমি আতঙ্কে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে আসি।' সুড়ঙ্গে তাঁর বাবা, দাদা সহ পরিবারের তিনজন আটকে রয়েছেন। তাঁরা কী অবস্থায় রয়েছেন, আদৌ বেঁচে আছেন কি না, সেই দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বাবলু। তাঁর কথায়, 'বিস্ফোরণ এবং ধোঁয়ার ছবি বারবার মনে আসছে। রাতে ঘুমোতেও পারছি না।'

বুধবার থেকে ঘটনাস্থলে ছিলেন রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা ও জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল। এদিন বিকেলে পুনা বলেন, 'হৃদয়বিদারক ঘটনা। মৃতদেহগুলি সরকারি উদ্যোগে নিয়ে আসা হচ্ছে।' মনোজ বলেন, 'নামচি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর এক এক করে দেহ আসছে। নাগরাকাটা ও মেটেলি এলাকা মিলিয়ে মৃত ৯ জনের দেহই আনা হবে। পরিবারগুলির পাশে আমরা রয়েছি।' বুধবার কিলকোট চা বাগানের ১১ নম্বর লাইনে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে পৃথকভাবে দেখা করতে যায় বিজেপি এবং সিপিএমের প্রতিনিধিদল। প্রথমে সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক পীযূষ মিশ্রের নেতৃত্বে কৃষকসভা ও চা শ্রমিক সংগঠনের নেতারা মৃতদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

বিকেলে বিজেপির প্রতিনিধিদল কিলকোটের ১১ নম্বর লাইনের মৃত বিকেশ্বর ওরাওঁ ও শিবা লোহারের পরিবারের সঙ্গে কথা বলে। সরকার পরিবারগুলির পাশে রয়েছে বলে আশ্বাস দিয়ে আসে। বিজেপির প্রতিনিধিদলে থাকা মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা বলেন, 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। মৃতদেহগুলি সরকারের তরফে বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

সাম্প্রতিক ট্রলারডুবি এবং সিকিমের সুড়ঙ্গ দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের জন্য বুধবার আর্থিক সাহায্য ও পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় তিনি জানান, প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং পরিবারের একজনকে স্থানীয় থানায় সিভিক ভলান্টিয়ার পদে চাকরি দেওয়া হবে।

তৃণমূল জমানার এজেন্সি প্রথা প্রত্যাহারের দাবি

শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : স্কিল এডুকেশনে তৃণমূল জমানায় তৈরি 'এজেন্সি প্রথা'র অবসানের দাবিতে এবার বিধানসভায় সরব হলেন ডোমকলের বিধায়ক মুস্তাফিজুর রহমান। পাশাপাশি, বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যের মতো স্কুলের ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অধীন আনার দাবিও তুলেছেন সিপিএম বিধায়ক। জুলাইয়ের গোড়ায় স্কুলের ভোকেশনাল শিক্ষায় 'এজেন্সি প্রথা' অবসানের দাবিতে ইউনাইটেড ডব্লিউবিএনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে উত্তরকন্যা অভিযান করা হয়েছিল। কিন্তু, সবকিছুর পরও কেন রাজ্যের নতুন সরকার ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না, প্রশ্ন তোলা হয়েছে শিক্ষক সংগঠনের তরফে। এরপরই বিষয়টি বিধানসভায় তুলে ধরার জন্য সংগঠনের শিক্ষকরা ডোমকলের বিধায়কের দ্বারস্থ হন।

মঙ্গলবার বিধানসভায় ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরব হন মুস্তাফিজুর। বিধায়ক বলেন, 'বিজেপি শাসিত অনেক রাজ্যে ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরাসরি শিক্ষা দপ্তরের অধীন এনে সরকারি কাঠামোয় শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই রাজ্য ব্যতিক্রম। এজেন্সির বদলে সরকারিভাবে স্কুলের ভোকেশনাল শিক্ষা পরিচালিত হলে সরকারের টাকা সাশ্রয় হবে। উচ্চমানের ভোকেশনাল শিক্ষা এই শতাব্দীর দাবি।' শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মনের সঙ্গে দেখা করে ভোকেশনাল শিক্ষার বিষয়টি তুলে ধরবেন।

বিগত সরকারের আমলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত স্কিল এডুকেশনের বিষয়টি স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আওতা থেকে সরিয়ে কারিগরি দপ্তরের অধীন আনা হয়। কারিগরি দপ্তর বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে স্কিল এডুকেশন পরিচালনা করে এসেছে। আর সেখানেই ব্যাপক আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগ। গত ১৩ বছরে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি হয়নি বলেও দাবি। অভিযোগ, তৃণমূল আমলে বইয়ের জন্য বরাদ্দ টাকা লুটপাট চলেছে। এমনকি সাত বছর ধরে ছাত্রছাত্রীরা স্কিল শিক্ষার বই হাতে পায়নি। বই ছাড়াই পড়ুয়ারা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে বলে সংগঠনের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী রাজ্যে এখন প্রায় ৩,১১০ জন স্কিল এডুকেশনের শিক্ষক রয়েছেন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে মেইন স্ট্রিম বিষয় হিসাবে পড়ুয়ারা কারিগরি শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করে। ইউনাইটেড ডব্লিউবিএনএসকিউএফ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি নিরুপম কোলে বলেন, 'ডোমকলের বিধায়ককে আমরা ধন্যবাদ, ভোকেশনাল শিক্ষাকে বাঁচাতে বিষয়টি বিধানসভায় তুলে ধরার জন্য। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করেছি। তৃণমূল জমানায় স্কুল শিক্ষা দপ্তরের বদলে কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে এজেন্সির হাত ঘুরে স্কিল এডুকেশন চলেছে। সরকারি টাকা নয়ছয় করা হয়েছে।'

একদিনে সাসপেন্ড কল্যাণ-কুণাল

প্রথম পাতার পর

যদিও পরিষদীয়মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সরিয়ে দেন। কিন্তু কুণালকে নিরস্ত করা যায়নি। বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন বসু তাঁকে বারবার নিজের আসনে গিয়ে বসার অনুরোধ করলেও তিনি তাতে কান দেননি। অধ্যক্ষকে একসময় বলতে শোনা যায়, 'কুণালবাবু আপনি নিজের আসনে না বসলে আপনাকে বের করে দিতে বাধ্য হব।' তখনও কুণাল দাঁড়িয়ে থাকেন আখরুজ্জমান, ঋতব্রতদের সামনে।

শেষপর্যন্ত অধ্যক্ষ নির্দেশ দেওয়ায় বিধানসভার মার্শালরা কুণালকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে প্রবল ধস্তাধস্তি হয়। কুণাল পড়ে যান। তখন তাঁকে পাঁজাকোলা করে তুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে বেলেঘাটার বিধায়ককে গোটা অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করার প্রস্তাব দেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুধু বুধবারের জন্য সাসপেন্ড করার সুপারিশ করেন। তাঁর বক্তব্য মেনে নেন বিধানসভার অধ্যক্ষ।

লোকসভায় কুণালকে সাসপেন্ড করার তীব্র বিরোধিতা করে মমতাপন্থী শিবির। দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'একতরফা অভিযোগ শুনে সাসপেন্ড করা হয়েছে। যা উচিত হয়নি।' তিনি জানান, অভিযোগ ওঠার সময় সংসদের কাজ চলছিল না। অধ্যক্ষও নিজের আসনে ছিলেন না। কল্যাণ দাবি করেন, তিনি কাউকে অসম্মান করেননি। তাঁর ভাষায়, 'আমি যদি কোনও বাজে কথা বলে থাকি, তবে লিখিতভাবে জানানো হোক।'

সাসপেন্ড হওয়ার সময় আইনজীবী-সাংসদ বলতে বলতে যান, 'দরকারে বাইরে থাকব, কিন্তু বেইমানদের সামনে মাথা নত করব না।' পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'কাল থেকে সংসদে এসে বাইরে বসে থাকব। বেইমানদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।' আরামবাগের সাংসদ মিতালির অভিযোগ, 'আমাকে নীচু জাতের মেয়ে বলে অপমান করা হয়েছে।' এনসিপিআইয়ের মুখ্য সচেতক কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'এরকম ঘটনা নতুন নয়। বিশেষ করে মহিলা সাংসদদের গালাগালি দেন।'

বিধানসভায় কুণালের নাম উচ্চারণ না করে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় তিনি বলেন, 'অসভ্যতার একটা সীমা থাকে। আমরাও বিরোধী আসনে ছিলাম। কিন্তু এই অসভ্যতা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এগুলো বরদাস্ত করা যায় না।' পরে পুরো অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করে 'ওঁকে বিখ্যাত করার দরকার নেই' বলে মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেন। মমতাপন্থী বিধায়কদের বলতে দেওয়া হচ্ছে না বলে কুণালের অভিযোগ থেকে বুধবার গোলমালের সূত্রপাত।

পরে বিধানসভার বাইরে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে কুণাল দাবি করেন, 'জাভেদ খান আমাকে বলেছেন, আপনি এদিকে (ঋতব্রত শিবিরে) চলে আসুন। আপনি বলার সুযোগ পাবেন।' বেলেঘাটার বিধায়কের কথায়, 'এটা কোন কথা হল!' বিরোধী দলের মর্যাদা ঋতব্রত শিবির পাওয়ায় মমতাপন্থী বিধায়কদের বিধানসভায় বলার সুযোগ পাওয়া অনেকটাই নির্ভর করছে ওই শিবিরের ওপর। তাতেই বিরোধ বাধছে।

লোকসভা ও বিধানসভায় তৃণমূলের এই বিবাদ সহজে মেটার নয়।

অতীত ভুলে নয়া শুরুর ডাক শ্রেয়সের

সিরিজ শুরুর আগে ফোটোসেশনে দুই অধিনায়ক- সিকান্দার রাজা (বাঁয়ে) ও শ্রেয়স আইয়ার।

হারারে, ২২ জুলাই : শুরুতেই ধাক্কা। জোর কা ঝটকা বললেও ভুল হবে না।

আইপিএলে দুর্দান্ত সাফল্যের পর সূর্যকুমার যাদবের বদলে শ্রেয়স আইয়ারের হাতে জাতীয় টি২০ দলের নেতৃত্ব তুলে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আর শুরুতেই শ্রেয়সের ভারত মুখ থুবড়ে পড়েছে।

৭ ম্যাচ, ৬ হার। একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া। বিলেতের মাটিতে সেদিন ম্যাচটা শেষপর্যন্ত হলে টিম ইন্ডিয়া জিততে পারত কিনা, তা নিয়ে বিস্তর সংশয় রয়েছে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে

প্রথম ওডিআই আজ

জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত

সময় : বিকাল ৪.৩০ মিনিট
স্থান : হারারে
সম্প্রচার : ইউনাইট৮ স্পোর্টস চ্যানেল ও ফ্যানকোড অ্যাপ

টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশের পর টিম ইন্ডিয়া এখন জিম্বাবোয়েতে। বৃহস্পতিবার থেকে সিকান্দার রাজার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ। প্রথম ম্যাচের আগে রীতিমতো চাপে ভারত। সৌজন্যে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মাটিতে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা ও লজ্জা। যা জিম্বাবোয়ে সিরিজেও তাড়া করছে শ্রেয়সদের। এমন অবস্থায় আজ দুপুরে হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে অনুশীলনের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে অধিনায়ক শ্রেয়স অতীত ভুলে নয়া শুরুর ডাক দিয়েছেন। সতীর্থদের আরও সতর্ক হয়ে খেলার পাশাপাশি বাড়তি দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বানের কথাও শোনা গিয়েছে অধিনায়ক শ্রেয়সের মুখে। অধিনায়ক শ্রেয়স বলেছেন, 'দ্রুত আমাদের পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। সবাইকে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে মাঠে সেরাটা দিতে হবে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজে যাই হয়ে থাকুক না কেন, সেটা এখন অতীত। সেই অতীত ভুলে আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে।'

রিঙ্কু সিং ফিরছেন। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে জোরে বোলার মায়াঙ্ক যাদবও ফিরছেন ভারতীয় দলে। ওপেনিংয়ে বৈভব সূর্যবংশী ও অভিষেক শর্মার জুটির উপরই ভরসা রাখছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গত ফেব্রুয়ারি মাসে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালের আসরে এই হারারের মাঠেই বিস্ফোরক শতরান করেছিলেন বিস্ময় কিশোর বৈভব। বিলেতে আন্তর্জাতিক অভিষেকের ব্যর্থতা ভুলে বৈভবও নিশ্চিতভাবেই নতুন শুরু করতে চাইছেন। যদিও প্রিন্স যাদব, যশ ঠাকুরদের নিয়ে গড়া টিম ইন্ডিয়ার পেস আক্রমণ বেশ অনভিজ্ঞ। গৌতম গম্ভীরের অনুপস্থিতিতে স্টপ গ্যাপ কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ তাঁর দলের বোলিং দুর্বলতা কীভাবে মেটান, সেদিকেও আগামীকাল নজর থাকবে দুনিয়ার।

ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ে বরাবরই কঠিন প্রতিপক্ষ। অধিনায়ক রাজার অভিজ্ঞতার পাশে বল হাতে ভারতীয় ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ জানাতে হাজির থাকছেন ব্লেসিং মুজারাবানি। তাছাড়া ব্রাড ইভান্স, ডিওন মেয়ার্সদের মতো অভিজ্ঞরাও থাকছেন জিম্বাবোয়ে দলে। নয়া শুরুর স্বপ্নে বিভোর থাকা ভারত অধিনায়ক শ্রেয়স আজ বলেছেন, 'ইংল্যান্ডের বাইশ গজে কঠিন সময় কাটিয়েছি আমরা। দল হিসেবে মাঠে সেরাটা দিতে পারিনি আমরা। ব্যর্থতার সেই সিরিজেও আমাদের জন্য অনেক পজিটিভ দিক রয়েছে। তাই অতীত ভুলে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সবকিছু নতুনভাবে শুরু করতে হবে। আমাদের দলের যা শক্তি ও ভারসাম্য, দ্রুত ছন্দ পেতে সমস্যা হবে না।'

অধিনায়ক শ্রেয়সের ডাকে তাঁর সতীর্থরা কতটা সাড়া দেন, সেটাই এখন দেখার।

অনুশীলন শুরুর আগে জগিংয়ে রিঙ্কু সিং। বুধবার হারারেতে।

> দ্রুত আমাদের পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। সবাইকে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে মাঠে সেরাটা দিতে হবে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সিরিজে যাই হয়ে থাকুক না কেন, সেটা এখন অতীত। সেই অতীত ভুলে আমাদের নতুনভাবে শুরু করতে হবে।
>
> -শ্রেয়স আইয়ার

'হারারেতে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই'

বিশ্বজয়ের মঞ্চে ফের তাণ্ডবের মেজাজে বৈভব

হারারে, ২২ জুলাই : চলতি বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি। হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ড সাক্ষী হয়েছিল বৈভব সূর্যবংশীর রুদ্ররূপের। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে ৮০ বলে ১৭৫! ১৫টি চার ও ১৫টি ছক্কায় প্রতিপক্ষ বোলারদের নিয়ে ছেলেখেলা করেছিলেন। মাস পাঁচেক পর ফের হারারে। এবার সিনিয়ার ভারতীয় দলের জার্সিতে উপস্থিত জিম্বাবোয়ের রাজধানী শহরে ভারতীয় বিস্ময় বালক।

দীর্ঘদিন পর ভারতীয় দলের সফর। উৎসাহের পারদ চড়িয়েছে বৈভবের উপস্থিতি। ইংল্যান্ডের মাটিতেই গত টি২০ সিরিজে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক ঘটেছে। তিন ম্যাচ খেললেও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। এবার সুযোগ হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ডে। বৃহস্পতিবার তিন ম্যাচের সিরিজে প্রথম টি২০ দ্বৈরথে নামার প্রাক্কালে কিছুটা সংযত বৈভব। একইসঙ্গে আত্মবিশ্বাসীও।

সবে শুরু কেরিয়ারে সাফল্য যেমন দেখেছেন, তেমনই ব্যর্থতার স্বাদও। বিসিসিআই টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেকথা স্বীকার করে বৈভব বলেছেন, 'গত চার মাসে বেশ কিছু ওঠা-পড়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। এটা ক্রিকেট জার্নির অঙ্গ। হয়ে থাকে। পরিশ্রম, প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছি। লক্ষ্য একটা- দলের জন্য একশোভাগ দেওয়া।'

ক্রিকেটপ্রেমী থেকে টিম ম্যানেজমেন্ট, সমর্থনের অভাব হয়নি। কৃতজ্ঞতার সুর বৈভবের গলায়ও। বলেছেন, 'আমার যা যা দরকার, তার সবকিছু পেয়েছি, পাচ্ছি কোচদের থেকে। প্র্যাকটিসে আমাকে গাইড করছেন। কোনও কিছুর ফাঁকফোকর রাখছেন না। ফিলিং ভেরি গুড, যা আত্মবিশ্বাসও জোগাচ্ছে।' সেই আত্মবিশ্বাসের ঝলক দেখাতে চান হারারের পয়মন্ত মাঠে।

সাক্ষাৎকারে 'ইউনিভার্সাল বেবি বস' আরও বলেছেন, 'আমার কাছে স্মরণীয় মাঠ। মাস চারেক আগে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিলাম এই হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ডে। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা সবসময় স্পেশাল। আগামীকাল আবার খেলব বিশ্বকাপ জয়ের মাঠে। এখানে ফিরে আসা, ফের খেলতে নামা অন্যরকম অনুভূতি। মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই।'

হারারেতে যুব বিশ্বকাপে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর কথা বৈভবের মুখে। দাবি করেছেন, 'পিচ এবং এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। চেষ্টা থাকবে যার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করার। প্রস্তুতি চলছে। ঘাম ঝরাচ্ছি, এতদিন যা করে এসেছি। নিজের সহজাত ক্রিকেটে ফিরতে চাই। যুব বিশ্বকাপে এই মাঠে গোটা দুয়েক ম্যাচ খেলে সাফল্য পেয়েছি। চাইব, হারারেতে পাওয়া সাফল্য এই সিরিজে এগিয়ে নিয়ে যেতে।'

অনুশীলনের মাঝে সাংবাদিক সম্মেলনে বৈভব সূর্যবংশী। বুধবার।

> পিচ এবং এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। চেষ্টা থাকবে যার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করার। প্রস্তুতি চলছে। ঘাম ঝরাচ্ছি, এতদিন যা করে এসেছি। নিজের সহজাত ক্রিকেটে ফিরতে চাই।
>
> -বৈভব সূর্যবংশী

সেরা চারে গিলের সঙ্গে রোকো

দুবাই, ২২ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ হাতছাড়া হলেও আইসিসি ওডিআই ব্যাটিং র‌্যাংকিংয়ে ভারতীয় দলের রমরমা। টপ ফোরের তিনজনই ভারতীয়। শীর্ষস্থানে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। পরের তিন স্থানে যথাক্রমে শুভমান গিল, বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। শীর্ষস্থান দখলের দৌড়ে মিচেলের (৮০২) ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছেন শুভমান (৮০১)। কিছুটা পিছিয়ে কোহলি ও রোহিতের প্রাপ্ত ৭৬৭ ও ৭৫৮ পয়েন্ট।

৬ বছর পর প্রথম দশে রুট

ভারত সিরিজের সাফল্যের জেরে র‌্যাংকিংয়ে সুফল পেয়েছেন ইংল্যান্ড ব্যাটাররাও। ১১ ধাপ এগিয়ে ইংরেজ ওপেনার বেন ডাকেট উঠে এসেছেন ১৯তম স্থানে। গোটা সিরিজে অপরাজিত থাকার পুরস্কারস্বরূপ ২০২০-র পর সেরা দশে ফের জায়গা করে নিয়েছেন জো রুট (৮ নম্বরে)। অপরদিকে, ওডিআই বোলিং র‌্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান। পরবর্তী দুই স্থানে পাকিস্তানের আবরার আহমেদ ও ইংল্যান্ডের জোফ্রা আর্চার। সেরা দশে নেই কোনও ভারতীয় বোলার। কুলদীপ যাদব আছেন ১১ নম্বরে।

সমালোচকদের চ্যালেঞ্জ মদন লালের

আগুন ছাড়া ধোঁয়া ওঠে না, রোহিত-বিতর্কে অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : রোহিত-বিতর্ক থামার লক্ষণ নেই। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে অবসর জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তারপরও চায়ের কাপে তুফান উঠছে। রোহিত-বিতর্কের পুরোটাই গুজব মানতে নারাজ রবিচন্দ্রন অশ্বীন যেমন এদিন ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দাবি করেন, ধোঁয়া যখন উঠেছে, তখন আগুন আছে। আগুন ছাড়া ধোঁয়া ওঠে না।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন দাবি করেছেন, 'রোহিত শর্মার সম্ভাব্য অবসরের খবরটা যখন সামনে আসে, দাবি করা হয় এটা বাইরের কথাবার্তা। আমি কিন্তু এটা মানতে রাজি নই। বহু প্রচলিত একটা প্রবাদ আছে 'আগুন ছাড়া কখনও ধোঁয়া হয় না।' আগুন (অবসর বিতর্ক) ছিল। কিন্তু রোহিত সেঞ্চুরি করে দিয়েছে। দেখিয়েছে ও কী করতে পারে। রোহিত একটা জিনিস পরিষ্কার করে দিয়েছে, ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে ওর মনে কোনও সংশয় নেই।'

অশ্বীনের আরও দাবি, চোট-আঘাত থেকে ফিরেছিল রোহিত। ছিল বিতর্কের চাপ। নাহলে ১৩৮ নয়, ১৮০ প্লাস রান করে জিতিয়েই ফিরত। 'আমার মতে রোহিত খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। ১২ হাজারের কাছে রান রয়েছে। আর খেলতে চাইলে বিরাট-রোহিতকে আটকানো সম্ভব নয়। এই জায়গায় নিজেদের নিয়ে গিয়েছে ওরা,' দাবি প্রাক্তন অফির।

একই সুর ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য মদন লালের। বলেছেন, 'নির্বাচকদের ভাবনায় যদি না থাকে, তাহলে বাদ দিক। দেখতে চাই সেই সাহস নির্বাচকরা দেখাতে পারে কিনা। সবাইকে একদিন সরে যেতে হয়। কিন্তু রোহিত যদি পারফর্ম করে, রান পায়, তাহলে বাকিদের উচিত চুপ করে যাওয়া। ও দেশের হয়ে খেলতে চাইছে এবং রান করছে, তারপরও বিতর্ক অযৌক্তিক। রোহিতের মতো প্লেয়ার দরকার আমাদের।'

এদিকে বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ে-ভারত সিরিজে সবার চোখ বৈভব সূর্যবংশীর দিকে। তাঁর আগে তরুণ প্রতিভাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে হরভজন সিং বলেছেন, 'এরমধ্যে বৈভব যা করে দেখিয়েছে, তা আগে কেউ করতে পারেনি। অবিশ্বাস্য, দুর্দান্ত প্রতিভা। এরকম প্রতিভা আমি দেখিনি। ওর ভয়ডরহীন মানসিকতা প্লাস পয়েন্ট। রাজস্থান রয়্যালসে সুযোগ পাওয়ার পর তৎকালীন কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে বলেছিল, প্রথম বলটা নিজের জায়গায় পেলে সোজা মাঠের বাইরে ফেলবে! আর ছক্কা হাঁকিয়েই কিন্তু আইপিএল কেরিয়ার শুরু করেছিল বৈভব।'

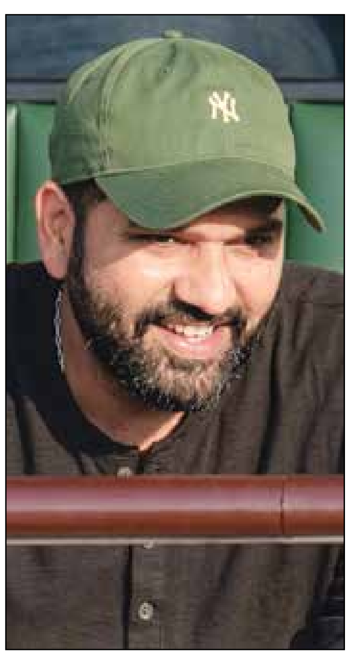
ইংল্যান্ডে 'দ্য হান্ড্রেড' টুর্নামেন্ট দেখার ফাঁকে রোহিত শর্মা।

বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ মহারাজের আশ্রমে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে বিরাট কোহলি। বুধবার।

আইপিএল কেসে স্বস্তি মোদিকে

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : ২০০৯ দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত হওয়া আইপিএলের বিদেশি মুদ্রা তছরুপের কেসে স্বস্তি ললিত মোদির। এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তরফে আনা অভিযোগ থেকে অবশেষে রেহাই পেলেন। ট্রাইবিউনালের রায়ে জানানো হয়েছে, বিদেশি মুদ্রা তছরুপের যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার জন্য দায়ী নন ললিত মোদি। অভিযোগ ছিল, রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াকে না জানিয়ে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকার বৈদেশিক লেনদেন হয়েছে। আঙুল ওঠে তৎকালীন আইপিএল চেয়ারম্যান মোদির দিকে। অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার স্বস্তি নিয়ে ললিত মোদি বলেছেন, 'গত ১৬ বছর ধরে এই দাবিই করে এসেছি। বরাবর ভারতীয় ক্রিকেট, আইপিএলের উন্নতিতে কাজ করেছি। কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিইনি। এই রায়ে সেটাই প্রমাণ হল।'

বদলাচ্ছে ঘরোয়া ক্রিকেটের নিয়ম

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই : অগাস্ট মাসে দলীপ ট্রফি দিয়ে শুরু হতে চলেছে ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ঘরোয়া ক্রিকেটে একঝাঁক নিয়ম বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারিভাবে বিসিসিআইয়ের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে বোর্ডের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, অন্তত পাঁচটি নিয়মে বদল আনছে বিসিসিআই।

মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব বা এমসিসি সম্প্রতি বেশ কিছু ক্রিকেটীয় আইনে বদল করেছে। বদলে যাওয়া সেই আইন এবার প্রয়োগ হবে দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে। জানা গিয়েছে, ইচ্ছাকৃত নো বলের ক্ষেত্রে আগে একটি ইনিংসের জন্য বোলারকে নির্বাসিত করতেন আম্পায়ার। বদলে যাওয়া নিয়মে ইচ্ছাকৃত নো বল করলে সংশ্লিষ্ট বোলার বাকি ম্যাচে আর বোলিং করতে পারবেন না। শুধু তাই নয়, দিনের খেলার শেষ ওভারে কোনও উইকেট পড়লে আগে তারপরই খেলা বন্ধ করে দেওয়া হত। এখন সেটা আর হবে না। বাকি থাকা ওভারের ডেলিভারি শেষ করতেই হবে।

খেলার জলপানের বিরতির সময় মাঠে আগে কোচের প্রবেশের নিয়ম ছিল না। বদলে যাওয়া আইনে এখন থেকে কোচ জলপানের বিরতির সময় মাঠে গিয়ে দলকে উৎসাহ, পরামর্শ দিতে পারবেন। এখানেই শেষ নয়। চমক আরও রয়েছে। এতদিন ফলাফলের সম্ভাবনা না থাকলে দুই দল নিজেদের মধ্যে হাত মিলিয়ে খেলা শেষ করে দিতে পারত। বোর্ডের বদলে যাওয়া নিয়মে এমনটা আর হবে না। দিনের পুরো খেলা শেষ করতেই হবে। আগে বোলার রানআপ শুরুর সময় উইকেটকিপারকে গ্লাভস স্টাম্পের পিছনে রাখতেই হত। নতুন নিয়মে বোলার বল ছাড়ার ঠিক আগে উইকেটকিপারের গ্লাভস স্টাম্পের পিছনে থাকলেই হবে।

নতুন নিয়ম

- ইচ্ছাকৃত নো বল করলে সংশ্লিষ্ট বোলার বাকি ম্যাচে আর বোলিং করতে পারবেন না।
- দিনের খেলার শেষ ওভারে কোনও উইকেট পড়লে আগে তারপরই খেলা বন্ধ করে দেওয়া হত। এখন সেটা আর হবে না।
- এখন থেকে কোচ জলপানের বিরতির সময় মাঠে গিয়ে দলকে উৎসাহ, পরামর্শ দিতে পারবেন।
- এতদিন ফলাফলের সম্ভাবনা না থাকলে দুই দল নিজেদের মধ্যে হাত মিলিয়ে খেলা শেষ করে দিতে পারত। বোর্ডের বদলে যাওয়া নিয়মে এমনটা আর হবে না। দিনের পুরো খেলা শেষ করতেই হবে।
- নতুন নিয়মে বোলার বল ছাড়ার ঠিক আগে উইকেটকিপারের গ্লাভস স্টাম্পের পিছনে থাকলেই হবে।

বদলে যাওয়া একঝাঁক নয়া নিয়ম দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটকে কতটা এগিয়ে দেয়, নতুন কোনও বিতর্ক দেখা দেয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

কাউন্টিতে কুলদীপ

লন্ডন, ২২ জুলাই : সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সফরে দলে থাকলেও খেলার সুযোগ পাননি। সেই কুলদীপ যাদবের সঙ্গে চুক্তি করল কাউন্টির অন্যতম প্রথম সারির দল ইয়র্কশায়ার। ওয়ান ডে কাপ ইয়র্কশায়ারের হয়ে ৫টি ম্যাচ খেলবেন। প্রথম ম্যাচ শুক্রবার গ্লামারগনের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি সেপ্টেম্বরে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নতুন দলের হয়ে তিনটি ম্যাচ খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন ভারতের বাঁহাতি রিস্টস্পিনার। কুলদীপ বলেছেন, 'ইয়র্কশায়ারে যোগ দিয়ে আমি খুশি। এই সুযোগ পাওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ। ইয়র্কশায়ারের মতো দলে প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে বিশাল সম্মান। ইংলিশ কন্ডিশনে খেলা সবসময় উপভোগ করি। আপাতত সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

রোকোর অভিজ্ঞতা দলের প্রয়োজন, গম্ভীরকে যুবরাজ

লন্ডন, ২২ জুলাই : ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অভিজ্ঞতা দলের প্রয়োজন। শুধু তারুণ্যের তেজ, ইয়ং ব্রিগেড দিয়ে হবে না। প্রাক্তন সতীর্থ গৌতম গম্ভীরকে এমনই পরামর্শ যুবরাজ সিংয়ের।

লর্ডসের ঘণ্টা বাজিয়ে গতকাল নির্ণায়ক ম্যাচ শুরু করেন যুবরাজ। ম্যাচের প্রথম বল থেকে ব্যাটারদের দাপট। বেন ডাকেট-জেকব বেথেলের পালটা জবাব রোহিত-বিরাটের ব্যাটে। শুভমান গিল ছাড়া বাকিরা ভরসা জোগাতে পারলে ম্যাচ ও সিরিজ জিতেও ফিরতে পারত ভারত।

যুবরাজের যুক্তি, ওডিআই বিশ্বকাপে প্রয়োজন অভিজ্ঞ ও তারুণ্যের সঠিক মিশ্রণ। আর যে ভাবনায় রোহিত-বিরাটের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলেছেন, 'টিম কম্বিনেশন, বিশ্বকাপ পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব টিম ম্যানেজমেন্টের। ওদেরই বলতে চাই, শুধু ইয়ং ব্রিগেড বা শুধু অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দিয়ে টিম চলবে না। ভারসাম্য দরকার।'

একইভাবে বিরাট-রোহিতকে নিয়ে নিজেদের ভাবনাও পরিষ্কার করার দাবিও শোনা গেল 'সিক্সার কিং'-এর মুখে। যুবি বলেছেন, 'যদি রোকো বিশ্বকাপের পরিকল্পনা থাকে, তাহলে এখনই বলে দেওয়া হোক। যদি উলটোটা হয়, সেটাও পরিষ্কার করা উচিত। তবে আবারও বলব তারুণ্য-অভিজ্ঞতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ।'

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার কুলদীপ যাদবকে সফরে একটা ম্যাচ না খেলানোর সিদ্ধান্তে অবাক। প্রাক্তনের মতে, জসপ্রীত বুমরাহ, ওয়াশিংটন সুন্দরদের অনুপস্থিতিতে লর্ডসে কুলদীপ নেই! টিম ম্যানেজমেন্টের এহেন ভাবনা যে কোনও বোলারের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাবে।

একই সুর মহম্মদ কাইফের গলায়। বলেছেন, 'এদিন বুমরাহ নেই। নেই ওয়াশিংটন, বরুণ চক্রবর্তীও। তারপরও কুলদীপ প্রথম এগারোয় নেই! অথচ, কুলদীপের মতো বাঁহাতি রিস্টস্পিনার থাকলে বৈচিত্র্য বাড়ত। ভুলে যাবেন না ১১৮ ম্যাচে ওর ১৯৪ উইকেট রয়েছে। কিন্তু ওকে নিয়ে যা হচ্ছে, তাতে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে এখনই কুলদীপের উচিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানানো!'

রোহিত ইস্যুতেও গম্ভীরদের রীতিমতো তুলোধোনা করলেন কাইফ। নাম না করে প্রাক্তন মিডল অর্ডার ব্যাটার বলেছেন, 'অবসর-টবসর হয়ে গেল? নাক কাটালেন তো? কখন অবসর নেবে তা ঠিক করবে রোহিতই। এই অধিকারটা ও অর্জন করেছে। দেশকে প্রচুর দিয়েছে। ক্রিকেটকে বিদায় জানাবে নিজের শর্তেই। আপনারা (সমালোচকরা) প্রচুর চাপ দিয়েছেন। যার ফল সেঞ্চুরি!'

নাক কাটল নিন্দুকদের : কাইফ

> যদি রোকো বিশ্বকাপের পরিকল্পনা থাকে, তাহলে এখনই বলে দেওয়া হোক। যদি উলটোটা হয়, সেটাও পরিষ্কার করা উচিত। তবে আবারও বলব তারুণ্য-অভিজ্ঞতার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। -যুবরাজ সিং

জেল হতে পারে ওয়ার্নারের

সিডনি, ২২ জুলাই : মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়েছিলেন। পথ আটকেছিল সিডনি পুলিশ। প্রাথমিকভাবে গ্রেফতারও হয়েছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। ঘটনাটা গত এপ্রিল মাসের।

অবশেষে সেই ঘটনায় নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি বাঁহাতি ওপেনার ওয়ার্নার। ওয়েভারলি আদালতে আজ ওয়ার্নারের মামলাটি উঠেছিল। সেখানে ওয়ার্নার নিজে হাজির না থাকলেও তাঁর আইনজীবী ছিলেন। প্রাক্তন অজি ওপেনারের আইনজীবী ববি হিল আজ জানিয়েছেন, আদালতে ওয়ার্নার মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। মনে করা হচ্ছে, নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ার নিয়ম অনুযায়ী অন্তত নয় মাসের জেল হতে পারে ওয়ার্নারের। জানা গিয়েছে, ১৮ অগাস্ট ওয়ার্নারের শাস্তি ঘোষণা করতে পারে ওয়েভারলির আদালত।

বিপাকে ভারতের বক্সাররা

আজ শুরু কমনওয়েলথ গেমস

গ্লাসগো, ২২ জুলাই : বৃহস্পতিবার শুরু হচ্ছে কমনওয়েলথ গেমস। উদ্বোধনের আগেই বিপাকে ভারতের বক্সিং দল। প্রস্তুতি শিবির শেষ করে ২২ সদস্যের বক্সিং দল বেলফাস্ট থেকে গ্লাসগো পৌঁছেছে। তবে দলের একাধিক সদস্যের ব্যাগপত্র নাকি বিমানে তোলাই হয়নি। ওই ব্যাগগুলিতে অনুশীলনের সরঞ্জাম ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পোশাক ছিল বলে জানা গিয়েছে। যে কারণে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন ভারতীয় বক্সাররা।

সাক্ষী চৌধুরী, জেসমিন ল্যাম্বোরিয়া, পারভিন হুডা, যাদুমণি সিং, কপিল পোখারিয়ারা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য দ্রুত তাঁদের সমস্ত সরঞ্জাম সহ ব্যাগপত্র গ্লাসগো পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। সমস্যা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। মহিলা বক্সারদের এবং তাঁদের কোচদের আলাদা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে অনুশীলন সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মহিলা বক্সাররা।

কমনওয়েলথ গেমসের প্রস্তুতিতে ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া।

নিজেদের ওজনের সমান টমেটো উপহার পেলেন বিশ্বজয়ী ফ্যাবিয়ান রুইজ ও গাভি।

পারেডেসের নির্বাসনে না গাভির

গাভি, রুইজদের টমেটো উপহার

সেভিয়া, ২২ জুলাই : লিয়ান্দ্রো পারেডেসের আলাদা করে শাস্তির প্রয়োজন নেই। লাল কার্ড দেখানো হয়েছে, সেটাই যথেষ্ট। বক্তা আর কেউ নন স্বয়ং স্পেনের গাভি। যাকে গলা ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। বিশ্বকাপ ফাইনাল শেষে পারেডেসের সেই আচরণের সমালোচনা করেছেন ফুটবলভক্ত থেকে বিশেষজ্ঞরা। তবে গাভি ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাঁর কথায়, 'ম্যাচ শেষে ওই ঘটনার জন্য আর্জেন্টাইন ফুটবলারের (পারেডেস) শাস্তি হওয়া উচিত? আমার মনে হয় না ওদের নির্বাসনের প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি, তরুণ ফুটবলারদের জন্য এটা ভালো বিজ্ঞাপন নয়। তবে ফুটবল বরাবরই তীব্র আগ্রাসনের খেলা।' একইসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, 'লাল কার্ডই যথেষ্ট। ব্যাপারটা ওখানেই থেমে যাওয়া উচিত।' ম্যাচ চলাকালীন একমাত্র লাল কার্ড দেখেছিলেন আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজ। পরে ফিফা জানিয়েছে, ম্যাচ শেষে কোনও লাল কার্ড দেখানো হয়নি। রেফারিদের চূড়ান্ত ম্যাচ রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে তারা।

> ম্যাচ শেষে ওই ঘটনার জন্য আর্জেন্টাইন ফুটবলারের (পারেডেস) শাস্তি হওয়া উচিত? আমার মনে হয় না ওদের নির্বাসনের প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি, তরুণ ফুটবলারদের জন্য এটা ভালো বিজ্ঞাপন নয়। তবে ফুটবল বরাবরই তীব্র আগ্রাসনের খেলা।
>
> -গাভি

বিতর্ক যাই হোক বাড়ি ফিরে অভিনব পুরস্কার পেয়েছেন গাভি এবং ফ্যাবিয়ান রুইজ। তাঁরা দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়া অঞ্চলের প্রদেশ সেভিয়ার ছোট শহর লস পালাসিয়োস ই ভিয়াফ্রাঙ্কার। শহরের প্রথা অনুযায়ী দুই ফুটবলারের ওজনের সমান টমেটো উপহার দেওয়া হয়েছে তাঁদের। স্থানীয় স্টেডিয়াম মারিসমাস ও সান সেবাস্তিয়ানের নাম রাখা হবে রুইজ এবং গাভির নামে। এছাড়াও এলাকার একটি রাস্তা হুয়ান হোসে ভাকেরো অ্যাভিনিউতে একটি সৌধ নির্মাণ করা হবে। যার নাম হবে রুইজ, গাভি এবং ২০১০ সালের বিশ্বকাপজয়ী স্থানীয় ফুটবলার জেসুস নাভাসের নামে।

বাগান শিবিরে যোগ দিলেন ড্র্যাজিচ

ডার্বি জয়ের হুঙ্কার ড্যানির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : ডার্বির দামামা বেজে গিয়েছে। প্রস্তুতিতে খামতি রাখছে না কোনও দলই। দুই কোচই কম্বিনেশন তৈরিতে ব্যস্ত। মঙ্গলবার মধ্যরাতে কলকাতায় পা রেখেছিলেন ইস্টবেঙ্গলের বিদেশি মিডিও ড্যানি র‍্যামিরেজ। বুধবার বিকেলে দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন তিনি। দীর্ঘ বিমানযাত্রার জেরে ক্লান্ত ছিলেন স্প্যানিশ তারকা। তাই প্রথমদিন বেশিরভাগ সময় সাইডলাইনে কাটালেন তিনি। তবে শেষদিকে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের সময় মূলদলের সঙ্গে দেখা গেল তাঁকে।

অনুশীলনে ডেজান ড্র্যাজিচ

গত মরশুমে পাঞ্জাব এফসি-র হয়ে মাঝমাঠে ফুল ফুটিয়েছিলেন ড্যানি। এবার তাঁর গায়ে লাল-হলুদ জার্সি। ব্রাজিলীয় তারকা মিগুয়েল ফিগুয়েরার পরিবর্তে ড্যানিকে দলে নেওয়া হয়েছে। স্প্যানিশ মিডিওকে ঘিরে প্রচুর প্রত্যাশা ইস্টবেঙ্গলের। লাল-হলুদ জার্সিতে প্রথম ম্যাচেই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে খেলবেন। মজার বিষয়, প্রতিপক্ষ শিবিরের কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। এই গ্রিক কোচের অধীনেই গত মরশুমে পাঞ্জাব এফসিতে খেলেছিলেন তিনি। ডার্বিতে প্রাক্তন কোচের দলকে হারাতে মরিয়া স্প্যানিশ তারকা। অনুশীলন শেষে তিনি বলে গেলেন, 'দীর্ঘ বিমান যাত্রায় বেশ ক্লান্ত। তাই আপাতত রিকভারিতেই ব্যস্ত। তবে ডার্বি খেলার জন্য তৈরি। আমরা এই ম্যাচে লড়াই করব। আশা করছি, মোহনবাগানকে হারাব।' অনুশীলনের পর স্মৃতিমেদুর ইস্টবেঙ্গল কোচ হাবাস বলেছেন, 'কলকাতা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। এখানে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অনেকটা লম্বা মরশুম। দলের সবাইকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলাব। সমর্থকদের সবসময় পাশে চাই।'

বুধবার কলকাতায় আসার কথা থাকলেও পারিবারিক সমস্যায় আসেননি মহম্মদ বসিম রশিদ। তবে দুই-একদিনের মধ্যে তিনি চলে আসবেন।

এদিকে, বুধবার সকালে কলকাতায় পা রেখেছেন মোহনবাগানের সার্বিয়ান মিডিও ডেজান ড্র্যাজিচ। বিকেলে অনুশীলনে এলেও বেশিরভাগ সময় মাঠের চারপাশে দৌড়েই কাটালেন তিনি। শুক্রবার সকালে কলকাতায় পা রাখার কথা সবুজ-মেরুন রক্ষণের স্তম্ভ আলবার্তো রডরিগেজের।

উন্নতিকে হারিয়ে বিস্ফোরক পোস্ট সিন্ধুর

বেজিং, ২২ জুলাই : জাপান ওপেন জিতে শিরোপার খরা কাটিয়েছিলেন সিন্ধু। এবার চায়না ওপেন শুরু করলেন চ্যাম্পিয়নের মেজাজে। প্রথম রাউন্ডে দাপুটে জয় তুলে নিলেন দেশের তারকা শাটলার।

চায়না ওপেনে প্রথম রাউন্ডে সিন্ধু মুখোমুখি হয়েছিলেন আরেক ভারতীয় উন্নতি হুড্ডার। ৫৬ মিনিটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে ২১-১৪, ৯-২১, ২১-১০ পয়েন্টে হারালেন তারকা শাটলার। এই উন্নতির কাছেই গত বছর চায়না ওপেনের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হারতে হয়েছিল সিন্ধুকে। এবার মধুর প্রতিশোধ নিলেন তিনি।

ম্যাচ জয়ের পরে সমাজমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট সিন্ধুর। তিনি লিখেছেন, 'ভবিষ্যৎ কড়া নেড়েছিল। বর্তমান তাঁর জবাব দিয়েছে। কিছু আসন কাউকে এমনিই দেওয়া হয় না, অর্জন করে নিতে হয়।' সিন্ধুর পোস্টের পরেই ব্যাডমিন্টন মহলের মধ্যে জল্পনা তুঙ্গে। তবে কি গতবারের হারের পালটা জবাবটা ব্যাডমিন্টন কোর্টের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেও দিলেন তিনি? দ্বিতীয় রাউন্ডে সিন্ধু খেলবেন বিশ্বের চার নম্বর চেন ইউফেইয়ের।

শুভেচ্ছা

অন্নপ্রাশন

☺ হিতাংশী ঘোষ : আজ তোমার শুভ অন্নপ্রাশন। তুমি আমাদের সবার প্রাণভরা আশীর্বাদ আর অনেক অনেক আদর নিও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা- তুমি দীর্ঘজীবী হও। সুস্থ থাকো।

বিপুল ঘোষ (বাবা), সোলাংকী ঘোষ (মা), ঠাকুরদা, ঠাকুমা, দাদু, দিদা, মাসি, পিসি, দিদি। বাবুপাড়া। নকশালবাড়ি।

ডুরান্ড ডার্বির উন্মাদনায় ভাটা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ডার্বি দিয়েই শুরু হচ্ছে ডুরান্ড কাপ। কিন্তু সমর্থকদের উন্মাদনায় যেন ভাটার টান।

দুইদিন হল ডুরান্ড ডার্বির অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। বুধবার থেকে অফলাইনেও মিলছে মহারণের টিকিট। কিন্তু টিকিটের চেনা চাহিদা কই? ওয়েবসাইটে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য নির্ধারিত গ্যালারিগুলোর মধ্যে মাত্র দুটো ব্লকের টিকিট শেষ হয়েছে। তুলনায় মোহনবাগান গ্যালারির টিকিট বিক্রি হয়েছে একটু বেশি। অফলাইন টিকিটেও যে খুব চাহিদা রয়েছে, তা নয়। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকাল, কখনোই লাইনে একশোর বেশি লোক চোখে পড়ল না। ছবিটা দুই প্রধানের তাঁবুতেই একই।

বিগত বছরগুলোতে ডুরান্ড ডার্বির মহার্ঘ টিকিট নিয়ে রীতিমতো হাহাকার দেখা গিয়েছে। সেই জায়গা থেকে এই ছবি একেবারেই অচেনা। এর নেপথ্যে কারণ কী? টিকিটের সর্বনিম্ন দাম আড়াইশো টাকা। খুব যে বেশি তা বলা চলে না। তবে অধিকাংশ সমর্থকের বক্তব্য, মরশুমের প্রথম ম্যাচই ডার্বি হওয়ায় অল্পদিনের প্রস্তুতিতে মাঠে নামবে দুটো দল। ভালো ফুটবল দেখার সম্ভাবনা কম। দুই দলই হয়তো কোনও ঝুঁকি নেবে না। অধিকাংশ বিদেশি ফুটবলারের অনুপস্থিতিতে রিজার্ভ দলের একাধিক ফুটবলার হয়তো সুযোগ পাবেন বড় ম্যাচে খেলার। তারপরও যাঁরা গ্যালারি ভরাবেন, তাঁরা আসবেন স্রেফ লাল-হলুদ আর সবুজ-মেরুন আবেগের টানে। অবশ্য আয়োজকদের আশা, শেষ দুইদিনে টিকিট বিক্রির গতিতে জোয়ার আসবে।

ধারাভাষ্যকার রাহানে

লন্ডন, ২২ জুলাই : নতুন ভূমিকায় আজিঙ্কা রাহানে। বিলেতের মাটিতে 'দ্য হান্ড্রেড' প্রতিযোগিতায় ধারাভাষ্যকার হিসেবে নতুন ইনিংস শুরু করছেন রাহানে। তিনি ইতিমধ্যেই ইংল্যান্ডে পৌঁছেও গিয়েছেন। সেখানেই এবার হাতে ব্যাটের বদলে মাইক্রোফোন নিয়ে দেখা যাবে আজিঙ্কাকে। নিজের নয়া ভূমিকা নিয়ে বিলেতের সংবাদমাধ্যমে রাহানে আজ বলেছেন, 'ইংল্যান্ডে বহু স্মৃতি রয়েছে। সবই ক্রিকেটার হিসেবে। এবার মাইক্রোফোন হাতে নয়া দায়িত্ব। এমন সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত।' উল্লেখ্য, দ্য হান্ড্রেড প্রতিযোগিতায় রাহানেই একমাত্র ভারতীয় ধারাভাষ্যকার।

অতীত ভুলে নয়া শুরুর ডাক শ্রেয়সের
-খবর এগারোর পাতায়

দার্জিলিংয়েও ম্যাচ আয়োজনের ভাবনা

ডুরান্ডের টিকিট বণ্টনে অভিনবত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জুলাই : ক্রীড়ামন্ত্রীর উপস্থিতিতে ডুরান্ড কাপের বাদ্যি বেজে গেল বুধবার।

সেনাবাহিনীর সঙ্গে ডুরান্ড আয়োজনে এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারও। আর এই রাজ্যে পালাবদলের পর এটাই প্রথম ডুরান্ড কাপ। তার আগে শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিযোগিতার আয়োজন নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। দূর থেকে কলকাতায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে আসা ফুটবলপ্রেমীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, অনলাইনে টিকিট কাটার পরও তা সংগ্রহ করতে বড় ঝক্কি পোয়াতে হয়। তবে এবার তার সুরাহা হচ্ছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় এবার ডুরান্ড কাপ থেকেই 'পেপারলেস' টিকিটের ব্যবস্থা করছে আয়োজকরা। এদিন ক্রীড়ামন্ত্রী ঘোষণা করেন, 'টিকিট নিয়ে অনেক অভিযোগ পেয়েছিলাম। তাই এবার পেপারলেস টিকিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্ট্যাম্পিংয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় খরচ হবে না। অনেক সমস্যা কমবে।' অর্থাৎ অনলাইনে কাটা টিকিট দেখিয়েই

ডুরান্ডের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ। বুধবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

মাঠে ঢুকতে পারবেন সমর্থকরা। যদিও শনিবারের ডার্বিতেই তা হচ্ছে না। ডুরান্ডের বাকি সব ম্যাচে এই ব্যবস্থা থাকছে। জানা গিয়েছে, ডার্বি সহ সব ম্যাচেই ক্লাবগুলিকে ৫ হাজার একশো করে টিকিট দিচ্ছে ডুরান্ড কর্তৃপক্ষ।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সাধারণ গ্যালারিতে পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানেরও আশ্বাস দিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী। ইন্দ্রনীল খাঁ বলেছেন, 'সব গ্যালারিতে পর্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। ভিআইপি বা ভিভিআইপি গ্যালারিতে যে জল থাকবে সেই একই জল পাবেন সাধারণ সমর্থকরা। আমি নিজে যাচাই করে দেখব ওই জল পানের যোগ্য কিনা।' সব ঠিক থাকলে ২৫ জুলাই ডুরান্ডের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে পালাবদলের পর 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকারের নেতৃত্বে হতে চলা ডুরান্ডে এবার থাকছে বিস্তর চমক। ক্রীড়ামন্ত্রীর দাবি, সর্বকালের সেরা ডুরান্ড দেখতে চলেছে ফুটবল মহল।

এদিকে, ডুরান্ড আয়োজকদের ঘোষণা, ভবিষ্যতে ডুরান্ড কাপের প্রসারের লক্ষ্যে দার্জিলিংয়েও প্রতিযোগিতার ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ভাবনায় রয়েছে সিকিমের নামও। সেই সঙ্গে আগামী মরশুম থেকে মহিলা ফুটবলারদের নিয়েও সীমিত আকারে ডুরান্ড আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে আয়োজকদের তরফে জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা।

কাইজেনের ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতা ২ অগাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশনের ওপেন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। কাইজেনের সহ সভাপতি সন্দীপ ঘোষাল জানিয়েছেন, বিড়লা দিব্যজ্যোতি স্কুলে অনুষ্ঠেয় আসরে সাতটি রাজ্যের ৩০০-র বেশি ক্যারাটেকা অংশ নেবে। একসঙ্গে চারটি এরিনায় খেলা হবে। অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য অনিকেত খালকো ও রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি গ্রিনের সচিব সন্দীপ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কাইজেনের চিফ টেকনিকাল ডিরেক্টর দেবাশিস ঢালি জানিয়েছেন, সকাল ৮.৩০ মিনিট থেকে খেলা শুরু হবে। অনূর্ধ্ব-৬ থেকে ১৮ ঊর্ধ্ব বয়স বিভাগে কাতা ও কুমিতে ইভেন্টে ৭০টি ক্যাটেগোরিতে ক্যারাটেকারা নামবে। ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন নেপাল ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের রেফারিরা। প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের ৯টি জেলা দল পাঠাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের চারটি জেলা অংশ নিচ্ছে। প্রতিযোগিতায় কাইজেনের ১৪৫ জন অংশ নেবে। ক্যারাটে ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশনের সদস্য ও ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের মান্যতা প্রাপ্ত কাইজেন ক্যারাটে-ডু অ্যাসোসিয়েশন এই নিয়ে ১৬তম ওপেন ক্যারাটে প্রতিযোগিতা আয়োজন করছে।

বলাকার ফুটবল ২৩ অগাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের ইন্দিরা গান্ধি স্মৃতি একদিনের ১৬ দলীয় ফুটবল ২৩ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম সচিব বনি দাস ও উৎপল সরকার জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়নদের অমৃতকুমার চৌধুরী ট্রফি ও ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রানার্সরা প্রভা চৌধুরী ট্রফির সঙ্গে পাবে ১ লক্ষ টাকা। ফেয়ার প্লে দলকে জ্যোতি দত্ত ট্রফি ও ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

ম্যাচের সেরা ক্ষিতীশ খাওয়াস, রুয়েল এক্কা ও নন্দ গোপাল।

জোড়া গোল ক্ষিতীশ, রুয়েলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ জুলাই : রয়্যাল অ্যাকাডেমির ১৬ দলীয় ১৫তম আরকে মেমোরিয়াল আন্তঃ স্কুল ফুটবলে বুধবার লিটল অ্যাঞ্জেল স্কুল ২-১ গোলে হিব্রন স্কুলকে হারিয়েছে। লিটল অ্যাঞ্জেলের ক্ষিতীশ খাওয়াস জোড়া গোল করে। হিব্রনের গোলটি কৌশিক ছেত্রীর। ম্যাচের সেরা ক্ষিতীশ। রয়্যাল অ্যাকাডেমি ৪-১ গোলে ডিএভি স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা রুয়েল এক্কা জোড়া গোল করে। রয়্যালের বাকি গোল দুইটি সমীর আহমেদ ও সিলাশ ওরাওঁয়ের। ডিএভি-র গোলস্কোরার আদিত্য গুপ্তা। সেক্রেড হার্ট স্কুল ১-০ গোলে রানিডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে হারিয়েছে। গোল করে আদিব বড়ুয়া। ম্যাচের সেরা নন্দ গোপাল। বৃহস্পতিবার খেলবে এইচবি বিদ্যাপীঠ-ওয়েস্ট পয়েন্ট স্কুল, সিজার স্কুল-হুইটন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও ঝাপা ন্যাশনাল স্কুল-রয়্যাল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন হাওড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হাওড়া - এর একজন

বাসিন্দা সবরী জানা - কে 17.04.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 96H 88037 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "সর্বপ্রথমে কোটিপতি তৈরির এই চমৎকার প্রকল্পটি চালু রাখার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এটি অবশ্যই মানুষকে কটি দশ টাকা খরচ করে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে সাহায্য করবে। এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ আমার স্বপ্ন পূরণে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

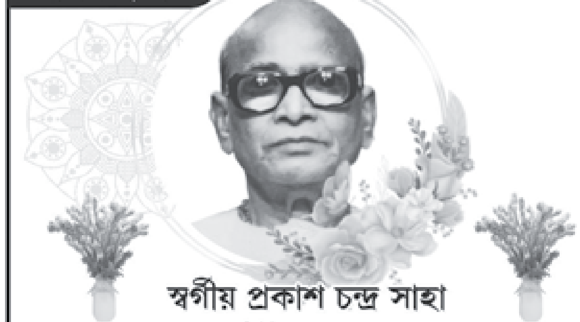

স্বর্গীয় প্রকাশ চন্দ্র সাহা

১৯তম প্রয়াণ বার্ষিকী (প্রয়াণ ২৩.০৭.২০০৭)

"তোমাকে স্মরণ করি অশ্রু অর্ঘ্য দিয়ে
যেথা আছো ভালো থেকো চিরশান্তি নিয়ে"

তুমি আমাদের পথ প্রদর্শক,
তোমার চলে যাওয়ায় আমরা বিদীর্ণ ও মর্মাহত।
তোমার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

শোকাহত পরিবারবর্গ, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি ও
প্রকাশ ডিস্টিলারী এ্যান্ড কেমিক্যাল কোঃ প্রাঃ লিমিটেড
এর কর্মীবৃন্দ